অর্থাৎ নিদর্শনতত্ত্বের মূল সূত্র।

ও

১৮৭২ সালের ১ আইন, টীকা এবং নজীর ও প্রতিজ্ঞাবিষয়ে
১৮৪০ সালের ৫ আইন, ১৮৭২ সালের ৬ আইন, মনো-
নীত কমিটীর রিপোর্ট, প্রমাণ-বিষয়ক হাইকোর্টের ১৮৬৭
সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৯ নং সরকুলার
ও প্রমাণ-বিষয়ক আইনের সংশোধক আইন।

কোচবিহারের মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রণীত।

কলিকাতা
বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট যন্ত্র,
কলেজ-স্কোয়ার ৪ নং ভবনে
শ্রীদ্বারকানাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আশ্বিন, ১২৭৯।—অক্‌টোবর, ১৮৭২।

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষে অন্যান্য আইনের ন্যায় প্রমাণ-বিষয়ক আইনও সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আইনে বিধিবদ্ধ হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল। তৎসম্পর্কীয় সমগ্র বিধান এক স্থলে প্রাপ্ত হওয়ারও কোন উপাই ছিল না, বরঞ্চ বহুকালের ব্যবস্থা সকল তন্ন তন্ন করিয়া তাহা অধ্যয়ন করিয়া উঠা যার পর নাই আয়াস-সাধ্য কার্য্য ছিল। ১৮৫৫ সালের ২ আইনে প্রমাণ-বিষয়ক কএকটি প্রধান প্রধান মূল সূত্র বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সম্প্রতি ১৮৭২ সালের ১ আইনের দ্বারা সেই অসুবিধার বহু পরিমাণে নিরাকরণ হইয়াছে। এক্ষণেও প্রমাণ-বিষয়ক ব্যবস্থা যে অন্য কোন আইনে একবারেই নাই, সকল রূপ বিধানই নূতন আইনে সংগৃহীত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না। ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য্য-বিধান, তমাদী ও ষ্টাম্প আইন, সাক্ষিগণের প্রতিজ্ঞা-বিষয়ে আইন, ইত্যাদি আইনে কতক কতক বিধান এখনও স্বতন্ত্ররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহা অনিবার্য্য। এতদ্ব্যতীত প্রধানতম বিচারালয়ের সরক্যুলর-পত্রেও কতক কতক বিধানের তাৎপর্য্য প্রকটিত আছে। আমি এই নিদর্শনতত্ত্ব পুস্তকে ঐ সমস্ত বিধান ও আইন এক স্থানে সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাতে প্রমাণ-বিষয়ের বিধান সকল নানাস্থান

হইতে অন্বেষণ করিয়া অধ্যয়ন করার শ্রম দূরীভূত হইবে। এই স্থলে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপন জন্য আমি কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, সুবিখ্যাত ব্যবস্থাজ্ঞ শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্‌ড সাহেব মহোদয়ের ১৮৫৫ সালের ২ আইনের টীকা যে প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল, আমি সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি।

প্রমাণ-বিষয়ক নূতন আইনটি প্রায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইলেও উহা প্রকৃষ্টরূপে অধ্যয়ন ও উহার সমস্ত ভাবগ্রহ করিতে নিদর্শনতত্ত্বের মূলসূত্রগুলির সাহায্য অতীব প্রয়োজনীয়। তজ্জন্য যত সংক্ষেপে হইতে পারে নিদর্শনতত্ত্বের মূলসূত্রগুলি আমি এই পুস্তকের প্রথম ভাগে সঙ্কলন করিয়াছি। নূতন আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে আইনের সমুদায় বিধানের কার্য্যকারণ-সংযুক্ত মনোনীত সভার সভ্যগণ একটি সুদীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট রিপোর্ট ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা একবার যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিলে আইনের বিধান সকল অতি সহজেই বোধগম্য হওয়ার সম্ভাবনা, একারণ, সেই রিপোর্টটিও আমি এই পুস্তকে সন্নিবেশ করিয়াছি। অধিকন্তু প্রতি ধারার নিম্নভাগে আবশ্যকমত টীকা ও তৎপোষক ইংলণ্ডীয় বিখ্যাত নিদর্শনতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মত ও ভারতবর্ষীয় প্রধানতম বিচারালয সকলের নিষ্পত্তি (নজির) বাহুল্য পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে।

আইনের একটি অসুবিধা আমি দূর করিতে পারি নাই, তাহা করারও উপায় নাই। ইংরেজী ভাষা হইতে অনু-

বাদ হওয়া প্রযুক্ত সমুদায় আইনের মত এই আইনেরও ভাষা অতিশয় কঠিন ও দুর্বোধ্য। প্রতি ধারার সারমর্ম্ম প্রচলিত বাঙ্গালায় লিখিতে গেলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া পড়ে; বিশেষতঃ, আইনের ভাষার কোন রূপ ন্যূনাধিক্য হইলে বিচার আদালতে অনেক ছল ও কুতর্ক উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ভাষার সরলতা সাধন চেষ্টায় আমি নিবৃত্ত হইয়াছি।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যবিধান আইনের যে যে ধারা প্রমাণ সম্পর্কীয় তাহা আইনের টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বারা আইন ব্যবসায়ী মহাশয়গণের শ্রমের লাঘব ও আইনের ভাবগ্রহণের কথঞ্চিৎ সুবিধা হইলেই আমার শ্রম সফল বোধ করিব।

কোচবিহার।
১৭৯৪। ভাদ্র।
১৮৭২। সেপ্টেম্বর।

শ্রীযাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নির্ঘণ্ট।

দ্বিতীয় ভাগ।

সাক্ষ্য-বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের ১ আইন।

ধারা বিভাগ।

স্বীকার-বাক্যের কথা।

ধারা পৃষ্ঠা

যে ব্যক্তিদিগকে সাক্ষিস্বরূপ আহ্বান করা যাইতে পারে না তাহাদের উক্তির কথা।

বিশেষ ভাবগতিকে যে কথা কহা যায় তাহার কথা।

উক্তির যে অংশের প্রমাণ করিতে হইবে তাহার কথা।

আদালতের নিষ্পত্তি যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

তৃতীয় ব্যক্তিদের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

চরিত্র যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রমাণের কথা।

৩ পরিচ্ছেদ।—যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক নয় তাহার কথা।

৪ পরিচ্ছেদ।—বাচনিক সাক্ষ্যের কথা।

ধারা পৃষ্ঠা।

৫ পরিচ্ছেদ।—লিখিত সাক্ষ্যের কথা।

সাধারণ স্বার্থের দলীলের কথা।

ধারা পৃষ্ঠা।

দলীল-বিষয়ক অনুমানের কথা।

৬ পরিচ্ছেদ।—লিখিত সাক্ষ্য দ্বারা বাচনিক সাক্ষ্য নিরাকৃত হওয়ার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাক্ষ্য উপস্থিত করণের ও তৎফলের কথা।

৭ পরিচ্ছেদ।—প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

ধারা পৃষ্ঠা।

নির্ঘণ্ট।

নিদর্শনতত্ত্ব।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।
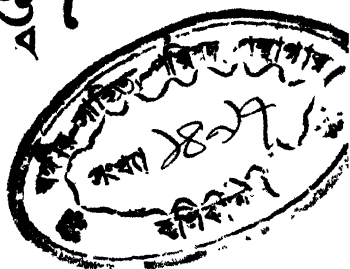
বিচারের কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত; বৃত্তান্ত অবধারণ করা ও অবধারিত বৃত্তান্তে আইন প্রয়োগ করা। যদি বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোন তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত না হইত অর্থাৎ বাদী যে বৃত্তান্তের কথা বলে, বিবাদী যদি তাহা অবিকৃতরূপে স্বীকার করিত, তবে বিচারকের কার্য্য অতি সংক্ষেপ ও সহজ হইয়া পড়িত, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সে রূপ নহে। মনুষ্যের মিথ্যা ব্যবহার, দুষ্প্রবৃত্তি বশতঃ অথবা তদভাবে অল্পবুদ্ধি ভ্রম এবং মানবীয় অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন বৃত্তান্ত অবধারণ করা অতিশয় কঠিন ও গুরুতর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

বিচারকদিগকে ভূরি ভূরি ভ্রম, তঞ্চকতা এবং মিথ্যা ব্যবহারের মধ্য হইতে প্রকৃত বৃত্তান্ত নির্ব্বাচন ও উদ্ধার করিয়া লইতে হয়; যদ্দ্বারা সেই রাশীকৃত আবর্জ্জনা হইতে প্রকৃত বৃত্তান্ত নির্ব্বাচন করা যায় তাহার নাম নিদর্শন।

আর্য্য জাতীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরাও নিদর্শনের ঐ রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মনু বলেন " যদ্দ্বারা কোন বিষয় অবধারিত হয় তাহাকে নিদর্শন বলে। „

নর্টন বলেন " অবস্থা বা বৃত্তান্তের সত্যাসত্য নিরূপণ করাইবার মানসে উভয় পক্ষ বিচারকের নিকট যাহা কিছু উপস্থিত করে তাহাকেই নিদর্শন কহে। „ গুডিবও ঐরূপ বলেন।

নিদর্শনতত্ত্ব সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ও ন্যায়শাস্ত্রানুমত। উহা সম্পূর্ণ রূপে নীতি, দর্শনশাস্ত্র ও ইতিবৃত্তমূলক। ইহার কোন সূত্রই অসঙ্গত, অন্যায়, ধর্ম্মনীতির বহির্ভূত বা যথেচ্ছাচার সংস্থাপিত নহে।

পক্ষপাত বা বিকারবিহীন মনোবিশিষ্ট ব্যক্তি যেরূপ নিদর্শনের বলে ন্যায়ানুগত সংশয় ব্যতিরেকে বৃত্তান্তের যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারে, সেইরূপ নিদর্শনকে সন্তোষজনক বা প্রচুর নিদর্শন বলা যায়। এইরূপ নিদর্শনকে বৃত্তান্তের " প্রমাণ „ শব্দে উল্লেখ করা যাইতে পারে; প্রমাণ শব্দে নিদর্শন না বুঝাইয়া নিদর্শনের ফলকে বুঝায়।

মোকদ্দমা বিশেষে আইনানুসারে যে প্রণালীর নিদর্শনের প্রয়োজন তাহাকে উপযুক্ত নিদর্শন বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদালত সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী হইয়া যদি সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে ও সকল বিষয় জানিতে পারিতেন তাহা হইলে নিদর্শনতত্ত্বের প্রয়োজন হইত না, কিন্তু তাহা অসম্ভব, সুতরাং যাহারা ঘটনা বা তৎসম্পর্কীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছে বা অন্য কোন প্রকারে অবগত হইয়াছে তাহাদিগের

বক্তৃতা শ্রবণ অথবা ঘটনা সংস্পৃষ্ট অবস্থা বা পদার্থের পরিদর্শন ব্যতিরেকে বিচারকের অন্য উপায় নাই, অতএব উপায় ভেদে নিদর্শন দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম মনুষ্য-সম্ভূত নিদর্শন, দ্বিতীয় বস্তু বা পদার্থ-সম্ভূত নিদর্শন। মনুষ্য-সম্ভূত নিদর্শন সচরাচর বিচারালয়ে ব্যবহৃত, তৎসম্পর্কে এস্থলে বাহুল্য উক্তি নিষ্প্রয়োজন। পদার্থ-সম্ভূত নিদর্শনের যথার্থ ভাব উপলব্ধির জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা, নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্তের অধিকারে শোণিতাবৃত তরবারি ও রক্তময় বসন। চুরীর অভিযোগে চোরের গৃহে প্রাপ্ত হওয়া চৌর্য্য দ্রব্য। ভ্রূণহত্যার অভিযোগে ভ্রূণ ও ভ্রষ্টা স্ত্রীর অঙ্গ বিশেষের বিকৃতি। ঋণ পুনঃপ্রাপণের মোকদ্দমায় অধমর্ণের প্রদত্ত স্বীকার-পত্র (খত)। ক্ষতি-পূরণের মোকদ্দমায় ক্ষতি হওয়া সম্পত্তি। এবং সীমা-ঘটিত মোকদ্দমায় বিবাদীয় স্থল বা তাহার মানচিত্র ইত্যাদি।

নিদর্শন আর দুইপ্রকারে বিভক্ত হয়। ১ প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ। ২ অপ্রত্যক্ষ বা অসাক্ষাৎ। চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সাক্ষী বা আদালত কোনরূপ বৃত্তান্ত বা অবস্থার জ্ঞান স্বয়ং অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিলে তাহাকে সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ নিদর্শন বলে। আনন্দ বলরামের ঘরে অগ্নি দিয়াছে, কমল তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কমলের সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ নিদর্শন। কমল দয়ালকে বলিয়াছে যে, সে আনন্দ কর্ত্তৃক বলরামের ঘরে অগ্নি দেওয়া দেখিয়াছে, দয়ালের উক্তিও প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

প্রত্যক্ষ নিদর্শন আবার দুইপ্রকারে বিভক্ত, অব্যবধান ও ব্যবধান।

উপরের দৃষ্টান্তটি পাঠ করিলে জানা যাইবে, কমল স্বচক্ষে একটি বৃত্তান্ত দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছে; ইহার মধ্যে আর কোন ব্যক্তি ব্যবধান নাই, অতএব কমলের সাক্ষ্য অব্যবধান, কিন্তু দয়াল ঘটনা অর্থাৎ অগ্নি প্রক্রিয়া স্বয়ং দর্শন করে নাই, কমলের মুখে শুনিয়াছে মাত্র, এস্থলে দয়াল ও আদালতের মধ্যে কমল ব্যবধান রহিল, সুতরাং তাহার উক্তি ব্যবধান। অব্যবধান নিদর্শনকে কখন কখন প্রাথমিক বা আদিম নিদর্শন বলে, এবং ব্যবধান নিদর্শনকে শ্রুতিমূলক বা দ্বিতীয় কল্পের নিদর্শন বলা যায়।

যেরূপ নিদর্শন দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিচার্য্য বৃত্তান্তের প্রমাণ হয় না, অথচ অন্য কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ হয়, যদ্দ্বারা বিচার্য্য বৃত্তান্তের যাথার্থ্য অনুমিত হইতে পারে, সেই রূপ নিদর্শনকে অপ্রত্যক্ষ বা অসাক্ষাৎ নিদর্শন বলে। যথা, আনন্দ হত হইয়াছে; কমল বলে যে, কোন্ ব্যক্তির দ্বারা আনন্দের প্রাণনাশ হইল তাহা যদিচ সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে নাই, কিন্তু পশ্চাল্লিখিত ঘটনাবলি সে দৃষ্টি করিয়াছে। আনন্দের পশ্চাদ্দিক্ হইতে একটি গুলি আসিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিয়াছিল, গুলি চালানের অব্যবহিত পূর্ব্বে আনন্দ ও বলরাম বিবাদ করিতেছিল, বলরাম আনন্দকে বধ করিবে বলিয়া শাসন করিয়াছিল, শাসন করিয়াই আনন্দের পশ্চাদ্ভাগে যে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল তাহাতে বলরাম প্রবেশ করে, প্রবেশ করার পরেই একটি বন্দুকের ধ্বনি হয় ও সেই

ধ্বনি হওয়ার পরক্ষণেই বলরাম জঙ্গল হইতে দৌড়িয়া পলায় ; আর অন্য প্রকারে সাব্যস্ত হওয়ায় বলরামের পকেটে যে একটি পিস্তল ঐ সময়ে পাওয়া গিয়াছিল, আনন্দের ক্ষত স্থান হইতে যে গুলি বাহির করা হয় তাহা উহার নালের সম্পূর্ণ উপ-যোগী, ও পিস্তল চালান জন্য যে কাগজ ব্যবহার করা হয় তাহা বলরামের নিকটে থাকা পত্রবিশেষের এক অংশ, এ স্থলে আনন্দ যে বলরাম কর্ত্তৃক হত হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও উপরোক্ত ঘটনা সমূহ উহার অপ্রত্যক্ষ বা অসাক্ষাৎ নিদর্শন। অসাক্ষাৎ নিদর্শনকে আনুষঙ্গিক অবস্থা ঘটিত বা অনুমিত নিদর্শন বলা গিয়া থাকে।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় অসাক্ষাৎ বা আনুষঙ্গিক নিদর্শন দ্বারা আসামীর দোষ সাব্যস্ত করিতে হইলে আনুষঙ্গিক নিদ-র্শন দোষীর প্রতি আরোপিত দোষের সম্পূর্ণ উপযোগী বা পোষক হইলেই যে হইবে এমত নহে ; নিদর্শন এরূপ হও-য়াও অত্যাবশ্যক যাহাতে দোষীর দোষ সাব্যস্ত ব্যতীত তদ্বি-পরীত অন্য অনুমানই যুক্তিযুক্ত হইতে না পারে। যথা, উপরের লিখিত দৃষ্টান্তে বলরামের পকেটে কাগজ ও পিস্তল যদি প্রাপ্ত হওয়া না যাইত, তবে সন্দেহের প্রবল কারণ থাকা সত্ত্বেও বলরামের হত্যাদোষ সাব্যস্ত পক্ষে অন্যান্য ঘটনা প্রচুর ও নিঃসংশয় প্রমাণরূপে পরিগণিত হইত না, কারণ, এরূপ অনুমান সঙ্গতরূপেই করা যাইতে পারে যে, বলরাম বিবাদ করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করার পরেই কোন মৃগয়াসক্ত ব্যক্তি লক্ষিত পশুর প্রতি যে গুলি চালনা করে তাহাই আসিয়া আনন্দের পৃষ্ঠদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং বলরাম আপনার

পূর্ব্বাচরণ স্মরণ করত ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

নিদর্শন উপস্থিত করণ সম্বন্ধে সাধারণতঃ চারিটি নিয়ম আছে।

১। সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন উপস্থিত করিতে হইবে।

২। যে ব্যক্তি যে কোন বিষয় বিচারালয়ে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করে সেই বিষয়ের প্রমাণের দায় তাহার শিরে ন্যস্ত থাকে।

৩। বিচার্য্য বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের নিদর্শন উপস্থিত অবৈধ।

৪। পক্ষ বিপক্ষ হইতে যে যে বিষয় বলা হয়, নিদর্শন তদনুরূপ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বিচার্য্য বিষয়ের প্রমাণ হইলেই প্রচুর হইবে।

প্রথম নিয়ম।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন উপস্থিত করিতে হইবে, এই নিয়মের তাৎপর্য্য এই যে, কোন বিষয়ের প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ নিদর্শন বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে তাহার দ্বিতীয় কল্পের বা দূরবর্ত্তী নিদর্শন গৃহীত হইবে না। যথা, যে দলীল বর্ত্তমান আছে তাহা উপস্থিত করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। দলীল বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে তাহা নিদর্শন স্থলে উপস্থিত না করিয়া উল্লিখিত বিষয়ের বাচনিক নিদর্শন উপস্থিত করিলে গ্রাহ্য হইবে না। এস্থলে দলীল প্রাথমিক নিদর্শন, তাহা বর্ত্তমান থাকিতে

ও উপস্থিত হইতে পারার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বে তল্লিখিত বিষয়ের প্রমাণ জন্য বাচনিক সাক্ষ্য যাহা দূরবর্ত্তী বা দ্বিতীয় কল্পের নিদর্শন তাহা গৃহীত হইতে পারে না।

যে নিদর্শন আইনের স্পষ্ট বিধানানুসারে লিখিত হওয়াই উচিত তদ্বিনিময়ে বাচনিক নিদর্শন গ্রহণ একেবারেই নিষিদ্ধ। দেওয়ানী ও ফৌজদারীর কার্য্যবিধানের মর্ম্মমত সাক্ষীর পরীক্ষা (জবানবন্দী) লিখিত হওয়া উচিত।

রেজিষ্টরী আইন অর্থাৎ ১৮৭১ সনের ৯ আইনের বিধান মত তমাদির বাধা হইতে কোন ঋণের দাবী মুক্ত করিতে হইলে দেনার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

উপরোক্ত সকল লিখিত নিদর্শনের বিনিময়ে বাচনিক নিদর্শন সর্ব্বথারূপে অগ্রাহ্য।

বাদী বিবাদী যে কোন চুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছে জানা যায়, সেই চুক্তি কোন মোকদ্দমার মূল বিষয় হইলে তৎপরিবর্ত্তে বাচনিক নিদর্শন অগ্রাহ্য। যথা, বাকী খাজানার মোকদ্দমায় বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইল, সাক্ষীর বাচকতায় প্রকাশ হইল যে, উভয় বিবাদীর মধ্যে রাজস্বের পরিমাণ অবধারিত হইয়া একটি পাট্টা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; এস্থলে ঐ পাট্টা অবশ্যই নিদর্শনস্বরূপ উপস্থিত করিতে হইবে; বিপক্ষের হস্তে ঐ পাট্টা থাকিলেও উহা উপস্থিত করিবার বাধা নাই। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৪০, ৪৩ ও ১০৭ ধারার মর্ম্ম মত উক্ত প্রকারের দলীল বলপূর্ব্বক উপস্থিত করা যাইতে পারে।

কোন দলীল লিপি হওয়া না হওয়া কি কোন দলীলে যে

বিষয় লিখিত হইয়াছিল, সেই দলীল বা বিষয় লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিরাদ উপস্থিত হইলে উক্ত দলীল বা বিষয় যদি মূল বিচার্য্য বিষয় হয়, তবে তৎপ্রমাণার্থে বাচনিক নিদর্শন গ্রাহ্য হইবে না। যথা, কোন সম্বাদপত্রে প্রচারিত অপবাদ-ঘটিত মোকদ্দমায় যে পত্রে অপবাদ প্রচার হইয়াছে তাহা উপস্থিত না থাকিলে তৎপ্রকাশিত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বাচনিক প্রমাণ গ্রহণীয় নহে, ঐ রূপ কোন হিসাব উপস্থিত না করিয়া হিসাবে যাহা লেখা ছিল তাহার বাচনিক প্রমাণ উপস্থিত করা নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় নিয়ম।

যে ব্যক্তি যে কোন বিষয় বিচারালয়ে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করে, সেই বিষয়ের প্রমাণের দায় তাহার শিরে ন্যস্ত থাকে।

কাহার শিরে প্রমাণের দায় ন্যস্ত আছে তাহা নিম্নলিখিত দুইটি উপায়ের দ্বারা অতি সহজে নির্ণয় করা যাইতে পারে।

১। একটি মোকদ্দমায় কোন পক্ষ হইতে যদি কোন রূপ নিদর্শন উপস্থিত করা না হয়, তবে কোন্ পক্ষ জয় লাভ করিবে তাহা নির্ব্বাচন করা।

২। যে বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে তাহা নথী হইতে বাদ দিলে কিরূপ ফলোৎপত্তি হইবে তাহা প্রণিধান করা।

উল্লিখিত উভয় প্রণালী অবলম্বন করিলে যে পক্ষের পরাজয় সম্ভাবনা তাহার উপরেই প্রমাণের ভার থাকা অবধারণ করিতে হইবে; যথা, খতের মোকদ্দমায় বিবাদী যদি খত প্রদান করা অস্বীকার করে, তবে খত প্রদানের প্রমাণের ভার

বাদীর উপরে থাকিবে, কারণ, কোন পক্ষই যদি কোন রূপ নিদর্শন উপস্থিত না করে, তবে বাদীরই পরাজয় হইবে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত প্রণালীর মোকদ্দমায় বিবাদী খতার্পণ স্বীকার করিয়া যদি টাকা পরিশোধ করার আপত্তি করে, তবে ঐ আপত্তিটি ত্যাগ করিলে অর্থাৎ বিচার্য্য বিষয় না করিলে বিবাদীর পরাজয় নিশ্চিত বলিয়া টাকা দেওয়ার প্রমাণের ভার তাহার উপরেই থাকিবে।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় আইনের প্রকাশ্য বিধানাভাবে প্রমাণের দায় অভিযোক্তার শিরেই ন্যস্ত থাকে। যে কোন ব্যক্তি ব্যক্ত্যন্তরের প্রতি কোন অপরাধের অভিযোগ করে, সেই ব্যক্তিকে অপরাধ-সাব্যস্ত পক্ষে সকল রূপ নিদর্শন দর্শাইতে হয়। যে স্থলে দোষীর মনের ভাব প্রমাণ না করিলে দোষ সাব্যস্ত হয় না, সে স্থলে অভিযোক্তাকে যে প্রকারে হউক দোষীর মনের ভাব প্রমাণ করিতে হইবে।

তৃতীয় নিয়ম।

বিচার্য্য বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের নিদর্শন উপস্থিত অবৈধ।

ভারতবর্ষস্থ আদালত সমূহে এই নিয়মটির অন্যথা প্রায় সচরাচরই হইয়া থাকে এবং এইরূপ অন্যথা নিবন্ধন মোকদ্দমার অবস্থা ভয়ানক জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৩৯ ধারা হইতে ১৪১ ধারার বিধানানুসারে বিচার্য্য বিষয় অবধারণ করা আদালতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। ইংলণ্ডের নিয়ম স্বতন্ত্র; তথায় উভয় পক্ষের উকীল বিচার্য্য বিষয় অবধারণ করে।

অতি পূর্ব্বে ইশু নির্দ্ধারণ করিয়া বিচার করার উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলিত ছিল না, তাহাতে মোকদ্দমার প্রমাণ সম্বন্ধে ভয়ানক গোলযোগ হইয়া পড়িত। উভয় পক্ষই ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত করিত, বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে কোন্ রূপ নিদর্শন কার্য্যকারী তাহা নির্ব্বাচন করিতে বহু সময় ক্লেশ ও আয়াস পাইতে হইত। ইশু নির্ণয় করিয়া বিচার করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়া সে বিষয়ের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু বিচারক যদি বিশেষ অনুধাবন না করিয়া ইশু নির্ণয় করেন, তবে ইশুর বিচার উপযোগী অসম্পূর্ণ নিদর্শন উপস্থিত নিবন্ধন আপীল-আদালতে মোকদ্দমার বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা। ইশু নির্ণয় বিষয়ে ম্যাক্‌ফার্‌সন সাহেব তাঁহার বিখ্যাত দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৮ অধ্যায়ে যে উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম উত্তম রূপে জ্ঞাত হইলে ইশু নির্ণয় অপেক্ষাকৃত অতি সহজ হইয়া পড়ে।

বিচার্য্য বিষয়ের দূর সম্পর্কীয় বৃত্তান্ত-ঘটিত নিদর্শন উপস্থিত করার প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকিলে তাহাতে যে কেবল বাদী বিবাদীরই অনাবশ্যক নিদর্শন সংগ্রহজনিত কষ্ট হয় এরূপ নহে, উহাতে অনর্থক আদালতের সময় নষ্ট ও বিচার্য্য বিষয় হইতে বিচারকের মন অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কুসংস্কার ও ভ্রমাদিতে পতিত করিতে পারে, উহাতে আরও এক অনিষ্ট এই হয় যে, মোকদ্দমার এক পক্ষ যে বিষয়ের নিদর্শন আদালতে উপস্থিত করে, উপযুক্ত সময়ে অপর পক্ষ তাহার সম্বাদ না পাওয়াতে সে তাহার খণ্ডনোপযোগী

নিদর্শন উপস্থিত করিতে পারে না। এই নিয়মানুসারে কার্য্য করা যে অত্যন্ত কঠিন ও সমধিক বিবেচনা ও দৃঢ়তার আবশ্যক তাহার সন্দেহ নাই। নিপুণতা ও মনোযোগ সহকারে বিবেচনা না করিয়া এই নিয়মের অনুসরণ করিলে বিচারক অনেক সময়ে অসংস্পৃষ্ট বা কাল্পনিক সংস্রববিশিষ্ট বলিয়া অনেক বিষয়ের নিদর্শন অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিম্বা প্রকৃত পক্ষে বিচার্য্য বিষয়ের সহিত যে বিষয়ের সংস্রব আছে তাহারও নিদর্শন পরিত্যাগ করিতে পারেন।

নিম্নলিখিত বিষয়াদিতে আনুষঙ্গিক নিদর্শন গ্রহণ যুক্তিসম্মত বলিয়া নিদর্শনতত্ত্বলেখকেরা অবধারণ করিয়াছেন। যথা, ফৌজদারী মোকদ্দমায় কৃত্রিম দলীল, নোট বা মুদ্রা ব্যবহার করার অভিযোগ হইলে আসামী জ্ঞানপূর্ব্বক দুষ্টাভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া উহা ব্যবহার করিয়াছে কি না, যদি এই বিষয়ের সন্দেহ উপস্থিত হয় তবে আসামী পূর্ব্বে কখন কৃত্রিম মুদ্রা ও নোটাদি চালাইত কি না ও তাহার অধিকারে ঐরূপ নোটাদি থাকিত কি না তাহার নিদর্শন গ্রহণ করা যাইতে পারে। চোরা মাল গ্রহণ করার অভিযোগেও ঐ প্রণালীর নিদর্শন গৃহীতব্য।

সাক্ষীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, কোন আসামীর পরিচয় সম্বন্ধে নিদর্শন গ্রহণ করা, কোন সাক্ষী সত্য কথা বলিল কি না তাহা নির্ণয় করার জন্য নিদর্শন লওয়া, বিজ্ঞানশাস্ত্রঘটিত কোন প্রশ্ন হইলে সাক্ষীর মতের পোষকতায় নিদর্শনস্বরূপ দৃষ্টান্তাদি গ্রহণ করা এবং বাদী বিবাদীর মধ্যে কোন পক্ষের মনের ভাব বৈরিতা বা চরিত্র বিষয়ে

নিদর্শন লওয়া এই মূল সূত্রের অনুমত। উপরোক্ত সকল বিষয় ঠিক বিচার্য্য বিষয় না হইলেও তৎসম্বন্ধে নিদর্শন গ্রহণ করা যুক্তি ও ন্যায়সম্মত, কারণ, উহার সহিত মূল বিচার্য্য বিষয়ের এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ থাকে যে, উহার নিদর্শনের আলোচনায় বিচার্য্য বিষয় আপনা আপনিই পরিষ্কৃত ও অবধারিত হইয়া উঠে।

চতুর্থ নিয়ম।

পক্ষ বিপক্ষ হইতে যে যে বিষয় বলা হয়, নিদর্শন তদনুরূপ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু বিচার্য্য বিষয়ের প্রমাণ হইলেই প্রচুর হইবে।

বাদী যে বিষয় বলে অথবা যে ব্যক্তি যে কোন বিষয়ের অভিযোগ করে তাহার সেই বিষয় প্রমাণ করা কর্ত্তব্য। দেওয়ানী মোকদ্দমার আরজীতে প্রথম এক বিষয়ের প্রার্থনা করিয়া পরে বিষয়ান্তরের নিদর্শন উপস্থিত করিলে তাহার ফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না। ঠিক এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইলে সময়ে সময়ে সাধারণের কষ্ট এবং সদ্বিচার লাভের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে ইংলণ্ডদেশে এই নিয়মটি দৃঢ়রূপে পরিচালিত হওয়াতে আইন ব্যবসায়ী এমন কি বিচারকগণ পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছলাবলম্বন করত মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিতেন তাহাতে বিচারার্থিগণের আয়াস ও ব্যয়বাহুল্যের পরিসীমা থাকিত না; এই অনিষ্টের নিবারণার্থ ইংলণ্ডের ব্যবস্থাপক সভা হইতে উক্ত নিয়মের আংশিক পরিবর্ত্তন হয়। ভারতবর্ষের আইনাদি সাধারণতঃ ইংলণ্ডের আইনকে আদর্শ করিয়া প্রকটিত হইয়া থাকে,

সুতরাং কার্য্যবিধান বিষয়ে ইদানীন্তন যে যে আইন ভারতবর্ষে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে এই নিয়মের শিথিল ভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

দেওয়ানী কার্য্যবিধানের ১৪১ ধারায় বিধান করা হইয়াছে যে, মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে কোন সময়েই হউক আদালত হইতে ইশু অর্থাৎ বিচার্য্য বিষয়ের সংস্করণ অথবা অতিরিক্ত ইশু নির্দ্ধারণ হইতে পারিবে। ফৌজদারী কার্য্য-বিধান আইনের ২৪৪ ধারাতেও অভিযোগ পরিবর্ত্তন বা সংস্করণ করার ঐ রূপ বিধান হইয়াছে। ১৮৬৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের ৫২ নং মোকদ্দমা যাহার আপীলাণ্ট সেখ মহম্মদ রিজাউদ্দীন ও রেস্পণ্ডেণ্ট হোসেন বক্স খাঁ উক্ত মোকদ্দমায় হাইকোর্টের নিষ্পত্তি সর্ব্বথারূপে এই সূত্রের পোষকতা করে। এই সূত্রানুসারে বিচার্য্য বিষয়ের অতিরিক্ত কোন বিষয় যাহার সহিত মূল বিচার্য্য বিষয়ের বিশেষ সংস্রব নাই তাহার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। যথা, ফৌজদারী মোক-দ্দমায় কোন আসামী কাহারও অপবাদ স্বয়ং রচনা পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিবার বিষয়ে অভিযুক্ত হইলে কেবল এক অপবাদ প্রচার করার প্রমাণ হইলেই যথেষ্ট হইবে, আসামী অপবাদটি যে স্বয়ং রচনা ও মুদ্রিত করিয়াছিল তাহার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। কোন মোকদ্দমায় বাদী বিবা-দীর কথিত স্থান, সময়, সংখ্যা ও দ্রব্য বিশেষের মূল্যের পুঙ্খা-নুপুঙ্খ রূপে প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। যথা, দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারা মতে চৌর্য্য, ৪৪৬ ধারা মতে অপরাধ ভাবে অনধি-কার প্রবেশ, ৩৯১ ধারার লিখিত দস্যুতা এবং ৪২৯ ধারার

লিখিত অপকারঘটিত মোকদ্দমাদিতে স্থান ও সময় সংখ্যাদির প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু ঐ সকল বিষয় মূল বিচার্য্য বিষয় হইলে তাহার প্রমাণ করিতে হইবে।

নিদর্শনতত্ত্বের চারিটি সাধারণ নিয়মের বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল। এক্ষণে ব্যক্তি-সম্ভূত ও পদার্থ-সম্ভূত নিদর্শনের বিশেষ উল্লেখ করা যাইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যক্তিসম্ভূত নিদর্শন।

ব্যক্তি বিশেষ অর্থাৎ সাক্ষীর বাচকতা দ্বারা যে নিদর্শন উপলব্ধি হয় তাহাকে ব্যক্তি-সম্ভূত নিদর্শন বলে। সাক্ষীর উক্তি বিচারকগণ কি কারণে সচরাচর বিশ্বাস করেন, তদ্বিষয়ে যুক্তিস্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সচরাচর সকল লোকেই মিথ্যাপেক্ষা সত্য কহিতে তৎপর, এমন কি কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে লোকে কখনই সত্য ভিন্ন মিথ্যা কথা কহিত না; মনুষ্য স্বভাবতঃ আয়াসাপেক্ষা অনায়াস-প্রিয়; যে ভাবে যে ঘটনা ঘটিয়া থাকে সেই ভাবে তাহা বর্ণন করা যত সহজ, কল্পনা করিয়া তদ্বিপরীত প্রকাশ করা তত সহজ নহে। কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে অনায়াসপ্রিয় মনুষ্যগণ কল্পনা করার কষ্ট স্বীকার কেন করিবে। রাগ, দ্বেষ, অর্থ-লোভ, ভয় বা অনুরাগ প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া লোকে মিথ্যা কহিয়া থাকে, কিন্তু বিচারস্থলে সাক্ষীদিগের মিথ্যাবর্ণন

যাহাতে নিবারিত হয় তৎপক্ষে ব্যবস্থাপকগণ যত দূর সাধ্য উপায় বিধান করিয়াছেন। প্রথম উপায় এই যে, ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞার দ্বারা পারলৌকিক, ও দণ্ডবিধিতে মিথ্যা সাক্ষীর সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান দ্বারা ঐহিক শাসনের উত্তম বিধান করা হইয়াছে, (১৮৪০ সালের ৫ আইন ও ১৮৭২ সালের ৬ আইন এবং দণ্ডবিধি অর্থাৎ ১৮৬০ সালের ৪৫ আইনের ১৯৩ হইতে ২০১ ধারা দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় উপায় এই যে, সাক্ষীর উক্তি যে পক্ষের বিরুদ্ধে হয় অর্থাৎ উপরোক্ত উক্তি দ্বারা যে পক্ষের ক্ষতি সম্ভাবনা সেই পক্ষের সম্মুখে সাক্ষীর পরীক্ষা ও কূটপ্রশ্নের নিয়ম। কূটপ্রশ্নবলে সাক্ষীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক সত্য বিষয়ের আবিষ্কার হইয়া পড়ে। বুদ্ধিমান্ ও সুদক্ষ লোকদ্বারা কূটপ্রশ্ন প্রয়োগ হইলে মিথ্যা সাক্ষীর পরিচয় নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। কূটপ্রশ্ন প্রয়োগ করিতে সমধিক নিপুণতা ও কৌশলের প্রয়োজন হয়। কূটপ্রশ্নকে নিদর্শনতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা দ্বিধারবিশিষ্ট অস্ত্র স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সমধিক সতর্কতা ও বুদ্ধির সহিত চালনা করিতে না পারিলে অনায়াসেই চালকের অঙ্গ ক্ষত হইতে পারে। অনেক অশিক্ষিত ও মোকদ্দমার অবস্থার অনভিজ্ঞ উকীল মোক্তার অনেক সময়ে স্বপক্ষের ক্ষতিজনক প্রশ্ন করিয়া আপনাপন পরাজয়ের কারণ হইয়া থাকেন।

সুবিখ্যাত নিদর্শনতত্ত্বলেখক বেনথাম সাহেব যে চারিটি কারণে লোকের মিথ্যাপেক্ষা সত্য বলিবার অধিকতর সম্ভাবনা থাকা সিদ্ধান্ত করেন, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম কারণকে তিনি প্রকৃতিনিবিদ্ধ কারণ কহেন অর্থাৎ মিথ্যা

অপেক্ষা সত্যবাক্য অনায়াসে বলিতে পারা যায় ; সত্য কথা কেবল স্মরণ-শক্তির প্রভাবেই বলা যায়, কিন্তু মিথ্যা বলিতে হইলে কল্পনা-শক্তির চালনা আবশ্যক। স্মরণ-শক্তির চালনা অপেক্ষা কল্পনা-শক্তির চালনা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও আয়াস-সাধ্য, এবং অনায়াস-সাধ্য কর্ম্ম করাই মনুষ্য-প্রকৃতির ধর্ম্ম। দ্বিতীয় কারণকে তিনি সমাজনিষিদ্ধ কারণ কহেন। কোন ব্যক্তি লোকালয়ে মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হইতে চাহে না, সকল সমাজেই মিথ্যাবাদীর যারপরনাই অবমান না করা হইয়া থাকে। তৃতীয় কারণকে তিনি ধর্ম্মনিষিদ্ধ কারণ কহেন। ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, ও ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করা হয়, এ বিশ্বাস যে কোন ধর্ম্মাক্রান্ত লোক হউক না কেন, সকলেরই আছে। চতুর্থ কারণকে রাজনিষিদ্ধ কারণ বলা হইয়াছে। মিথ্যা সাক্ষ্য অপরাধের নিমিত্ত রাজনিয়মে যে সকল দণ্ড অবধারিত হইয়াছে, সেই সকল দণ্ডের আশঙ্কা ইহার মূলীভূত। এসম্বন্ধে বেনথাম সাহেবের মূলগ্রন্থ অথবা নর্টন সাহেবকৃত নিদর্শনতত্ত্বের ৪২ অধ্যায় পাঠ করিলে অনেক জানা যাইতে পারে।

সাক্ষীর পরীক্ষা-প্রণালী ও তৎসম্পর্কীয় নিয়ম।

যে পক্ষ সাক্ষী উপস্থিত করে, অগ্রে সাক্ষীকে প্রশ্ন করার অধিকার সেই পক্ষের ; এই পরীক্ষাকে প্রথম পরীক্ষা বলে। উত্তর প্রবর্ত্তক প্রশ্ন অর্থাৎ যে প্রশ্নের উত্তরে হাঁ, কিম্বা না, বলা হয় তাহা জিজ্ঞাসা করা সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। সময় বিশেষে যখন কোন পক্ষের সাক্ষী তাহার বিরুদ্ধ বাদী

হয়, তখন সেই পক্ষ আদালতের অনুমতি লইয়া প্রথম পরীক্ষায় সাক্ষীর প্রতি কূটপ্রশ্ন করিতে পারে। কোন ঘটনার সময়ে অথবা অব্যবহিত পরে সাক্ষী কিম্বা অন্য কোন লোক কর্ত্তৃক তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে সাক্ষী তাহার স্মরণশক্তির উদ্দীপনা জন্য ঐ লিপি পাঠ করিতে পারে। সাক্ষী স্বয়ং যাহা জানে তাহাই তাহার বর্ণনা করার অধিকার আছে, তদ্ব্যতীত কোন বিষয়ে তাহার যেরূপ বিশ্বাস বা মত সাধারণতঃ তাহার তাহা বলিবার অধিকার নাই। যে পক্ষের সাক্ষী, তাহার প্রশ্ন সমাধা হইলে প্রতিপক্ষ ঐ সাক্ষীর বিশ্বাস্যতা ও সত্যবাদিতা পরীক্ষা জন্য কূটপ্রশ্ন করিতে পারে, এই রূপ পরীক্ষাকে প্রতিপরীক্ষা বলা যায়।

কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য অবধারণ করিয়া সদ্বিবেচনা এবং মনোযোগ সহকারে কূটপ্রশ্নপ্রয়োগ অর্থাৎ প্রতিপরীক্ষা করিতে পারিলে প্রতিপরীক্ষার দ্বারা যেরূপ সত্য প্রকাশ করা যায়, এরূপ অন্য কোন উপায়েই হয় না। প্রতিপরীক্ষা কালে উত্তরপ্রবর্ত্তক বা পথপ্রদর্শক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিধান আছে, কিন্তু যে সকল ঘটনার প্রমাণ হয় নাই তাহা যেন সাব্যস্ত হইয়াছে, এই ভাবে প্রশ্ন করা উচিত নহে। যথা, রাম অভিযোগ করিল যে, শ্যাম তাহাকে মারিয়াছে, মারার কোন প্রমাণ হয় নাই, এস্থলে সাক্ষীকে “রাম যে সময়ে শ্যামকে মারিয়াছিল, তখন তুমি রাস্তার নিকট দাঁড়াইয়াছিলে কি না” এরূপ প্রশ্ন করা উচিত নহে।

ইংলণ্ড ও আয়ার্‌লণ্ড দেশের নিয়মানুসারে সাক্ষী প্রথম পক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যে সকল কথা বর্ণন করিয়াছে, তৎসম্ব-

ন্ধেও যে কূটপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারিবে, এরূপ নয়; প্রতিপক্ষের মোকদ্দমার সমুদয় বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কূট প্রশ্ন করার অধিকার আছে, আমেরিকা দেশে তদ্বিপরীত নিয়ম; প্রথম পরীক্ষায় সাক্ষী যে সকল কথা বলিয়াছে তাহার অতিরিক্ত কোন বিষয়ে কূট প্রশ্ন করা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষে কোন্ নিয়ম প্রচলিত তাহার অবধারণ ব্যবস্থাপকেরা কিছু করেন নাই। যেরূপ প্রশ্নের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার্য্য বিষয়ের কোন ফলাফল নাই, কেবল সাক্ষীর অবিশ্বাস্যতার পোষক মাত্র হয়, সে রূপ প্রশ্ন সাক্ষীকে করা উচিত নয়; সাক্ষী যে সকল কথার উত্তর করে তাহার অপসিদ্ধান্ত করার জন্য মোকদ্দমার আনুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দিলে এক মূল মোকদ্দমা হইতে অসংখ্য মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে, তাহার চরমফল গোলযোগ মাত্র হয়; সাক্ষী জীবনকাল মধ্যে যে যে কার্য্য করিয়াছে সমুদয় বিষয়ের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সে বিচারালয়ে প্রস্তুত হইয়া আইসে না, সুতরাং মোকদ্দমার বিচার্য্য বিষয় ব্যতিরেকে সাধারণতঃ অন্য বিষয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে দেওয়া অত্যন্ত অকর্ত্তব্য, কিন্তু সাক্ষীর চরিত্রকে মোকদ্দমার নিঃসম্বন্ধ বিষয় বলা যাইতে পারে না, কারণ, তাহার বাক্য বিশ্বাসযোগ্য কি না, তাহা অবধারণ করার জন্য চরিত্র সম্বন্ধীয় প্রশ্ন অত্যন্ত কার্য্যকারী। সাক্ষীর দুশ্চরিত্রতা প্রমাণ উপলক্ষে সে কোন মোকদ্দমায় দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, এমত প্রশ্ন করাও বিধিসম্মত এবং সাক্ষী উহা অস্বীকার করিলে কিম্বা প্রশ্নের উত্তর দিতে ক্ষান্ত থাকিলে বিপক্ষের

তত্তৎ বিষয়ের প্রমাণ করার অধিকার আছে। সাক্ষী পূর্ব্বে কোন কথা বলিয়া থাকিলে কি লিখিয়া থাকিলে তদ্বিষয়েও তাহাকে প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে। ভারতবর্ষে যেরূপ প্রশ্নে সাক্ষীর কোন রূপ দোষ সাব্যস্ত হয়, তদ্রূপ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে সাক্ষী বাধ্য আছে। (বর্ত্তমান আইনের ১৩২ ধারা দ্রষ্টব্য) সাক্ষীর উদ্দেশ্য স্বার্থ সম্বন্ধ বা আচরণবিষয়ক প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা বিধিসম্মত।

প্রতিপরীক্ষা বা কূট প্রশ্নকালে সাক্ষী যে কোন নূতন কথা কহে তাহা বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য প্রত্যুত্তরকারী, সাক্ষীকে পুনরায় পরীক্ষা করিতে পারে, এই পরীক্ষাকে পুনঃপরীক্ষা বা পুনঃপ্রশ্ন করা বলা যায়; পুনঃপরীক্ষা সময়ে কোন নূতন বিষয়ের প্রশ্ন করা যাইতে পারে না।

উভয় পক্ষের সাক্ষী পরস্পর বিপরীত বর্ণন করিলে উভয় সাক্ষীকে সম্মুখীন করিয়া পরস্পরে বাদানুবাদ করিতে দেওয়া সত্যনির্ণয়ের এক উৎকৃষ্ট উপায়, এই সময়ে সত্যবাদী ও মিথ্যা-বাদীর বাক্যপ্রণালী, মুখাকৃতি, সাহস ও সবল ভাষাদি দর্শন করিলে বিচারক সত্যনির্ণয়কার্য্যে বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারেন। সত্যনির্ণয়ের সাহায্যার্থে সাক্ষিগণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাখিয়া একের অনুপস্থানে অন্যের পরীক্ষা করাও সমধিক বাঞ্ছনীয়।

শ্রুত্যুক্তি।

সাক্ষী যাহা স্বয়ং দেখে নাই, কি অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বয়ং অনুভব করে নাই, কেবল অন্যের সাহায্যে জানিয়াছে,

তাহাকেই শ্রুত্যুক্তি কহে, সাধারণতঃ শ্রুত্যুক্তি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় নহে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, দুইটি বিশেষ কারণে সাক্ষীর বাক্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস্য, সে দুই কারণ এই ঃ— প্রথমতঃ, সাক্ষী সত্য বলার জন্য ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা পাঠ করে, দ্বিতীয়তঃ, সাক্ষীর বক্তৃতায় যে পক্ষের আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা, সেই পক্ষের সমক্ষে ও তাহার দ্বারা সাক্ষী পরীক্ষিত ও প্রতি-পরীক্ষিত হইয়াছে। শ্রুত্যুক্তিতে এই দুই নিয়মের কোন নিয়মই খাটিতে পারে নাই। রাম শ্যামকে বলিল যে, কমল উহাকে (রামকে) মারিয়াছে ; শ্যাম যখন রামের মুখে মারার কথা শুনে, তখন রাম সত্য কথা বলার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করে নাই, কিম্বা কমল, যে ঐ কথায় আবদ্ধ হইতে পারে, সে তখন উপস্থিত থাকিয়া রামের প্রতি কূটপ্রশ্ন করত সত্য নির্ণয় করিতে পারে নাই, সুতরাং শ্যামের শ্রুত্যুক্তি কোন ক্রমেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিসম্মত নয়। শ্রুত্যুক্তি প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট নিম্নলিখিত নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। “ বিচারকগণের কর্ত্তব্য যে, উপযুক্ত সময়ে সাক্ষীর প্রতি দুই চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সে নিজে জানিয়া বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছে কি অন্য কাহার মুখে শুনিয়া বলিতেছে তাহা অব-ধারণ করিয়া লন। সাক্ষী যদি নিজে জানিয়া বর্ণন করে, তবে কি কি উপায়ে সে তাহা জানিয়াছে তাহাও শুনিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ”

নিম্নলিখিত তিন স্থলে প্রতিজ্ঞা পাঠ ব্যতিরেকে ও তৃতীয়

ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় তাহা শ্রুতুক্তি বলিয়া গণ্য হয় না।

প্রথম। যে স্থলে কোন ব্যক্তি কোন একটি উক্তি করিয়াছিল কি না, সেই বিষয়ের বাদানুবাদ হয়, অথচ যে উক্তিটি করিয়াছিল তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহার কোন তর্ক থাকে না, সেই স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির উপরোক্ত প্রণালীর উক্তি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক না হইয়া থাকিলেও তাহা শ্রুতুক্তি বলিয়া গণ্য হয় না। সাধারণ প্রবাদ, সাধারণ স্বামিত্ব, সাধারণ জনরব, সাধারণ চরিত্র এবং সাধারণ খ্যাতি সর্ব্বসাধারণের উক্তিমূলক বটে, উহা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক গৃহীত হয় না, অপিচ উহা শ্রুতুক্তি সংজ্ঞাভুক্ত নহে, উহা প্রমাণ স্বরূপ বিচারালয়ে গৃহীতব্য।

দ্বিতীয়। কোন ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা বা মনোগত ভাবের প্রমাণের আবশ্যক হইলে তত্তৎ সময়ে যদ্রূপ উক্তির দ্বারা উপরোক্ত ভাব প্রকাশ করে তাহা আদিম নিদর্শনরূপে গ্রহণীয়। যথা, কোন পীড়িত ব্যক্তি যেরূপ উক্তির দ্বারা পীড়ার ধর্ম্ম বা ফল ব্যক্ত করে, বিষপানে মৃত ব্যক্তির বিষপানের পূর্ব্বে তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা ছিল, কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বলাৎকার হইলে তাহার তদানীন্তন অবস্থাপ্রকাশক উক্তি।

তৃতীয়। কোন কার্য্য বা উক্তি যাহা ঘটনা বিশেষের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা, কোন রাজবিদ্রোহীর দলভুক্ত লোকের চীৎকারধ্বনি, বিদ্রোহ ঘটনার আদিম নিদর্শনরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

শ্রুত্যুক্তি নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়।

প্রথম। সাধারণ স্বত্ব লভ্য উপলক্ষে।

দ্বিতীয়। কুলক্রম বিষয়ে।

তৃতীয়। প্রাচীন অধিকার অর্থাৎ দখল।

চতুর্থ। মুমূর্ষূক্তি।

পঞ্চম। আপনার স্বার্থের বিরুদ্ধে যে যে উক্তি করা হয়।

ষষ্ঠ। নিয়মিত কার্য্যোপলক্ষে যে যে লিপি করা হয়।

ব্যক্তি বা মনুষ্য-সম্ভূত নিদর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল, এক্ষণে বস্তু বা পদার্থ-সম্ভূত নিদর্শন বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

পদার্থ-সম্ভূত নিদর্শন।

মনুষ্যেতর পদার্থ হইতে যে নিদর্শনের উৎপত্তি তাহাকে পদার্থ বা বস্তুসম্ভূত নিদর্শন বলে। দলীলাদি এই নিদর্শনের অন্তর্গত। পদার্থ-সম্ভূত নিদর্শন কোন কোন সময়ে এরূপ সন্তোষজনক হইয়া উঠে যে, বিচার্য্য বিষয়ের সত্যাসত্য অবধারণ জন্য আর দ্বিতীয় নিদর্শনের আবশ্যকতা থাকে না। যথা, কোচবিহার রাজ্যে ১২৬৮ বঙ্গাব্দে ষ্টাম্প অর্থাৎ মুদ্রিত কাগজের চলন হইয়াছে। ১২৬৭ সালে লিখিত ও প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তি যদি বিচারালয়ে একখানা মুদ্রিত কাগজের খত উপস্থিত করে, তবে তাহা যে কৃত্রিম দলীল তৎপক্ষে আর অন্য কোন নিদর্শনের প্রয়োজন করে না। দলীল ব্যতীত অন্যান্য পদার্থে যে প্রকারে ও কার্য্যকারণে

নিদর্শনরূপে গণ্য হয় তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল লিখিত নিদর্শন বা দলীল বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করা যাইতেছে।

কাগজ বা অন্য কোন পদার্থে অক্ষর, অঙ্ক কি চিহ্ন দ্বারা কোন বিষয় ব্যক্ত করা কি লেখা হইলে এবং ঐ বিষয় প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় থাকিলে তাহাকে লিখিত নিদর্শন বা দলীল বলে।

লিখিত নিদর্শন দুই প্রকার। প্রকাশ্য ও ব্যক্তিনিষ্ঠ। যে সকল দলীল সর্ব্বসাধারণের সহিত সংস্রব রাখে, অথবা যে দলীলের বিষয় সকল লোকেই অবগত থাকে, কি থাকিতে পারে আহাকে প্রকাশ্য দলীল বলে। প্রকাশ্য আবার দুই ভাগে বিভক্ত, সাধারণ ও বিশেষ। পার্লিয়ামেণ্টের আইন কিম্বা ব্যবস্থাপক সমাজের আইন, ঘোষণাপত্র ও জন্ম বিবাহের রেজিষ্টরী সাধারণ শ্রেণীভুক্ত, এ সকল এত প্রকাশ্য যে, সকলেই এতদ্বিষয় অবগত থাকা সম্ভব, এই জন্য অন্যান্য লিখিত নিদর্শন যেরূপ নিয়মিতরূপে প্রমাণ না করিলে আদালতে গ্রাহ্য হয় না, ইহা সে রূপ নহে। বিধিসম্মত ক্ষমতাপন্ন রাজকর্ম্মচারি-বিশেষ দ্বারা উহা প্রকাশ বা সংরক্ষিত হয়, সুতরাং তৎপ্রমাণার্থে অন্য নিদর্শন অনাবশ্যক। প্রসিদ্ধ ইতিহাস-ঘটিত বৃত্তান্ত সকলও এই নিয়মানুসারে প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

নিষ্পত্তি রায় ইত্যাদি লিখিত নিদর্শন “ বিশেষ „ শ্রেণীভুক্ত; ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে ইহা অকাট্য প্রমাণস্বরূপ গণ্য হয় বলিয়া ইহা “ বিশেষ „ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কোন

কোন রায় ও নিষ্পত্তির ফলে সমুদয় লোকেরই বাধ্য হইবার বিধান আছে। দত্তকপুত্রগ্রহণ, ভ্রষ্টাচারিতা, বিবাহখণ্ডন ও জারজত্ব সম্বন্ধীয় নিষ্পত্তি ইহার প্রমাণস্থল; এই বিধি অতিশয় সঙ্গত ও ন্যায়সম্মত। সমাজের পবিত্রতা রক্ষার্থ ও লোকের বৈরক্তি ও কষ্ট নিবারণার্থ এই বিধান যারপরনাই প্রয়োজনীয়, কোন ব্যক্তি জারজ ও কেহ দুশ্চরিত্রা ইত্যাদি বিষয় বারম্বার তাহাদিগকে প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত হইয়া সংস্থাপিত করিতে হইলে তাহাদের লজ্জা, অবমাননা ও কষ্টের আর সীমা থাকে না। এই সকল লিখিত নিদর্শনের বিবরণ প্রকাশ্য বিচারালয়ে রচিত, ব্যক্ত ও প্রকাশিত হয়, সুতরাং বিধি-নিয়োজিত পরীক্ষা দ্বারা ইহারও প্রমাণ অনাবশ্যক।

চরমলেখ অর্থাৎ উইলনামা, খত ও অন্য প্রকারের চুক্তি, ব্যক্তিনিষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল দলীল আইন-অবধারিত নিয়মের দ্বারা প্রমাণ না হইলে আদালতের গ্রহণীয় হয় না। যথার্থ পক্ষে ইহা উভয় পক্ষের সম্মতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল কি না, বাচনিক সাক্ষী দ্বারা বা রেজিষ্টরী দ্বারা তাহার সংস্থাপনা করিতে হইবে।

কি উপায় অবলম্বন করিয়া দলীল আদালতে উপস্থিত করাইতে এবং কোন্ প্রণালীতে ইহার প্রমাণ করিতে হইবে, বাদী বিবাদীর মধ্যে কাহার নিকট কোন দলীল থাকিলে আবেদন ক্রমত কি রূপে তৎসম্বাদ অগ্রেই প্রদান করিবে, সাক্ষীগণের বাচনিক পরীক্ষা ও দলীল সম্বন্ধে কূটপ্রশ্ন কোন্ নিয়মে করিতে হইবে, এবং দলীল কোন্ সময়ে আদালতে

প্রথম উপস্থিত করিতে হইবে, তত্তাবৎ বিবরণ দেওয়ানী কার্য্য-বিধান আইনের ১৪৪ হইতে ১৭০ ধারায় স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

রাজ্যশাসন-প্রণালীর সুশৃঙ্খলা রক্ষা ও সাধারণের হিত-সাধনোদ্দেশে কোন কোন দলীল সাক্ষিগণ আদালতে উপস্থিত করিতে বাধ্য নয়। মোকদ্দমায় লিপ্ত কোন ব্যক্তি তাহার পরামর্শদাতা উকীল মোক্তার বা কৌন্সলির সহিত যে পত্রা-পত্র লেখে তাহা আদালতে উপস্থিত করিতে বাধ্য হওয়ার নিয়ম প্রচারিত হইলে অনেকেই বিশ্বাস করিয়া সমুদয় বিষ-য়ের নিগূঢ় তত্ত্ব আপনাপন পরামর্শদাতা উকীলগণের নিকট ব্যক্ত করিতে সাহসী হইবে না, সুতরাং সৎপরামর্শ অভাবে তাহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। মোকদ্দমার বিচার্য্য বিষয়ের সহিত যে দলীলের সংশ্রব নাই তাহাও কেহ আদালতে উপস্থিত করিতে বাধ্য নয়; হইলে লোকের বিরক্তি ও কষ্টের সীমা থাকিত না, নিরর্থক যত্নে রক্ষিত মূল্যবান্ দলীল লইয়া অনেক লোককে আদালতে যাতায়াত করিতে হইত।

লিখিত নিদর্শন থাকা সত্ত্বে বাচনিক বা অন্যবিধ নিদর্শন দ্বারা তদ্বিপরীত সংস্থাপন করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত ও ভারত-বর্ষে বিধিসিদ্ধ কি না, এবিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষ পরিষ্কৃত ভাষায় আপনাপন কোন দলীলে মনের ভাব একবার লিপিবদ্ধ করিয়া বাচ-নিক প্রমাণ দ্বারা তদ্বিপরীত সংস্থাপন করিতে পারিলে সমাজের বিষয়কর্ম্ম সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হওয়া সুক-

ঠিন হইয়া উঠে, আর সাধারণের মধ্যে প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা ব্যবহারের দ্বার বহু পরিমাণে প্রশস্ত হইয়া পড়ে, এ সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি বিজ্ঞবর সর বার্ণস পিকক্ সাহেব, কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী আপীলাণ্ট চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের ১৮৬৫ সালের ১৮৭০ নং মোকদ্দমায় ১৮৬৬ সালের ৫ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি ও অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহাতে একরূপ অবধারিত হইয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত দলীলের বৃত্তান্তের বিপরীত সংস্থাপনার্থে বাচনিক নিদর্শন অগ্রাহ্য হইবে।

যে যে দলীল স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণরূপে গ্রহণীয় তদ্বিবরণ বর্ত্তমান আইনের ৭০ হইতে ৯০ ধারায় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

লিখিত নিদর্শনে কাটকুট ঘর্ষণ-চিহ্ন অনিয়মিত পংক্তি প্রবেশ বা অন্য কোন পরিবর্ত্তন-চিহ্ন থাকিলে উহা কিরূপে গৃহীতব্য তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ঐ রূপ দলীল যে প্রথমেই উপরের নির্দ্দিষ্ট চিহ্নযুক্ত করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল আদালত এরূপ অনুমান করিবেন না। যে পক্ষ দলীল উপস্থিত করে ও উক্তরূপ দলীলের বলে কোন স্বত্ব রক্ষা করার ও অন্যরূপে উহার ফলভোগী হওয়ার প্রার্থনা করে, দলীলের নিঃসংশয়তা সম্বন্ধে তাহাকেই উপযুক্ত নিদর্শন দর্শাইতে হইবে।

লিখিত নিদর্শন সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি মূল সূত্রের আলোচনা করা হইল, পরিশেষে অকাট্য প্রমাণ সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করা যাইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

অকাট্য প্রমাণ।

নিদর্শনতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কতকগুলিন নিদর্শনকে অখণ্ড-নীয় নিদর্শন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ে অন্য নিদর্শনের আবশ্যক থাকে না, এবং উহা স্বতঃসিদ্ধ রূপে বিচারকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তাহার কয়েকটি নিদ-র্শন নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। যথা,—

১। যে সকল বিষয় বিচার-পদ্ধতিতে অবধারিত ও স্বীকৃত হইয়াছে।

২। কতকগুলি সম্ভাবনা বা অনুমান।

৩। বাধা।

৪। বিচার সময়ে স্বীকারোক্তি।

৫। সওয়াল-জওয়াব অর্থাৎ তর্ক-বিতর্কে স্বীকার।

৬। বিচারকালে অপরাধ স্বীকার।

১। যে সকল বিষয় বিচার-পদ্ধতিতে অবধারিত ও স্বীকৃত হইয়াছে।

যে সকল বিষয় রাজ্য সম্পর্কীয় উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট কর্ম্মচারী বা আদালত কর্ত্তৃক অবধারিত বলিয়া অন্য প্রমাণের অনাবশ্যক ও স্বতঃসিদ্ধ মনে করিতে হইবে, তাহার বিশেষ উল্লেখ, বর্ত্তমান আইনের ৭৯ হইতে ৯০ ধারাতে করা হইয়াছে, এস্থলে তদুক্তির নিষ্প্রয়োজন।

২। কতকগুলিন সম্ভাবনা বা অনুমান।

বিধি নিয়োজিত বা আইনানুমোদিত সম্ভাবনা দুই প্রকার। প্রথম অখণ্ডনীয় দ্বিতীয় খণ্ডনীয়।

বহুদর্শন ও স্বাভাবিক ঘটনা পরম্পরার অনিবার্য্য ফলাফল বিষয়ের আলোচনায় একটি ঘটনা ঘটিলে তাহার ফলস্বরূপ অন্য একটি ঘটনা অবশ্যই ঘটিবে বলিয়া নিঃসংশয়ে যে অনুমান করা যায় তাহাই অখণ্ডনীয় অনুমান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ মনুষ্য-সমাজের উপকারার্থ এই সকল বিষয়ের নিদর্শনানুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন এবং এবম্ভূত অনুমান বা সম্ভাবনার বিরুদ্ধ সংস্থাপন জন্য অন্যবিধ নিদর্শনও গ্রহণ করা যায় না; দেশ-কাল-পাত্রভেদে এরূপ অনেক সম্ভাবনা অখণ্ডনীয় রূপে গণ্য হয় অর্থাৎ এক দেশে যেরূপ সম্ভাবনা অখণ্ডনীয় রূপে পরিগণিত, দেশান্তরে তাহা সেরূপ নহে। ইংলণ্ড দেশে চতুর্দ্দশ বর্ষ বা তন্ন্যূন বয়স্ক বালকের সম্বন্ধে বলাৎকার অপরাধের অসম্ভাব্যতা নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সে রূপ নহে। অখণ্ডনীয় সম্ভাবনার কএটি উদাহরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

১। তমাদীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার যে কাল নির্ণয় হইয়াছে, সেই কালের মধ্যে কেহ দাবী না করিলে দাবীর বিষয় দাবীকারক প্রাপ্ত হইয়াছে অনুমান করিতে হইবে। বিনা প্রমাণে ত্রিংশৎ বর্ষাধিক কালের লেখ্য চরমলেখ প্রভৃতি যে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য তাহাও এই সূত্রমূলক * উদ্যোগশীল ব্যক্তিদিগকে আইন আশ্রয় প্রদান

করে, অনুদেযোগী বা নিদ্রিত ব্যক্তিরা আইনের আশ্রয় পায় না „ তমাদীবিষয়ক আইনের মূল তাৎপর্য্য এই।

২। মনুষ্য মাত্রেই ফৌজদারী আইন অবগত আছে, এই একটি অখণ্ডনীয় অনুমান। লোকসমাজ রক্ষার্থ এই কল্পিত অনুমান স্বীকার করা হইয়া থাকে। প্রকৃতার্থে আপামর সাধারণ সকল লোকেই যে দেশের সমস্ত আইন পাঠ করিয়াছে এরূপ নয়, তবে ফৌজদারীর অপরাধ নীতি-শাস্ত্রানুমোদিত। মনুষ্য মাত্রেই আপনাপন কর্ত্তব্য জ্ঞান-প্রভাবে দোষযুক্ত কার্য্য অবধারণে স্বভাবতঃ সমর্থ, এই জন্য এরূপ সম্ভাবনা অখণ্ডনীয় রূপে গণিত হয়; এই সম্ভাবনা অখণ্ডনীয় না হইলে অপরাধীর দণ্ড হইয়া সমাজ রক্ষা হওয়া সুদূরপরাহত হইয়া উঠিত। দোষী ব্যক্তিমাত্রেই " আইন জানি না „ বলিয়া আপত্তি উপস্থিত করিত।

৩। প্রাপ্তব্যবহার সজ্ঞান ব্যক্তি যে যে কার্য্য করে তাহা স্বাভাবিক ও সম্ভাবিত ফল সাধনোদ্দেশেই যে সে করিয়াছিল তাহা অনুমান করিতে হয়। স্থিরচিত্তে আই-নের এই এক বলবৎ অনুমান। যে পর্য্যন্ত সন্তোষজনক নিদর্শন দ্বারা দোষ সাব্যস্ত না হয় সে পর্য্যন্ত কাহাকেও দোষী বলা যায় না। অধিকারবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আপাততঃ স্বস্বত্বে ন্যায়মতে অধিকারী থাকা অনুমান করিতে হয়, অন্যায় রূপে অধিকার করার প্রমাণের ভার সম্পূর্ণ রূপে আপত্তিকারকের শিরে নিহিত। অধার্ম্মিকতার বিরু-দ্ধেও এক সম্ভাবনা আছে, বিশেষতঃ মৃত্যুকাল সম্বন্ধে এই সম্ভাবনা অতি প্রবল। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া মুমূর্ষুক্তি

শপথ ব্যতীতও গ্রাহ্য হয়। "যাহার পরকালে বিশ্বাস আছে সে ব্যক্তি ওষ্ঠাগ্রে জীবিত মিথ্যা লইয়া ঈশ্বর সমীপে উপনীত হইতে কদাচই পারে না„ এই বচনই মুমূর্ষু্‌ক্তি বলবৎ করিবার প্রধান কারণ।

৩। বাধা।

স্বীকার উক্তি ও বাধা গুণ বিষয়ে প্রায়ই একরূপ। বাধা এরূপ সংশয়শূন্য যে তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রমাণই গৃহীতব্য নয়। বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি তাহাকে বলা যায় যে লিখন ও আপনার ব্যবহারের দ্বারা এরূপ কোন কার্য্য করিয়াছে যাহা খণ্ডনের জন্য আইনানুসারে সে কোন নিদর্শন উপস্থিত করার অধিকার রাখে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার কৃত কার্য্যে আপনি বদ্ধ হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত স্থল। কোন ব্যক্তি স্বয়ং বা কোন উক্তি বা কার্য্য করিয়া অথবা কোন কার্য্য না করিয়া স্ব-ইচ্ছায় অন্য কাহাকে কোন বিষয়ের সত্যতার বিশ্বাস করাইলে এক ব্যক্তি অপরের প্রতি প্রাণনাশক কোন অস্ত্র চালনা করিলে তাহা প্রাণনাশ উদ্দেশে চালিত হইয়াছিল সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

৪। পতি পত্নী একত্রে সহবাস করা সংস্থাপিত হইলে সন্তান সুজাত অনুমান করিতে হয়, এই সম্ভাবনা অখণ্ডনীয় না হইলে লোকমণ্ডলীর যে পরিমাণে আয়াস, অবমাননা ও বিচার হানি হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

৫। অবৈধ কার্য্য হইতে অবশ্যই কিছু ক্ষতি হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

৬। যে ব্যক্তি কোন বস্তু ক্রয় করে সে তাহার উচিত-মূল্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করিতে হইবে।

৭। সপ্তম বর্ষের অনধিক বয়স্ক বালক অপরাধ করিবার অযোগ্য বলিয়া অনুমান করিতে হয় (দণ্ডবিধি আইনের ৮২ ধারা।)

দ্বিতীয় খণ্ডনীয়।

এই শ্রেণীর সম্ভাবনার লক্ষণ এই যে, যে পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ প্রমাণের দ্বারা অন্যথা সাব্যস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত উহা সংশয়শূন্য অনুমানরূপে পরিগণিত হয়। এই সম্ভাবনা আইনের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী অর্থাৎ প্রতি বিষয়েই ইহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। মনুষ্য মাত্রেই নির্দ্দোষী; ও সেই বিশ্বাসানুসারে অন্যকে কার্য্য করিতে লওয়াইলে সেই উক্তি বা কার্য্য করার অথবা না করা হেতুতে যে মোকদ্দমা উত্থাপিত হয়, তদুপলক্ষে সেই ব্যক্তিকে আপন কার্য্যাদির অলীকত্ব প্রমাণ করিতে দেওয়া যাইবে না। কোন এক ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হইবার সময়ে সে আপন সম্পত্তি বিক্রয় হইতেছে জানিয়া নীলামের স্থলে দণ্ডায়মান হওত যে যে উপায়ে সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা করিলে ও সাধারণতঃ যাহাতে ক্রেতা সম্পত্তিকে ক্রয়ের উপযুক্ত জ্ঞান করিতে পারে এরূপ আচরণ করিলে তৎপরে ঐ ব্যক্তি উপরোক্ত প্রণালীর নীলাম অকর্ম্মণ্য করার আপত্তি করিতে পারে না। ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ আরম্ভ

হইবার সময়ে প্রজাকে ভূম্যাধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করিতে দেওয়া যাইতে পারে না।

৪। বিচার সময়ে স্বীকারোক্তি।

কোন মোকদ্দমায় বাদী বিবাদী যে যে কথা স্বীকার করে তত্তৎ বিষয়ের নিয়ম মত প্রমাণ করা অনাবশ্যক। যথা, খতের মোকদ্দমায় আসামী যদি খত স্বীকার করিয়া টাকা প্রদত্ত হওয়ার আপত্তি করে, তবে বিবাদী যে খত দিয়া টাকা গ্রহণ করিয়াছিল তাহার আর অন্য প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক করে না। মারিপীটের মোকদ্দমায় আসামী মারিপীট স্বীকার করত, অভিযোক্তা হঠাৎ অকারণে তাহার রাগ উৎপত্তি করিয়া দেওয়াতে সে মারিয়াছে, এরূপ আপত্তি করিলে মারিপীটের প্রমাণ অনাবশ্যক। বাদী প্রতিবাদীর অনেক দলীলও এই রূপ পক্ষ বিপক্ষের দ্বারা বিচার কালে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধেও প্রমাণ অনাবশ্যক।

৫। সওয়াল-জওয়াব অর্থাৎ তর্ক-বিতর্কে স্বীকার।

মোকদ্দমার তর্ক-বিতর্ক কালে উভয় পক্ষ বা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলগণ যে সকল কথা স্বীকার করে তাহারও প্রমাণের প্রয়োজনাভাব, যাহার যাহার স্বীকার উক্তিতে সেই সেই অবশ্যই আবদ্ধ হইবে।

৬। বিচার কালে অপরাধ স্বীকার।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী দোষ স্বীকার করিলে তাহার আর অপর প্রমাণের প্রয়োজন করে না। অপরাধীর দোষ সাব্যস্ত পক্ষে তাহা অখণ্ডনীয় নিদর্শন।

সাক্ষ্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয়

১৮৭২ সালের ১ আইন।

সাক্ষ্য-বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও নির্ণয় ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

হেতুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

১ পরিচ্ছেদ।—পারিভাষিক কথা।

১ ধারা। এই আইন সাক্ষ্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

সংক্ষেপ নামের কথা।

তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে ব্যাপ্ত হইবে, এবং সৈনিক আদালত সুদ্ধ কোন আদালতে বা কোন আদালতের সম্মুখে বিচারঘটিত যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহার পক্ষে বর্ত্তিবে। কিন্তু কোন আদালতে কি কোন কার্য্যকারকের

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

নিকট যে আফিডাবিট * উপস্থিত করা যায় কিংবা সালিশের সম্মুখে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

যে অবধি প্রচলিত হইবে।

এই আইন ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রচলিত হইবে।

১। ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের সমুদায় স্থানেই এই আইনের বিধানানুসারে কার্য্য চলিবে, বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ, বম্বে, বেহার, অযোধ্যা প্রদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব, আসাম, ছোটনাগপুর, ভুটান, মধ্যদেশ, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি স্থানাদিতে যে সকল বিচারালয় সংস্থাপিত আছে ও ভবিষ্যতে হইবে তত্তৎ সকলেই এই নিদর্শনতত্ত্বের বিধানানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে। পূর্ব্বে আইনবর্জ্জিত দেশাদিতে তত্তৎ গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ চিফ কমিসনরগণের প্রচারিত নিয়মাদি মতে অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং নিয়মবর্জ্জিত দেশাদির আদালতে তত সু-প্রণালীমতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত না, এই আইনে সে আশঙ্কা দূরীকৃত হইল।

যে যে আইন রহিত করা গেল তাহার কথা।

২ ধারা। সেই দিবসাবধি নিম্নলিখিত বিধান রহিত করা যাইবে ঃ—

(১) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশে ইংলণ্ডীয় কিংবা এদেশীয় যে ব্যবস্থা কি আইন প্রচলিত হয় সাক্ষ্যবিষয়ক যে বিধি তন্মধ্যে না থাকে সেই বিধি।

(২) ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের ২৫ ধারাক্রমে যে সকল বিধি ও আইন ও ব্যবস্থা আইনের তুল্য বলবৎ হইয়াছে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের সঙ্গে তাহার যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর সেই সকল বিধি ও আইন ও ব্যবস্থা।

* আফিডাবিট, সত্য বলিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া যাহা লিখা হয়।

(৩) এই আইনের তফসীলের লিখিত সকল বিধান তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা তত দূর রহিত হইবে।

কিন্তু ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কোন অংশে ইংলণ্ডীয় কিংবা এই দেশীয় কোন আইনের কি ব্যবস্থার যে বিধান প্রবল থাকে ও এই আইনে স্পষ্ট রূপে রহিত করা না যায়, এই আইনের কোন কথা দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

৩ ধারা। নিম্নলিখিত কথার ও শব্দের নিম্নলিখিত যে অর্থ নির্ণয় করা গেল, পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে এই আইনে সেই সেই কথার ও শব্দের সেই সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

অর্থ করিবার ধারা।

আদালত শব্দের মধ্যে সকল জজ ও মাজিষ্ট্রেট গণ্য ও সালিশ ভিন্ন অন্য যে সকল ব্যক্তি আইনমতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহারাও গণ্য।

আদালত।

বৃত্তান্ত শব্দে এই এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য। অর্থাৎ

বৃত্তান্ত।

(১) যে বিষয় বা বিষয়ের যে অবস্থা বা বিষয়ের যে সম্পর্ক ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য হয় তাহা।

(২) কোন ব্যক্তি মানসিক যে ভাব অনুবোধ করেন তাহা।

উদাহরণ।

(ক) কোন স্থানে কোন কোন দ্রব্য বিশেষ কোন প্রণালীমতে সাজান আছে, ইহাই বৃত্তান্ত।

(খ) কোন ব্যক্তি কোন কথা শুনিল কিংবা কোন বিষয় দেখিল, ইহা বৃত্তান্ত।

(গ) কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন কথা কহিল, ইহা বৃত্তান্ত।

(ঘ) কোন ব্যক্তির বিশেষ অভিমত কিংবা বিশেষ অভিপ্রায় আছে কিংবা সে সরলভাবে বা কুটিলভাবে কর্ম্ম করে কিংবা কোন শব্দের বিশেষ অর্থ প্রয়োগ করে, কিংবা সুখ দুঃখাদি অনুবোধ করিতেছে বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে করিল, এই সকলকে বৃত্তান্ত বলা যায়।

(ঙ) কোন ব্যক্তির সুকীর্ত্তি বা কুকীর্ত্তি আছে, ইহা বৃত্তান্ত।

প্রাসঙ্গিক। এই আইনের বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ের যে যে বিধান আছে সেই সেই বিধানের উল্লিখিত অন্যতর প্রকারে এক বৃত্তান্তের সহিত অন্য বৃত্তান্তের সম্পর্ক থাকিলে সেই সেই বৃত্তান্ত পরস্পর প্রাসঙ্গিক বলা যায়।

ইশুঘটিত বৃত্তান্ত। "ইশুঘটিত বৃত্তান্ত শব্দে" এই এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য;—

কোন মোকদ্দমায় কিংবা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে যে স্বত্ব কি দায় কি অক্ষমতা উদ্বাচিত কি অস্বীকৃত হয় তাহার সত্ত্বা কি অসত্ত্বা কি ভাব কি ব্যাপকতা যে একি বৃত্তান্ত দ্বারা কিংবা অপর বৃত্তান্তের সহযোগে যে বৃত্তান্ত দ্বারা অবশ্য অনুভব হয়, সেই বৃত্তান্ত।

ব্যাখ্যা।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানানুসারে কোন আদালত বৃত্তান্তঘটিত ইশু লিপিবদ্ধ করিলে সেই ইশুর উত্তর স্বরূপ যে বৃত্তান্ত উদ্বাচিত কি অস্বীকৃত হয় তাহাই ইশুঘটিত বৃত্তান্ত।

উদাহরণ।

বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হয়। বিচারকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঐ মোকদ্দমার ইশুঘটিত বৃত্তান্ত হইতে পারে। অর্থাৎ,

আনন্দের দ্বারা বলরামের মৃত্যু।

আনন্দের বলরামকে বধ করার মনস্থ।

বলরামের দ্বারা আনন্দের হঠাৎ গুরুতর রাগ উৎপত্তি। যে ক্রিয়া দ্বারা বলরামের মৃত্যু হয় আনন্দ ক্ষিপ্তমনা থাকা প্রযুক্ত সেই ক্রিয়া করণ সময়ে তাহার ভাব গ্রহণের অক্ষমতা।

দলীল। কোন ব্যাপার লিপিবদ্ধ করণার্থে কোন দ্রব্যের ব্যবহার করিবার উদ্দেশে কিংবা ব্যবহার হইতে পারে, এই নিমিত্ত সেই দ্রব্যের উপর অক্ষর কি অঙ্ক কি চিহ্ন দ্বারা কিংবা ইহার কয়েক উপায় দ্বারা যে ব্যাপার ব্যক্ত কি বর্ণিত হয় দলীল শব্দে তাহাই বুঝায়।

ইংরেজী আইনে দলীল শব্দের যেরূপ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে নিম্নলিখিত মত তাহার অনুবাদ হইলেই ভাল হয়।

বিষয় বিশেষ লিপিবদ্ধ করণ জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে অথবা বিষয়টি স্বয়ংই ব্যবহৃত হইবে, এই অভিপ্রায় করিয়া কোন পদার্থের উপর অক্ষর অঙ্ক চিহ্ন বা উহার একাধিক উপায় দ্বারা যে কোন বিষয় প্রকাশিত বা বর্ণিত হয় তাহাকে দলীল বলে।

দণ্ডবিধি অর্থাৎ ১৮৬০ সালের ৪৫ আইনের ২৯ ধারা দ্রষ্টব্য।

উদাহরণ।

লিখিত কথা দলীল হয়।

শব্দ ছাপা, কি লিথগ্রাফ,* কি ফটগ্রাফ, † করা গেলে তাহা দলীল।

মানচিত্র কি নকসা দলীল।

ধাতুপত্রে কি প্রস্তরে কোন কথা খোদিত হইলে তাহা দলীল।

ব্যঙ্গজনক চিত্রাদি দলীল।

সাক্ষ্য। সাক্ষ্য শব্দে এই এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য।

সাক্ষ্য না বলিয়া নিদর্শন বলিলেই ভাল হয়। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে 'এভিডেন্স' শব্দের অনুবাদ "নিদর্শন" করা গিয়াছে। ১ অধ্যায় দ্রুষ্টব্য।

(১) বৃত্তান্তঘটিত ব্যাপারের অনুসন্ধান লওন কালে আদালত সাক্ষীদিগকে আপনার সম্মুখে তৎসম্পর্কীয় যে যে কথা কহিতে দেন বা কহিতে আজ্ঞা করেন তাহা সাক্ষ্য। তাহাদের সেই কথা বাচনিক সাক্ষ্য বলা যায়।

(২) আদালতের দেখিবার জন্য যে সকল দলীল উপস্থিত করা যায় তাহা সাক্ষ্য।

সেই সেই দলীল লিখিত সাক্ষ্য বলা যায়।

আদালত উপস্থিত কোন ব্যাপারের বিবেচনা করিয়া

প্রমাণিত। বৃত্তান্ত সত্য জানিলে, অথবা উপস্থিত বিষয়ের আকার-প্রকার বিবেচনায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেই বৃত্তান্ত সত্য জ্ঞানে আচরণ করা কর্ত্তব্য, এই পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তান্ত সম্ভব জ্ঞান করিলে তাহা প্রমাণিত বলা যায়।

লিথগ্রাফি প্রস্তর খুদিয়া তদ্দ্বারা ছাপা করিলে তাহাকে লিথগ্রাফ করা বলে।*

† ফটগ্রাফ কাচ অর্থাৎ আয়নার উপর কোন বিষয়ের ছায়া পতন করাইয়া আরোকের সাহায্যে ঐ ছায়া সংরক্ষণ করত বস্তুর প্রতিকৃতি করা।

আদালত উপস্থিত কোন ব্যাপারের বিবেচনা করিয়া

খণ্ডিত। বৃত্তান্ত বিশ্বাস না করিলে, অথবা উপস্থিত বিষয়ের আকার-প্রকার বিবেচনায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেই বৃত্তান্ত সত্যজ্ঞানে আচরণ করা কর্ত্তব্য নয়, এই পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তান্ত অসম্ভব জ্ঞান করিলে ঐ বৃত্তান্ত খণ্ডিত বলা যায়।

বৃত্তান্ত প্রমাণিত না হইলে, খণ্ডিতও না হইলে তাহা

অপ্রমাণিত। অপ্রমাণিত বলা যায়।

"সালিশ ভিন্ন" ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৬ অধ্যায়ে সালিশ নিযুক্ত সম্বন্ধে বিধান আছে। সালিশ এক রূপ বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত থাকা সত্ত্বেও এস্থলে আদালত রূপে গণ্য হইবে না।

"বৃত্তান্ত" প্রসিদ্ধ আইনকারকেরা ৬ প্রকার বৃত্তান্তের উল্লেখ করেন। যথা, ১ নিশ্চয়-বোধক বা স্বীকার-সূচক, ২ অস্বীকার-বোধক, ৩ মানসিক, ৪ বাহ্য, ৫ ঘটনা, ৬ পদার্থের অবস্থা।

১। ক বলিল খ আমার টাকা ধার করিয়াছে এবং কতক পরিশোধ করিয়াছে, টাকা ধার ও পরিশোধ নিশ্চয়-বোধক বা স্বীকার-সূচক বৃত্তান্ত।

২। খ বলিল আমি টাকা ধার বা পরিশোধ করি নাই, ধার ও পরিশোধ না করা অস্বীকার-সূচক বৃত্তান্ত।

৩। যে বৃত্তান্ত মনোমধ্যে অবস্থিতি করে অর্থাৎ মানসিক বৃত্তিসম্ভূত তাহাকে মানসিক বৃত্তান্ত বলা যায়, বধাভিপ্রায়ে তরবারি চালন করিলে বধের অভিপ্রায়টি মানসিক বৃত্তান্ত।

৪। যে বৃত্তান্ত বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয় তাহাই বাহ্য বৃত্তান্ত। উপরোক্ত উদাহরণের তরবারি চালনা বাহ্য বৃত্তান্ত।

৫। যাহা অন্যের কার্য্যকারিতায় ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটনা। বৃক্ষের পতন একটি ঘটনা।

৬। পদার্থের স্বাভাবিক অবস্থা ষষ্ঠ প্রকারের বৃত্তান্ত। বৃক্ষের জীবিত অবস্থা ইহার দৃষ্টান্ত।

"প্রাসঙ্গিক" এই আইনের প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ ৫ ধারা হইতে

৫৫ ধারাতে বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। উপরোক্ত ধারা গুলি সম্যক্ রূপে মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ না করিলে বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতা কাহাকে বলে তাহার সুস্পষ্ট ভাব অনুবোধ হওয়া দুষ্কর। সাধারণতঃ এক বৃত্তান্ত অন্য বৃত্তান্তের প্রকাশক হইলে কিংবা এক বৃত্তান্তের সহিত অন্য বৃত্তান্তের সংস্রব বা সম্পর্ক থাকিলে উহাদিগকে পরস্পরের প্রাসঙ্গিক বলা যায়।

"ইশুঘটিত বৃত্তান্ত" ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৩৯ ধারার বিধান মত মোকদ্দমার প্রথম বিচারের দিবসে আদালত বাদি-বিবাদীর মধ্যে কোন্ কোন্ আইন বা বৃত্তান্তঘটিত বিষয়ে বিবাদ অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহার নির্ণয় করিয়া বিচার্য্য বিষয় অর্থাৎ ইশু নির্দ্দিষ্ট করত লিপি করিবেন। ১৪০ ও ১৪১ ধারার বিধান মত বিচার্য্য বিষয় নির্দ্ধারণ করার পূর্ব্বে আদালত যে কোন ব্যক্তির হউক জবানবন্দী গ্রহণ বা দলীল দৃষ্টি করিতে পারেন এবং বিচারের পূর্ব্বে ইশুর সংস্করণ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

অনুমান করিতে পারেন।

৪ ধারা। আদালত কোন বৃত্তান্তের অনুমান করিতে পারেন, এই আইনে এমত আদেশ থাকিলে যত কাল সেই বৃত্তান্ত খণ্ডন করা না যায় আদালত তত কাল তাহা প্রমাণিত বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিবেন অথবা তাহার প্রমাণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অনুমান করিবেন।

আদালত কোন বৃত্তান্তের অনুমান করিবেন এই আইনে এমত আদেশ থাকিলে যত কাল সেই বৃত্তান্ত খণ্ডন করা না যায় আদালত তত কাল তাহা প্রমাণিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন।

সিদ্ধান্ত প্রমাণ।

এই আইনে এক বৃত্তান্ত অন্য বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে উক্ত এক বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে আদালত অন্য বৃত্তান্ত প্রমা-

ণিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন ও তাহা খণ্ডিবার সাক্ষ্য লইবার অনুমতি দিবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

ইশুঘটিত বৃত্তান্তের ও প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবার কথা।

৫ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কিংবা মোকদ্দমা-ঘটিত কোন কার্য্যে ইশুঘটিত প্রত্যেক বৃত্তান্তের এবং অন্য যে বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ভাগে প্রাসঙ্গিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই বৃত্তান্তের সত্ত্বার কি অসত্ত্বার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে, অন্য বৃত্তান্তের নয়।

ব্যাখ্যা।— দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকে তাহার কোন বিধানানুসারে কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ দেওনার্থে কোন ব্যক্তির স্বত্ব রহিত হইলে এই ধারা ক্রমে তাহার সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার ক্ষমতা হইতে পারিবে না।

উদাহরণ।

(ক) বলরামকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে মুদ্গারদ্বারা আঘাত করিল বলিয়া বধ করিবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হয়।

আনন্দের বিচার কালে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত ইশুঘটিত।

আনন্দ বলরামকে মুদ্গার দিয়া মারিল কি না।

সেই প্রহার দ্বারা আনন্দ বলরামের মৃত্যুর কারণ হইল কি না।

বলরামকে মারিয়া ফেলিতে আনন্দের কল্পনা ছিল কি না।

(খ) কোন অর্থী যে খতের উপর নির্ভর করে সেই খত সঙ্গে আনে নাই ও মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে সেই খত দেখাইবার জন্যে প্রস্তুত রাখে নাই। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ভিন্ন সেই অর্থী এই ধারা ক্রমে ঐ

মোকদ্দমা প্রচলিত থাকার পশ্চাৎ কোন সময়ে খৎ দেখাইতে বা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিতে পারিবে না।

১৮৫৯ সালের ৮ আইন অর্থাৎ দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের ৩৯ ধারার বিধানমত আরজী দাখিল সময়েই দাবীর পোষক সমুদায় দলীল দাখিল করিতে হইবে। আদালতের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে আরজী দাখিলের পরে দাবীর পোষক কোন দলীল নিদর্শন রূপে গৃহীত হইবে না। উক্ত আইনের ১২৮ ধারার বিধান মতে মোকদ্দমার প্রথম বিচার দিবসে উভয় পক্ষ আপনাপন সমুদায় দলীল উপস্থিত না করিলে তৎপরে বিশেষ কারণ দর্শান ব্যতিরেকে আদালত কোন দলীল লইবেন না, ১৪১ ধারার বিধান মতে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে কোন সময়ে হউক আদালত ইশু পরিবর্ত্তন বা নূতন অতিরিক্ত ইশু নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। দণ্ডবিধি আইন অর্থাৎ ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের ২৪৪ ধারার বিধান মত ঐ রূপ অভিযোগ পরিবর্ত্তনাদি প্রসিদ্ধ। প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় নিয়ম দ্রষ্টব্য। অভয়চরণ মল্লিক বাদী উমেশচন্দ্র সরকার প্রতিবাদী এই মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বিধান করিয়াছেন যে, কোন পক্ষ প্রথমে একরূপ নিদর্শন উপস্থিত করিয়া নিদর্শনের উপযোগী ইশু নির্দ্ধারণ বা পরিবর্ত্তনের প্রার্থনা করিতে পারিবে না। হাইডের রিপোর্ট বহী ২ বালম ২৭৩ পৃষ্ঠা।

যে যে বৃত্তান্ত একি ব্যাপারের অঙ্গস্বরূপ হয় তাহার কথা।

৬ ধারা। বৃত্তান্ত ইশুর মধ্যে ধরা না গেলেও ইশু-ঘটিত কোন বৃত্তান্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে একি ব্যাপারের অঙ্গ-স্বরূপ হইলে তাহা প্রাসঙ্গিক। সেই দুই বৃত্তান্ত একি সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বা স্থানে ঘটিলেও প্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে বলরামকে প্রহার করণ দ্বারা বধ করণাপরাধের অভিযোগ হয়। সেই প্রহার করণ সময়ে আনন্দ কি বলরাম কিংবা যে ব্যক্তিরা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা যে যে

কথা কহিয়াছিল ও যে যে কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা; কিংবা তাহাদের যে কথা কি কর্ম্ম ঐ প্রহারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পশ্চাৎ কহা কি করা প্রযুক্ত ঐ ব্যাপারের একাংশ হয় সেই সেই কথা কি কর্ম্ম প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(খ) অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হঙ্গামা হওয়াতে সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল ও সৈন্যের প্রতি আক্রমণ হইল ও জেলখানা ভাঙ্গিয়া খোলা গেল। আনন্দ সেই হঙ্গামার ভাগী ছিল বলিয়া তাহার নামে মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ করণাপরাধের অভিযোগ হইল। উক্ত সম্পত্তি নষ্ট করণাদি সকল ব্যাপারে আনন্দ উপস্থিত না থাকিলেও সেই সেই কার্য্য উক্ত সাধারণ ব্যাপারের একাংশ বলিয়া তদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) লেখালেখীর অঙ্গস্বরূপ কোন পত্রে আনন্দের নামে অপবাদ থাকাতে আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করে। যে বিষয় ধরিয়া অপবাদের উল্লেখ হয়, সেই বিষয় সম্পর্কে উভয় ব্যক্তির লেখালেখীর অন্তর্গত অন্য যে পত্রে ঐ অপবাদ না থাকে সেই পত্রাদিও প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঘ) বলরামকে কয়েক দ্রব্য পাঠাইবার আদেশ হইলে সেই দ্রব্য আনন্দের নিকট পঁহুছিল কি না, এই প্রশ্ন হয়। ঐ দ্রব্য একে একে অনেক ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল। হস্তগত হওন রূপ সেই প্রত্যেক ব্যাপার প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

যে বৃত্তান্ত ইশুঘটিত বৃত্তান্তের নিমিত্ত কি হেতু কি ফল স্বরূপ হয় তাহার কথা।

৭ ধারা। কোন বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে কি প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের কি ইশুঘটিত বৃত্তান্তের নিমিত্ত কি হেতু কি ফল স্বরূপ হইলে কিংবা বিষয়ের যে অবস্থায় ঐ বৃত্তান্ত ঘটিয়াছিল, অন্য বৃত্তান্ত লইয়া বিষয়ের সেই অবস্থা হইলে; কিংবা সেই অন্য বৃত্তান্ত দ্বারা ঐ বৃত্তান্ত হইবার কিংবা ঘটিবার সুযোগ হইলে, সেই অন্য বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের প্রতি দস্যুতা করিল কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

ঐ দস্যুক্রিয়ার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলরাম টাকা সঙ্গে লইয়া হাটে যাইতেছিল, ও অন্য লোকদিগকে টাকা দেখাইল এবং আমার কাছে টাকা আছে এই কথা অন্য লোকদিগকে কহিল। এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামকে বধ করিল কি না, এই প্রশ্ন হইল। হত্যা ব্যাপার যে স্থানে হইয়াছিল সেই স্থানের কি তাহার নিকট-স্থানের মাটীতে হাতাহাতী করিবার যে চিহ্ন থাকে তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(গ) আনন্দ বলরামকে বিষ খাওয়াইল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

বিষ খাওয়ার যে লক্ষণ হইয়া থাকে সেই লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে বলরামের শারীরিক স্বাস্থ্য কি অস্বাস্থ্য ছিল এবং বলরামের রীতি ও চরিত্র আনন্দের নিকট জ্ঞাত হওয়াতে তাহার বিষ খাওয়াইবার সুযোগ হইল, এই এই বিষয় প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

মনস্থ প্রমাণ করিতে অভিযোগের সহিত যে কার্য্যের কোন রূপ সংস্রব নাই তাহাও গৃহীতব্য। জাল নোট ব্যবহার করার অভিযোগে অভিযোক্তা পূর্ব্বে পূর্ব্বে জাল নোট ব্যবহার করিয়া থাকিলে তাহা নিদর্শন রূপে গৃহীতব্য।

১ ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়ম দ্রষ্টব্য। বেষ্ট-প্রণীত নিদর্শনতত্ত্ব দেখ।

প্রবৃত্তির ও পূর্ব্ব উদ্যোগের ও পশ্চাৎ আচরের কথা।

৮ ধারা। যে ক্রিয়া দ্বারা ইশুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের প্রবৃত্তি কি উদ্যোগ প্রকাশ হয় কিংবা যে ক্রিয়া প্রবৃত্তি কি উদ্যোগ স্বরূপ হয় তাহাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কিংবা মোকদ্দমা-ঘটিত কোন কার্য্য-সংক্রান্ত কোন পক্ষ কিংবা কোন পক্ষের স্বপক্ষীয় কোন কর্ম্মকারক সেই মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাঘটিত সেই কার্য্যের উপলক্ষে কিংবা সেই মোকদ্দমা প্রভৃতির ইশুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের উপলক্ষে যে আচরণ করে ও যে ব্যক্তির বিপক্ষে অপরাধ লইয়া মোকদ্দমা-ঘটিত কার্য্য হয় সেই ব্যক্তি যে আচরণ করে তদ্দ্বারা ইশুঘটিত কিংবা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের ফলাফল দর্শিলে সেই আচরণ বৃত্তান্তের পূর্ব্বে বা পশ্চাৎ হইলেও প্রাসঙ্গিক হয়।

১ ব্যাখ্যা।—কোন কথা কহা গেলে তাহা ঐ উক্তি ভিন্ন অন্য ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক না হইলেও তদ্দ্বারা অন্য ক্রিয়ার কারণাদি জানা না গেলে এই ধারাগত "আচরণ" শব্দে সেই উক্তি গণ্য নহে। কিন্তু এই আইনের অন্য কোন ধারামতে উক্তি প্রাসঙ্গিক হইলে, এই ব্যাখ্যার কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

২ ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির আচরণ প্রাসঙ্গিক হইলে, তাহার নিকট কিংবা তাহার সাক্ষাৎ কি শ্রুতিগোচরে কথিত যে উক্তি দ্বারা ঐ আচরণের বৈষম্য হয়, সেই উক্তিও প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের বধাভিযোগে আনন্দের বিচার হয়। আনন্দ চন্দ্রকে বধ করিয়াছিল। বলরাম এই কথা জানিত। বলরাম সেই কথা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া আনন্দের স্থানে টাকা চাহিল। এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ খত দেখাইয়া বলরামের স্থানে টাকা পাইবার নালিশ করে। বলরাম কহে, আমি সেই খত লিখিয়া দেই নাই।

এমন স্থলে, খত যে সময়ে কথিত মতে লেখা গিয়াছিল সেই সময়ে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত বলরামের টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরামকে বিষ খাওয়াইয়া বধ করিবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হয়।

বলরামকে যে বিষ খাওয়ান গিয়াছে, বলরামের মরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আনন্দ সেই প্রকারের বিষ ক্রয় করিয়াছিল কি না, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) কোন এক দলীল আনন্দের উইল কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

কথিত উইলের বিধানে যে যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, আনন্দ ঐ কথিত উইলের তারিখের অনতিপূর্ব্বে সেই সেই বিষয়ের অনুসন্ধান লইলেন, এবং উইল লিখিবার বিষয়ে উকীলদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং উইলের কয়েক পাণ্ডুলিপি লেখাইয়া পরে তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, উক্ত বিষয়ে এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(চ) আনন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়। এই স্থলে, মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দ্বারা আনন্দের পক্ষে সম্ভাব জন্মে, এই কারণে সে কথিত অপরাধ হইবার সময়ে কিংবা তৎপূর্ব্বে বা পরে সাক্ষ্যের বিধান করিল, কিংবা সাক্ষ্য নষ্ট করিল, কি গুপ্ত রাখিল, কিংবা যাহারা সাক্ষ্য দিতে পারিত এমন ব্যক্তিদের উপস্থিত হইবার বাধা দিল, কিংবা তাহাদের উপস্থিত না হইবার উপায় করিল, কিংবা সেই বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সাক্ষী জুটাইল, এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ছ) আনন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করিল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

এই স্থলে বলরামের দ্রব্য অপহরণ করা গেলে পর, বলরামের দ্রব্য কে অপহরণ করিয়াছে, পোলীস ইহার সন্ধান লইতে আসিবে, চন্দ্র আনন্দের সাক্ষাৎ এই কথা কহিলে আনন্দ তৎক্ষণাৎ পলাইল।* এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(জ) আনন্দ বলরামের ১০০০০ টাকা ধারে কি না, এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দ চন্দ্রের স্থানে টাকা কর্জ্জ লইতে চাহিলে আনন্দের সাক্ষাৎ ও শ্রুতিগোচরে দীননাথ চন্দ্রকে কহিল, আনন্দ বলরামের ১০০০০ টাকা ধারে, তুমি বিশ্বাস করিয়া তাহাকে আর টাকা দিও না, আনন্দ এই কথা শুনিয়া উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) আনন্দ অমুক অপরাধ করিয়াছে কি না, এই প্রশ্ন হইল।

অপরাধীকে ধরিবার উদ্যোগ করা যাইতেছে, আনন্দ সতর্ক করণ ভাবের এই পত্র পাইয়া পলায়ন করিল, এই কথা ও সেই পত্রের মর্ম্ম প্রাসঙ্গিক।

(ট) আনন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়। এই স্থলে, কথিত অপরাধ করা গেলে পর আনন্দ পলায়ন করিল, কিংবা ঐ অপরাধের দ্বারা যে দ্রব্য পাওয়া যায়, সেই দ্রব্য কিংবা তাহার মূল্য তাহার অধিকারে ছিল, কিংবা সেই অপরাধ করণে যে যে দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছিল, কিংবা হইতে পারিত, আনন্দ তাহা গোপন রাখিবার উদ্যোগ করিল, এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঠ) আদরীকে বলাৎকার করা গেল কি না, এই প্রশ্ন হইল। এইস্থলে কথিত বলাৎকার করা গেলে পর আদরী সেই অপরাধের বিষয়ে নালীশ করে, এই কথা এবং যে ভাবগতিকে ও যে কথা কহিয়া নালিশ করিল, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

আমাকে বলাৎকার করা গিয়াছে, নালিশ না করিয়া ঐ স্ত্রীর এই কথা মাত্র এই ধারা মতে আচরণ বলিয়া প্রাসঙ্গিক নয়। তথাপি

৩২ ধারার (১) প্রকরণমতে মুমূর্ষু বাক্য বলিয়া কিংবা

১৫৭ ধারা মতে প্রতিপোষক সাক্ষ্য বলিয়া প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(ড) আনন্দের দ্রব্য চুরী করা গেল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

এই স্থলে কথিত চৌর্য্য ব্যাপারের কিঞ্চিৎপরে আনন্দ সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ করিল, এই কথা এবং যে ভাবগতিকে ও যে কথা কহিয়া নালিশ করিল, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

নালিশ না করিয়া আমার দ্রব্য চুরী করা গিয়াছে, আনন্দের এই কথা মাত্র এই ধারা মতে আচরণ বলিয়া প্রাসঙ্গিক নয়, তথাপি

৩২ ধারার (১) প্রকরণ মতে মুমূর্ষু বাক্য বলিয়া কিংবা

১৫৭ ধারা মতে প্রতিপোষক সাক্ষ্য বলিয়া প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

কোন্ কোন্ বৃত্তান্ত বিচার্য্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখে এবং কোন্ কোন্ বৃত্তান্ত ঐ রূপ সম্পর্ক রাখে না তাহা নির্ব্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। এই বিষয়ে কোন রূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করাও অসম্ভব। এই আইনে তৎপক্ষে যথোচিত প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে বটে, এই নির্ব্বাচন-শক্তি বিচারক ও উকীল মোক্তারগণের বুদ্ধিবিদ্যার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর। সাক্ষীর পরীক্ষা সময়ে কূটপ্রশ্ন লইয়া যে এত গোলযোগ হয় তাহা কেবল এই জন্য। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের মফঃস্বল আদালতে উক্তরূপ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এত দূর অসতর্কতা, বিশৃঙ্খলতা ও অজ্ঞানতা ছিল যে, ক্রমান্বয়ে ৫। ৭ বৎসর পর্য্যন্ত একটি মোকদ্দমা চলিয়া এবং নিয়মিত রূপে সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া বিচার্য্য বিষয় যে কি, তাহারই নিরাকরণ হইত না। তৎকালের সামান্য একটি মোকদ্দমার নথী যিনি দৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, যে বিচারক ও উকীল মোক্তারগণের অনর্থক কত পরিশ্রম ও সময় নষ্ট হইত। ঐ নির্ব্বাচন-প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে মোকদ্দমায় এক খানা দলীল দ্রষ্টব্য, সেই মোকদ্দমায় শতাধিক দলীল সময়ে সময়ে প্রদত্ত হইত। ১৮৬৭ সালের

২৬এ ফেব্রুয়ারি তারিখে হাইকোর্ট ৯ নম্বরী যে সরকুলর প্রচার করেন তাহাতে ঐ কুপ্রথার অনেক নিবারণ হয়। ঐ সরকুলরটি পাঠ করিলে নির্ব্বাচন-শক্তি বহুলাংশে সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

১৮৫৯ সাং ৮ আইনের ৩৯ ধারার বিধানানুসারে আরজী দাখিলের সময় দাবীর পোষক সমুদায় দলীল দিতে হয়। উক্ত আইনের ১২৮ ধারার বিধানমতে মোকদ্দমার বিচারের প্রথমাধিবেশনে উভয় পক্ষ আপনাদিগের দলীলাদি উপস্থিত করিবে। না করিলে পরে আর আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন দলীল প্রদান করার ক্ষমতা থাকে না।

প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিবার কিংবা উপস্থিত করিবার নিমিত্তে যে বৃত্তান্ত আবশ্যক তাহার কথা।

৯ ধারা। ইশুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিবার কিংবা উপস্থিত করিবার নিমিত্তে কিংবা ইশুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত দ্বারা যে অনুভূতির সূচনা হয় তাহার প্রতিপোষকতা করিবার কিংবা তাহা খণ্ডিবার নিমিত্তে যে বৃত্তান্ত আবশ্যক কিংবা কোন দ্রব্যের কি ব্যক্তির অনন্যতা প্রাসঙ্গিক হইলে যে বৃত্তান্ত দ্বারা সেই অনন্যতা নির্ণয় করা যায়, কিংবা ইশুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যে সময়ে ও যে স্থানে ঘটিয়াছিল সেই সময় ও স্থান যে বৃত্তান্ত দ্বারা নির্ণয় করা যায় কিংবা উক্ত বৃত্তান্ত যে ব্যক্তিদের দ্বারা নিষ্পাদন করা গেল, যে বৃত্তান্ত দ্বারা সেই ব্যক্তিদের পরস্পর সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, সেই বৃত্তান্ত সেই কারণ যত দূর আবশ্যক তত দূর প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ।

(ক) উপস্থিত দলীল খানি আনন্দের উইল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

কথিত উইলের তারিখে আনন্দের সম্পত্তির ও তাহার পরিবারের যে অবস্থা ছিল, ইহার বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(খ) আনন্দের লজ্জাকর আচরণ হইয়াছে, বলরামের এই কথায় আনন্দ তাহার নামে অপবাদের নালিশ করে। বলরাম এই উত্তর করে যাহা অপবাদ বলা গেল তাহা সত্য।

অপবাদ যে সময়ে প্রকাশ করা গিয়াছিল সেই সময়ে উভয় পক্ষের যে অবস্থা ও পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল, ইশুঘটিত বৃত্তান্ত উপস্থিত করিবার উপলক্ষে ঐ সম্বন্ধের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

কথিত অপবাদের সঙ্গে যে বিষয়ের সম্পর্ক নাই এমত বিষয়ে আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ হইলে ঐ বিবাদের বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু সেই বিবাদের দ্বারা আনন্দের ও বলরামের ভাবের ব্যত্যয় হইলে সেই বিবাদ যে হইয়াছিল, ঐ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(গ) আনন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়। অপরাধ হইবার কিঞ্চিৎপরে আনন্দ ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল, ইশুঘটিত বৃত্তান্ত হইবার পরও সেই বৃত্তান্ত প্রযুক্ত আচরণ বলিয়া ৮ ধারা মতে তাহার সেই কর্ম্ম প্রাসঙ্গিক হয়।

যে সময়ে ঘর ছাড়িয়া অন্য স্থানে গেল, সেই সময়ে তাহার সেই অন্য স্থানে হঠাৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম পড়িল, এই কথাটি ঘর হইতে তাহার হঠাৎ যাইবার হেতু বলিয়া প্রাসঙ্গিক হয়।

যে কর্ম্মের নিমিত্তে গিয়াছিল, সেই অত্যাবশ্যক কর্ম্ম হঠাৎ উপস্থিত হইল, কেবল ইহা দেখাইবার জন্যে ঐ কর্ম্মের বিস্তারিত বর্ণনা প্রাসঙ্গিক হইতে পারিবে, নতুবা নয়।

(ঘ) চন্দ্র আনন্দের নিকট চাকরী করিতে চুক্তি করিলে বলরাম তাহাঁকে সেই চুক্তি ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি দিল, আনন্দ ইহা বলিয়া বলরামের নামে অভিযোগ করে। আনন্দের নিকট চাকরী ত্যাগ করিবার সময়ে চন্দ্র তাহাকে কহিল যে, ‘বলরাম আমাকে

অধিক বেতন দিতে চাহিয়াছে, এই কারণে আমি চাকরী ছাড়িয়া গেলাম' চন্দ্রের ঐ কার্য্য ইগুঘটিত বৃত্তান্ত বলিয়া প্রাসঙ্গিক এবং সেই উক্তি দ্বারা তাহার সেই আচরণের কারণ জানা গেল, এই নিমিত্ত সেই উক্তিই প্রাসঙ্গিক।

(ঙ) আনন্দের নামে চুরিকরণাপরাধের অভিযোগ হয়। কোন ব্যক্তি তাহাকে ঐ চোরা দ্রব্য বলরামের হাতে দিতে ও পরে বলরামকে আনন্দের স্ত্রীর হাতে দিতে দেখিয়াছে ও দিবার সময়ে বলরাম কহিল. আনন্দ তোমাকে এই দ্রব্য লুকাইয়া রাখিতে কহিয়াছে। যে বৃত্তান্ত উক্ত ব্যাপারের একাংশ হয়, ঐ কথার দ্বারা সেই বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা হইল বলিয়া বলরামের সেই কথা প্রাসঙ্গিক।

(চ) দাঙ্গা করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয় ও সে জনতার সরদার মতে গিয়াছিল ইহার প্রমাণ হইল। ঐ জনতা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া যে যে কথা কহিয়াছিল তদ্দ্বারা ঐ ব্যাপারের ভাব বুঝা যায় বলিয়া সেই সেই কথা প্রাসঙ্গিক।

প্রথম ভাগের তৃতীয় অধ্যায় "শ্রুত্যুক্তি" দ্রষ্টব্য।

সাধারণ অভিসন্ধি লক্ষ্য করিয়া সহায় ব্যক্তির উক্তির বা কর্ম্মের কথা।

১০ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তি অপরাধ কিংবা অভিযোজ্য অন্যায় ক্রিয়া করণার্থে ষড়্‌যন্ত্র করিল, এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির প্রথম সেই অভিসন্ধি হইলে পর তাহাদের অন্যতর ব্যক্তি ঐ সাধারণ অভিসন্ধির উদ্দেশে যে কথা কহে বা লেখে ও যে কর্ম্ম করে, ঐ ষড়্‌যন্ত্র যে হইয়াছে ইহার প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এবং উক্ত অন্যতর ব্যক্তি তাহার সহায় ছিল ইহা দেখাইবার নিমিত্ত ষড়্‌যন্ত্রকারী বলিয়া যাহাদের প্রতি সন্দেহ থাকে তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বিপক্ষে সেই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ মহারাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত, এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে।

সেই ষড়্‌যন্ত্রের উপলক্ষে বলরাম ইউরোপে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিল, চন্দ্র সেই অভিপ্রায়ে কলিকাতায় টাকা আদায় করিল, দীননাথ বোম্বাইবাসী কয়েক ব্যক্তিকে সেই ষড়্‌যন্ত্রে মিলিবার প্রবৃত্তি দিল, আগ্রায় ঈশান সেই অভিসন্ধির পোষকতায় লিপি প্রকাশ করিল, কলিকাতায় চন্দ্র যে টাকা আদায় করে, ফকীরচাঁদ দিল্লীতে থাকিয়া কাবুলে গগণের নিকট সেই টাকা পাঠাইল, হরমোহন কোন পত্রে সেই ষড়্‌যন্ত্রের বৃত্তান্ত লিখিল। এমত স্থলে আনন্দ সেই সকল ব্যক্তিকে না জানিলেও এবং যে ব্যক্তিরা ঐ সকল ক্রিয়া করে তাহারা আনন্দের অপরিচিত হইলেও এবং সেই ষড়্‌যন্ত্রে আনন্দের মিলিবার পুর্ব্বে কিংবা ছাড়িয়া যাইবার পরেও ঐ ঐ কার্য্য করা গেলে ঐ ষড়্‌যন্ত্র হওয়ার প্রমাণার্থে এবং আনন্দ সেই ষড়্‌যন্ত্রে মিলিত ছিল ইহার প্রমাণার্থে উক্ত সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

দণ্ডবিধি আইনের ৩৪, ৩৫, ৩৭ ও ৩৮ ধারা দ্রষ্টব্য। ওয়াহেবী বিদ্রোহিগণের মোকদ্দমা এই ধারার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। এই মোকদ্দমায় অনুসন্ধান কার্য্য এক বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত হয়। পাটনার সেসন জজ শ্রীযুক্ত সি টি প্রিন্সেপ সাহেব বিগত বর্ষে ইহার নিষ্পত্তি করেন। হাইকোর্টে আপিল হইয়া প্রিন্সেপ সাহেবের নিষ্পত্তি স্থিরতর আছে।

যে বৃত্তান্ত স্থলান্তরে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

১১ ধারা। কোন বৃত্তান্ত স্থলান্তরে প্রাসঙ্গিক না হইলেও এই এই স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়।

(১) ইশুঘটিত কিংবা প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের অসঙ্গত হইলে,

(২) সেই বৃত্তান্ত দ্বারা কিংবা অন্য বৃত্তান্তের সংযোগে সেই বৃত্তান্ত দ্বারা ইশুঘটিত কিংবা প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের সত্ত্বা কি অসত্ত্বা অত্যন্ত সম্ভব বা অসম্ভব হইলে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নির্দ্দিষ্ট দিনে কলিকাতায় অপরাধ করিল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

সেই দিনে আনন্দ লাহোরে ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক। অপরাধ যে স্থানে করা গেল, আনন্দ ঐ অপরাধ হইবার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি পরে সেই স্থান হইতে দূরে থাকা প্রযুক্ত তদ্দ্বারা সেই অপরাধ হওয়া অসাধ্য না হইলেও অত্যন্ত অসম্ভব হইলে ঐ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

(খ) আনন্দ অমুক অপরাধ করিল কি না, এই প্রশ্ন হইল। ভাবগতিক বিবেচনা করিলে, হয় আনন্দ না হয় বলরাম কিংবা চন্দ্র অথবা দীননাথ ইহার একতর ব্যক্তি ঐ অপরাধ করিয়াছে। এমত স্থলে অন্য কাহার দ্বারা সেই অপরাধ হইতে পারিল না। এবং বলরাম কি চন্দ্র কি দীননাথ সেই অপরাধ করে নাই, ইহা যে বৃত্তান্ত দ্বারা দেখা যাইতে পারে তাহা প্রাসঙ্গিক।

বলাৎকারের মোকদ্দমায় অভিযোগকারিণী সতী বা অসতী অভিযোগের সম্ভাব্য বা অসম্ভাব্য দর্শান জন্য এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

এই ধারার মর্ম্ম মতে আসামী তাহার সাধারণ সচ্চরিত্রের নিদর্শন উপস্থিত করিতে পারে। এই আইনের ২১ ধারার ঘ ও ঙ দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য।

১২ ধারা। মোকদ্দমায় হানিপূরণের দাওয়া হইলে হানিস্বরূপ কত টাকা দিবার আজ্ঞা করা উচিত, আদালত যে বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা নির্ণয় করিতে পারেন তাহা প্রাসঙ্গিক।

হানিপূরণের মোকদ্দমায় যে বৃত্তান্ত দ্বারা হানির মুল্য নির্ণয় হইতে পারে তাহা প্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

এই ধারা এবং এই আইনের ৫৫ ধারার মর্ম্মমত চরিত্র বিষয়ে নিদর্শন উপস্থিত করার স্পষ্ট বিধান হইয়াছে। দুরমতবাহা বা অপবাদঘটিত দেওয়ানী মোকদ্দমায় অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ অবধারণ করণার্থ চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও মহত্ত্বের নিদর্শন প্রয়োজনীয়। ১৮৬৯ সালের ৪ আইনের ৩৪ ধারার বিধান মত কোন ব্যক্তি পরদারগমন করিলে অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত স্বামী ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইতে পারে। এস্থলেও চরিত্র-ঘটিত নিদর্শনের প্রয়োজন হইতে পারে।

১৩ ধারা। কোন স্বত্ব কিংবা রীতি প্রবল আছে কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

স্বত্বের কি রীতির কথা উত্থাপন হইলে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

(ক) যে ব্যাপারে কথিত স্বত্বের বা রীতির সৃষ্টি কি দাওয়া করা গেল বা ঐ স্বত্ব বা রীতি মতান্তরিত কি স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইল কিংবা যে ব্যাপার ঐ স্বত্বের বা রীতির অসঙ্গত হয় তাহা।

(খ) বিশেষ যে যে স্থলে ঐ স্বত্বের কি রীতির দাওয়া হয় বা তাহা স্বীকার করা যায় বা তদনুসারে কার্য্য করা যায় কিংবা তদনুসারে কার্য্য হওন বিষয়ে বিবাদ হয় বা কার্য্যের স্বত্ব উদ্ঘাটিত হয় বা তদনুসারে কার্য্য না করা যায় সেই সেই স্থল।

উদাহরণ।

অমুক স্থলে আনন্দের জলকরের স্বত্ব আছে কি না, এই প্রশ্ন হইলে আনন্দের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ঐ জলকরের যে দান-পত্র দেওয়া যায় তাহাও আনন্দের পিতা কর্ত্তৃক ঐ জলকরের বন্ধকী-পত্র ও তৎপশ্চাৎ আনন্দের পিতা কর্ত্তৃক ঐ জলকরের বন্ধকী-পত্রের অসঙ্গত এক দানপত্র ও বিশেষ যে যে স্থলে আনন্দের পিতা সেই স্বত্বানুসারে কার্য্য করেন ও যে যে স্থলে আনন্দের প্রতিবাসীদের দ্বারা ঐ স্বত্বের প্রতিবন্ধকতা হয় এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

যে বৃত্তান্ত দ্বারা মানসিক কি শারীরিক অবস্থা কিংবা শরীরের ভাব জানা যায় সেই বৃত্তান্তের কথা।

১৪ ধারা। মনের কি শরীরের কোন অবস্থা কিংবা শারীরিক ভাব ইশুর কিংবা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের মধ্যে থাকিলে যে বৃত্তান্ত দ্বারা মনের সেই অবস্থা অর্থাৎ কল্পনা কি জ্ঞান কিসারল্য কি শৈথিল্য কি দুঃসাহস কিংবা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অনুরাগ কি বিরাগ প্রকাশ পায়, অথবা যে বৃত্তান্ত দ্বারা শরীরের সেই অবস্থা কিংবা শারীরিক ভাব প্রকাশ পায়, সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা।—মনের প্রাসঙ্গিক ভাব দর্শাইবার জন্যে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়, সাধারণ স্থল ভিন্ন বিবাদীয় বিশেষ বিষয়ে ঐ ভাব প্রকাশ হইল, ঐ বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা দেখাইতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল, বিশেষ একটি চোরা দ্রব্য তাহার অধিকারে ছিল ইহার প্রমাণ হইল।

সেই সময়ে তাহার কাছে আরও অনেক চোরা দ্রব্য ছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক, কেননা তাহার অধিকারগত সকল ও প্রত্যেক দ্রব্য সে চোরা বলিয়া জানিত, উক্ত বৃত্তান্তে ইহার সূচনা করা যায়।

(খ) আনন্দ একটি কৃত্রিম মুদ্রা অন্য ব্যক্তিকে দেওন সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিয়া প্রতারণা ক্রমে দিল, তাহার নামে এই অভি-যোগ হয়।

সেই মুদ্রা দেওনের সময়ে তাহার নিকট আর অনেক গুলিন কৃত্রিম মুদ্রা ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরাম যে কুকুরকে দুরন্ত জানিত তাহার সেই কুকুরে হানি করিয়াছে বলিয়া আনন্দ বলরামের নামে হানিপূরণের নালিশ করে।

ঐ কুকুর পূর্ব্বে যদুকে ও রাধাকে ও বেচুকে কামড়াইয়াছিল ও তাহারা বলরামের নিকট সেই কথা জানাইল, এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) আনন্দ এক খান হুণ্ডী সাকরাইয়া দিল, কিন্তু টাকা-গৃহীতার কৃত্রিম নাম তাহাতে দেওয়া গেল, আনন্দ ইহা জানিত কি না, এই প্রশ্ন হইল।

টাকাগৃহীতা প্রকৃত ব্যক্তি হইলে আনন্দের নিকট তাহার ঐ হুণ্ডী পঁহুছিবার সময় থাকিত না, আনন্দ এমত অন্য কয়েক হুণ্ডী পূর্ব্বেও সাকরাইয়া দিয়াছে, এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক, যেহেতু আনন্দ ঐ টাকাগৃহীতার নাম কৃত্রিম বলিয়া জানিত, এই অনুভব হয়।

(চ) আনন্দ বলরামের মানহানি করিবার কল্পনায় তাহার অপবাদ প্রকাশ করিল বলিয়া আনন্দের নামে অপবাদ করণা-পরাধের অভিযোগ হয়।

আনন্দ তৎপূর্ব্বে বলরামের বিষয়ে নানা কথা প্রকাশ করিয়া-ছিল ও তাহাতে বলরামের প্রতি তাহার দ্বেষ প্রকাশ হয়, এই

বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক। যেহেতু উক্ত বিশেষ অপবাদ প্রকাশ করিয়া বলরামের মানহানি করিতে আনন্দের কল্পনার প্রমাণ হয়।

পূর্ব্বে আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ ছিল না, কিন্তু যে বিষয়ের নালিশ হয়, আনন্দ কেবল অন্যের নিকট শুনিয়া তাহা লিখিলেন। এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক, যেহেতু আনন্দ বলরামের মানহানি করিতে কল্পনা করেন নাই, এই বৃত্তান্তে ইহা দৃষ্ট হয়।

(ছ) চন্দ্র ঋণ শোধ করিতে সক্ষম, আনন্দ প্রতারণা ক্রমে বলরামকে এই কথা কহাতে আনন্দের নামে নালিশ হয়। ঐ কথা দ্বারা চন্দ্রের প্রতি বলরামের বিশ্বাসের প্রবৃত্তি হইল, কিন্তু চন্দ্র ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হওয়াতে বলরামের হানি হইল।

আনন্দ যে সময়ে চন্দ্রকে ঋণ শোধ করিবার সক্ষম বলিয়া জানাইল সেই সময়ে চন্দ্রের প্রতিবাসিগণ ও অন্য যে লোকেরা তাহার সঙ্গে কারবার করিত তাহারা সকলে তাহাকে ঋণ শোধ করিতে সক্ষম জানিত, এই বৃত্তান্ত দ্বারা আনন্দ সরল ভাবে উক্ত কথা কহিল, প্রকাশ হওয়াতে তাহা প্রাসঙ্গিক।

(জ) চন্দ্র আনন্দের ঘরে কোন কর্ম্ম করিবার চুক্তি করিলে বলরামকে সেই কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিল। বলরাম সেই কর্ম্ম করিয়া তাহার মূল্য পাইবার নিমিত্তে আনন্দের নামে নালিশ করে।

আনন্দ উত্তর করিল, চন্দ্রের সঙ্গে বলরামের চুক্তি হইল। আনন্দ চন্দ্রকে সেই কার্য্যের মূল্য দিল। এই বৃত্তান্ত দ্বারা আনন্দ সরল ভাবে চন্দ্রের প্রতি সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার ভার দিল, ইহার প্রমাণ হওয়াতে চন্দ্র আনন্দের পক্ষে কর্ম্মকারক স্বরূপ না হইয়া আপনার পক্ষে বলরামের সঙ্গে চুক্তি করিতে পারিল। অতএব এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) আনন্দ কোন দ্রব্য কুড়িয়া পাইয়া কুটিলভাবে তাহার অবৈধ ব্যবহার করিল; এই অপরাধে তাহার নামে অভিযোগ

হয়, তাহাতে আনন্দ যে সময়ে ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিল সেই সময়ে ঐ দ্রব্যের প্রকৃত স্বামীর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না, এই কথা সরল ভাবে জানিত কি না, এই প্রশ্ন উত্থিত হইল।

আনন্দ যে স্থানে ছিল সেই স্থানে ঐ দ্রব্য হারাইবার জ্ঞাপন-পত্র প্রকাশ করা গিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা জানা যায় যে, ঐ দ্রব্যের প্রকৃত স্বামীর সন্ধান পাইতে না পারিবার কথায় আনন্দ সরল ভাবে বিশ্বাস করিল না। অতএব এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

চন্দ্র সেই দ্রব্য হারাণ যাইবার কথা শুনিয়া দ্রব্যের উপর মিথ্যা দাওয়া করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রতারণাভাবে ঐ জ্ঞাপন-পত্র প্রকাশ করিয়াছিল, আনন্দ ইহা জানিত কিংবা তাহার এই কথায় বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল। আনন্দ ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার কথা জানিলেও তাহার সরলভাবের অপ্রমাণ হয় না, এই বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা জানা যাওয়াতে ঐ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ট) আনন্দ বলরামকে বধ বরিবার কল্পনায় তাহাকে গুলি করিল। এই অভিযোগ হইলে আনন্দের সেই কল্পনা প্রমাণ করিবার জন্যে সে পূর্ব্বেও বলরামকে গুলি করিয়াছিল, এই কথার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

(ঠ) আনন্দ বলরামের নিকট ভয় দর্শাইবার কয়েকখানি পত্র পাঠাইল বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। ঐ ঐ পত্রের তাৎপর্য্য দর্শাইবার জন্যে আনন্দ পূর্ব্বে বলরামের নামে ভয় দর্শাইবার অন্য অন্য পত্র পাঠাইল, ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(ড) আনন্দ আপন স্ত্রী বামার প্রতি নির্দ্দয়াচার করিবার অপরাধী কি না, এই প্রশ্ন উত্থিত হইল।

কথিত নির্দ্দয়াচরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে পরস্পরের ভাব সূচকত্বে যে কথা কহা গেল তাহার বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঢ) বিষসেবন দ্বারা আনন্দের মৃত্যু হইল কি না, এই প্রশ্ন হয়।

আনন্দ পীড়ার সময়ে আপন পীড়ার যে যে লক্ষণ জানাইল তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ণ) আনন্দ যে সময়ে আপন জীবনের উপর বিমা গ্রহণ করে, সেই সময়ে তাহার শরীরের কি ভাব ছিল, এই প্রশ্ন হয়।

সেই সময়ে কিংবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে আনন্দ আপন শরীরের স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে যে কথা কহিল তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

"জীবনের উপর বিমাগ্রহণ করে" ইয়োরোপ খণ্ডে এবং কলিকাতায় অনেক বণিক সম্প্রদায় আছে, যাহাদিগকে মাসিক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলে মৃত্যুর পরে নির্দ্দিষ্ট উত্তরাধিকারীকে তাহারা মাসিক প্রদত্ত টাকার পরিমাণানুসারে সহস্র, পঞ্চ সহস্র বা দশ সহস্র বা ততোধিক টাকা প্রদান করে। বয়ঃক্রম ও শারীরিক সুস্থতানুসারে মাসিক দানের ন্যূনতা বা আধিক্য হইয়া থাকে। প্রথমে টাকা দেওন সময়ে উপরোক্ত বণিক সম্প্রদায় এক এক খানা প্রতিজ্ঞাপত্র প্রদান করিয়া থাকে। এই রূপের কার্য্যকে জীবনের উপর বিমাগ্রহণ বলে।

(ত) কোন এক গাড়ীর ব্যবহার করা যুক্তিমতে উচিত নয়, বলরাম আনন্দকে সেই গাড়ী ভাড়া দেওয়াতে আনন্দের হানি হইলে আনন্দ বলরামের নামে অমনোযোগের অভিযোগ করে।

পূর্ব্ব কোন কোন সময়ে বলরামকে ঐ গাড়ীর দোষের কথা বলা গিয়াছিল, এই কথা প্রাসঙ্গিক।

বলরাম যে যে গাড়ী ভাড়া দিয়া থাকে তাহাতে নিয়ত অমনোযোগ প্রকাশ করে, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(থ) আনন্দ পূর্ব্বে কল্পনা করিয়া বলরামকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলে বধাপরাধে আনন্দের বিচার হয়।

আনন্দ পূর্ব্বেও বলরামকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকবার বন্দুক ছুড়িয়াছিল, এই কথা দ্বারা বলরামকে গুলি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ হওয়াতে সেই কথা প্রাসঙ্গিক।

আনন্দ আর আর লোককে বধ করিবার অভিপ্রায়ে অহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িত, এই কথা অপ্রাসঙ্গিক।

(দ) কোন অপরাধ হেতুক আনন্দের বিচার হয়। আনন্দ সেই অপরাধ করিবার কল্পনাপ্রকাশক কোন কথা কহিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

সেই প্রকারের অপরাধ করিবার সাধারণ ভাবপ্রকাশক কোন কথা কহিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

১৫ ধারা। কোন কার্য্য অকস্মাৎ, না কল্পনা পূর্ব্বক করা গেল, এই প্রশ্ন হইলে ঐ ক্রিয়া তদনুরূপ কার্য্যশ্রেণীর একাংশ ছিল ও সেই প্রত্যেক ঘটনায় ক্রিয়াকারী ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

কার্য্য অকস্মাৎ, না কল্পনা পূর্ব্বক করা গেল, এই বিষয়ে যে বৃত্তান্ত বর্ত্তে তাহার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের ঘরের উপর বিমা লওয়া গিয়াছে। আনন্দ সেই বিমায় টাকা পাইবার আশয়ে আপনার গৃহ দাহ করে, ইহা বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইল।

আনন্দ ক্রমশঃ অনেক ঘরে বাস করিয়াছে; প্রত্যেক ঘরের উপর বিমা গ্রহণ হইয়াছিল প্রত্যেক ঘরে আগুন লাগিল, এক এক ঘর দগ্ধ হইলে আনন্দ বিমার ব্যবসায়ী কোন আফিস হইতে টাকা পাইয়াছিল, এই সকল বৃত্তান্ত দ্বারা জানা যায় যে, অকস্মাৎ আগুন লাগে নাই। অতএব সেই সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

জীবনের উপর বিমা গ্রহণের মত বাটী বা বাণিজ্য-পোতের উপরেও বিমা গ্রহণ হইয়া থাকে। এক নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে বাটী বা বাণিজ্য-পোতের ক্ষতির প্রতিভু স্বরূপ টাকা কথিত বণিক সম্প্রদায়কে প্রদান করিলে তাহারা এক প্রতিজ্ঞা-পত্র প্রদান করে। গৃহদাহ বা পোত জলমগ্ন হইলে তত্তৎ সমুদায় মুল্য পাওয়া যায়। সমুদায় বাটী পোড়ে না বা সমুদায় পোতও জলমগ্ন হয় না, সুতরাং সময়ে সময়ে অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষতিপূরণ করিয়া উক্ত বণিক সম্প্রদায় বহু পরিমাণে অর্থ লাভ করিয়া থাকে।

(খ) আনন্দ বলরামের খাতকদের নিকট টাকা আদায় করিতে

নিযুক্ত হয়। টাকা পাইলে খাতায় জমা দেওয়া আনন্দের কর্ত্তব্য। কোন্ সময়ে যত টাকা পাইল খাতায় তাহার কম টাকা জমা দিল।
আনন্দ সেই মিথ্যা কথা অকস্মাৎ না কল্পনা করিয়া লেখে, এই প্রশ্ন হইল।

সেই খাতায় আনন্দের লিখিত আর আর কথা মিথ্যা ও প্রত্যেক বার সেই মিথ্যা কথা লেখাতে তাহার লাভ হইল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) আনন্দ বলরামকে প্রতারণা পূর্ব্বক কৃত্রিম টাকা দিল বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়।

ঐ টাকা দেওয়া অকস্মাৎ হইয়াছিল কি না। বলরামকে ঐ টাকা দিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি কিঞ্চিৎ পরে আনন্দ চন্দ্রকে ও দীননাথকে ও ঈশানকে কৃত্রিম টাকা দিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত দ্বারা জানা যায় যে, বলরামকে ঐ মুদ্রা দেওয়া আকস্মিক কার্য্য নয়। সেই বৃত্তান্ত প্রসঙ্গিক।

১৬ ধারা। বিশেষ কোন ক্রিয়া করা গেল কি না, এই প্রশ্ন হইলে কার্য্য করিবার যে বিশেষ ধারা প্রচলিত আছে, উক্ত ক্রিয়া সেই ধারানুসারে করা গেল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

কার্য্যের ধারা যে সময়ে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

উদাহরণ।

(ক) কোন পত্র পাঠান গেল কি না, এই প্রশ্ন হইল। কার্য্যের ধারানুসারে যত পত্র ডাকে যাইবে তাহা কোন বিশেষ স্থানে রাখা গিয়া থাকে, উক্ত পত্রও সেই স্থানে রাখা গিয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) বিশেষ একটি পত্র আনন্দের নিকট পঁহুছিল কিম্বা, এই প্রশ্ন হইলে সেই পত্র নিয়মমতে ডাকঘরে দেওয়া গিয়া-

ছিল এবং ডেড্‌লেটার আফিস হইতে তাহা ফিরিয়া পাঠান যায় নাই, এই এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

"ডেড্‌ লেটার আফিস" কলিকাতায় উক্ত নামের একটি আফিস আছে। কোন পত্রের ঠিকানা না হইলে কি যাহার নামের পত্র সে মরিয়া গেলে ঐ পত্র উক্ত আফিসে প্রেরিত হয়। প্রথমে এক মাস পর্য্যন্ত ডাকঘরে রাখিয়া ঐ আফিসে পাঠাইতে হয়। আফিস হইতে ৩ তিন সপ্তাহ কালের সময় নির্দ্ধারিত হইয়া এস্তাহারজারী হয়, সময় মধ্যে কেহ উপস্থিত না হইলে পত্র খুলিয়া প্রেরকের নিকট পুনঃপ্রেরিত হয়। "ডেড্‌" শব্দে মৃত, লেটার শব্দে পত্র, আফিস শব্দে কার্য্যালয় বুঝায়।

স্বীকার বাক্যের কথা।

স্বীকার বাক্যের অর্থের কথা।

১৭ ধারা। বাচনিক কি লিখিত যে কথা দ্বারা ইশু-ঘটিত কি প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্ত বিষয়ে অনুভূতির সূচনা হয় তাহা নিম্নলিখিত কোন অবস্থায় নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কহা গেলে বা লেখা গেলে তাহাই স্বীকার বাক্য।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক পক্ষের বা তাহার মোক্তারের কথা স্বীকার বাক্য হওয়ার কথা।

১৮ ধারা। আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের এক পক্ষ কিংবা আদালত ভাবগতিক বিবেচনায় তাহার যে মোক্তারকে স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ ঐ পক্ষ হইতেই স্বীকার বাক্য কহিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করেন সেই মোক্তার যে উক্তি করে তাহা স্বীকার বাক্য।

অর্থী স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ যে উক্তি করে তাহা স্বীকার বাক্য হওয়ার কথা।

মোকদ্দমার একতর পক্ষ স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে নালিশ করিলে বা তাহার নামে নালিশ হইলে সেই স্থলাভিষিক্ত পদে থাকিতে যে উক্তি করে তাহা স্বীকার বাক্য, নতুবা স্বীকার বাক্য নয়।

(১) যে বিষয় লইয়া কার্য্যানুষ্ঠান হয় সেই বিষয়ে যে ব্যক্তিদের অধিকারিত্ব কি ধন-ঘটিত কোন স্বার্থ থাকে তাহারা সেই স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি স্বরূপ কিংবা

বিবাদীয় বিষয়ে যাহাদের স্বার্থ থাকে তাহাদের স্বীকার বাক্যের কথা।

(২) যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় সেই বিষয়ে মোকদ্দমার উভয়পক্ষের স্বার্থ যে ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপন্ন হইল সেই ব্যক্তিরা।

যে ব্যক্তির স্থানে স্বার্থ পাওয়া গেল তাহার উক্তির কথা।

তাহাদের সেই স্বার্থ থাকিতে যে কথা কহে তাহাই স্বীকার বাক্য।

কি প্রকারের মোক্তার বা প্রতিনিধি আদালতে গ্রাহ্য হইবে তাহা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারায় বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের আইনানুসারে ব্যক্তিবিশেষের অর্থাৎ মোকদ্দমায় লিপ্ত পক্ষ বিপক্ষের আচরণ এবং কার্য্যপ্রণালী স্বীকার বাক্যের ন্যায় গৃহীত হয়। এই আইনের ১৭ ও ১৮ ধারায় স্বীকার বাক্যের যে লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে তাহার ভাবে আচরণ বা কার্য্যপ্রণালী স্বীকার বাক্যের অন্তর্গত করা হয় নাই। গুডিব-কৃত নিদর্শনতত্ত্বের ৪৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই আইনের ১১ ধারার বিধানানুসারে মোকদ্দমার সংসৃষ্ট ব্যক্তিবিশেষের আচরণ, কার্য্যপ্রণালী এবং চরিত্র সম্বন্ধে নিদর্শন গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্বরূপতা বিবেচনা করিলে আচরণ ইত্যাদি স্বীকার বাক্য রূপে গৃহীত না হইয়া তত্তৎ বিষয়ের নিদর্শন গ্রহণের প্রথাই যুক্তি ও ন্যায়-সঙ্গত। আচরণ ও কার্য্যপ্রণালী ফৌজদারী মোকদ্দমায় অপরাধের সম্ভাব্যতা ব্যতিরেকে নিশ্চয়তা প্রদর্শন করিতে পারে না। আদালতের মোকদ্দমাতেও বৃত্তান্ত অবধারণ সম্বন্ধে চরিত্র ও আচরণাদি অতিরিক্ত ফল প্রদান করিতে পারে না। এই সম্বন্ধে বাধাবিষয়ক ৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৯ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষের বিপক্ষে যে ব্যক্তিদের অবস্থার কি দায়ের প্রমাণ করা আবশ্যক সেই ব্যক্তিদের দ্বারা কিংবা তাহাদের নামে উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় যদি সেই অবস্থা কিংবা সেই দায় সম্পর্ক ঐ স্বীকার বাক্য তাহাদের বিপক্ষে প্রাসঙ্গিক হইত এবং যদি ঐ ব্যক্তিরা সেই অবস্থায় কিংবা সেই দায়ের অধীন থাকিতে সেই উক্তি করিয়া থাকে, তবে তাহাদের সেই কথা স্বীকার বাক্য।

মোকদ্দমার কোন পক্ষের বিপক্ষে যে ব্যক্তিদের অবস্থার প্রমাণ করিতে হইবে তাহাদের স্বীকার বাক্যের কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নিমিত্ত খাজানা আদায় করিবার কার্য্য গ্রহণ করে।

চন্দ্রের স্থানে বলরামের যে খাজানা পাওনা আছে আনন্দ তাহা আদায় না করাতে বলরাম তাহার নামে নালিশ করে।

আনন্দ কহে যে, চন্দ্রের স্থানে বলরামের খাজানা পাওনা নাই।

চন্দ্র কহে যে, বলরামের নিকট আমার খাজানা দেনা আছে, ইহা স্বীকার বাক্য। এবং চন্দ্রের স্থানে বলরামের খাজানা পাওনা নয়, আনন্দ যদি এই কথা কহে, তবে আনন্দের বিপক্ষে ঐ স্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক।

২০ ধারা। মোকদ্দমার এক পক্ষ বিবাদীয় কোন বিষয়ের সন্ধান লইবার জন্যে অন্য যে ব্যক্তির নাম স্পষ্ট উল্লেখ করে সেই ব্যক্তির উক্তি স্বীকার বাক্য।

মোকদ্দমার এক পক্ষ যে ব্যক্তির নাম স্পষ্ট উল্লেখ করে তাহার স্বীকার বাক্যের কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নিকট এক ঘোড়া বিক্রয় করিল। সেই ঘোড়া সুস্থাঙ্গ কি না, এই প্রশ্ন হইল। আনন্দ বলরামকে কহে যে, তুমি গিয়া চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কর, চন্দ্র সকল বৃত্তান্ত জানে। এই স্থলে চন্দ্রের কথা স্বীকার বাক্য।

প্রাপ্তবয়স্ক সজ্ঞান ব্যক্তি তাহার আপনার কার্য্যে বাধ্য। প্রথম ভাগের ৫ অধ্যায় (বাধা) শীর্ষক পংক্তিনিচয় পাঠ কর।

সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে স্বীকার বাক্যের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

২১ ধারা। স্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক ও সেই বাক্যবাদীর কিংবা স্বার্থ পক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ বাক্যের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই কথা কহে, সে কিংবা স্বার্থ পক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্ত নিম্নলিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিবে না।

(১) যে ব্যক্তি স্বীকার বাক্য কহে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ঐ বাক্যের ভাবপ্রযুক্ত যদি ৩২ ধারামতে সেই বাক্য তৃতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক হয়, তবে সেই ব্যক্তির দ্বারা কিংবা তাহার পক্ষে ঐ বাক্যের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তির মনের কি শরীরের যে ভাব প্রাসঙ্গিক কি ইশুঘটিত হয়, সেই ভাব থাকিতে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে মানসিক কি শারীরিক সেই ভাব বিষয়ে যে স্বীকার বাক্য কহা যায়, ও যে আচরণ দ্বারা ঐ কথা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব হয়, তৎকালে এমত আচরণও হইলে ঐ

বাক্যবাদী ব্যক্তি ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিবে কিংবা তাহার পক্ষে ঐ কথার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(৩) স্বীকার বাক্য বলিয়া প্রাসঙ্গিক না হইয়া স্বীকার বাক্য প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলে ঐ বাক্যবাদী তাহার প্রমাণ করিতে পারিবে, কিংবা তৎপক্ষে তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) অমুক দলীল খানি জাল করা কি না, এই বিষয় লইয়া আনন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ হয়। আনন্দ দলীল খানি প্রকৃত বলে, বলরাম কৃত্রিম বলে। বলরাম ঐ দলীল যে প্রকৃত বলিয়াছে, আনন্দ উহার প্রমাণ করিতে পারিবে, ও আনন্দ ঐ দলীল যে কৃত্রিম বলিয়াছে বলরাম ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে। কিন্তু আনন্দ যে আপনি ঐ দলীল প্রকৃত বলিয়াছে, আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে না এবং বলরাম যে আপনি ঐ দলীল কৃত্রিম করিয়াছে, বলরাম ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে না।

(খ) কোন জাহাজ ত্যাগ করিয়া যাওন প্রযুক্ত ঐ জাহাজের আনন্দ নামক কাপ্তানের বিচার হয়।

ঐ জাহাজের যে পথে যাওয়া উচিত সেই পথ ভিন্ন অন্য পথে চালান হইয়াছিল ইহার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

আনন্দ প্রতিদিন হিসাব করিয়া জাহাজের পথ নিরূপণ করিয়া রীতিমতে যে বহীতে লিখিত সেই বহী দেখাইল। তাহাতে দেখা গেল যে, জাহাজে যাইবার উপযুক্ত পথ হইতে অন্য পথে লইয়া যাওয়া গেল না। আনন্দের যদি মৃত্যু হইত, তবে ৩২ ধারার ২ প্রকরণ মতে তৃতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে উক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য। অতএব আনন্দ ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিবে।

(গ) কলিকাতায় অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হয়।

আনন্দ সেই তারিখে লাহোরে থাকিয়া এক পত্র লিখিল ও লাহোরের ডাকঘরের সেই তারিখের ছাপ ঐ পত্রে আছে আনন্দ সেই পত্র দেখায়।

আনন্দের মৃত্যু হইলে ৩২ ধারার ২ প্রকরণ মতে পত্রের সেই তারিখসূচক উক্তি গ্রাহ্য হইত, অতএব তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য।

(ঘ) আনন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল।

সে ঐ দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যের ন্যূন মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে স্বীকার করিল না, এই কথার প্রমাণ করিতে চাহে।

এই কথা স্বীকার বাক্য হইলেও আনন্দ তাহার প্রমাণ করিতে পারে, কারণ ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের দ্বারা তাহার যে কার্য্যের প্রবৃত্তি হইল উক্ত কথা দ্বারা সেই কার্য্যের ব্যাখ্যা হয়।

(ঙ) আনন্দ কৃত্রিম মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া প্রতারণাক্রমে নিকট রাখে, তাহার নামে এই অভিযোগ হয়।

আনন্দ সেই মুদ্রা কৃত্রিম সন্দেহ করিয়া কোন প্রবীণ ব্যক্তিকে তাহার পরীক্ষা করিতে কহিলে সে পরীক্ষা করিয়া তাহা অকৃত্রিম জানাইয়াছিল, আনন্দ এই কথার প্রমাণ করিতে চাহে।

ইহার পূর্ব্ব উদাহরণের উল্লিখিত কারণে আনন্দ ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে পারিবে।

দলীলের মর্ম্ম বিষয়ে বাচনিক স্বীকার বাক্য যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

২২ ধারা। কোন পক্ষ দলীলের মর্ম্মের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব করিলে নিম্নলিখিত বিধি মতে তাহার ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ প্রমাণ দিবার স্বত্ব আছে ইহা না দর্শাইলে,

কিংবা ঐ দলীল যে প্রকৃত এই বিষয়ের বিবাদ না হইলে ঐ দলীলের মর্ম্মের বাচনিক স্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক নয়।

প্রথম ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম বিষয়ের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

" নিম্নলিখিত বিধিমতে এই আইনের ৬৫ ধারায় দলীলের গৌণ প্রমাণ গ্রহণ সম্বন্ধে বিধান বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

দেওয়ানী মোকদ্দমায় স্বীকার বাক্য যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

২৩ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমায়, স্বীকার বাক্যের প্রমাণ দেওয়া যাইবে না, এই মর্ম্মের স্পষ্ট নিয়মে, কিংবা তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইবে না, আদালত যাহাতে উভয় পক্ষের এমত ঐকবাক্য হওয়ার অনুভূতি পান এমত ভাবগতিকে ঐ স্বীকার বাক্য কহা গেলে তাহা প্রাসঙ্গিক নয়।

ব্যাখ্যা।—১২৬ ধারা মতে ব্যারিষ্টরের কি প্লীডরের কি মোক্তারের কি উকীলের যে যে বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেই হইবে, এই ধারার কোন কথা দ্বারা তাঁহারা সেই কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

প্রবৃত্তি দেওনের কি ভয় দর্শাওনের কিংবা প্রতিজ্ঞা করণের বলে অপরাধ স্বীকার অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

২৫ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমা-ঘটিত ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু তাহার নামে যে অভিযোগ হয়, আদালতের বিবেচনায় কোন ব্যক্তি তাহাকে তৎসম্পর্কে প্রবৃত্তি দেওয়াতে কিংবা ভয় দেখাইবাতে কিংবা কোন অঙ্গীকার করাতে সে ঐ অপরাধ স্বীকার করে এবং যদি অপরাধ স্বীকার করি, তবে উপস্থিত মোকদ্দমার সম্পর্কে আমার কোন লাভ হইতে পারিবে কিংবা আমি কিয়ৎকালীন বিপত্তি হইতে এড়াইতে

পারিব, প্রবৃত্তিদায়ী ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন লোক হওয়া প্রযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির মনে এমত অনুমান করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে, আদালতের এইরূপ বিবেচনা থাকিলে ঐ ব্যক্তির সেই অপরাধ স্বীকার অপ্রাসঙ্গিক হয়।

ফৌজদারীর কার্য্যবিধান আইন অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৩৪২ ধারার বিধানানুসারে (পুরাতন আইন অর্থাৎ ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের ২০২ ধারা) মাজিষ্ট্রেট সাহেব মোকদ্দমা চলিবার যে কোন সময়ে হউক, সময়ে সময়ে আবশ্যক মত অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা ও তাহাকে আবশ্যকীয় প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ৩৪৩ ধারার বিধানানুসারে ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের ২০২ ধারার শেষ ভাগ) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে অসম্মত বা অস্বীকৃত হইলে বা মিথ্যা উত্তর দিলে তজ্জন্য সে দণ্ডনীয় হইবে না। ৩৪৪ ধারার বিধান মতে (পূর্ব্ব আইনের ২০৩ ধারা) অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কথা জানে, কোন অঙ্গীকার বা ভয় প্রদর্শন বা অন্য কোন প্রকারে তাহার সেই কথা প্রকাশ করাইবার বা গোপন রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবে না।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রামধন সিংহ ও পালটু সিংহ দিগর (১ সদরলণ্ড উঃ রিঃ ফৌজদারী নজীর) এই মোকদ্দমায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট মেঃ রেট সাহেব যিনি মোকদ্দমা চালাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি আসামীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অপরাধ স্বীকার করিলে সে মুক্তি পাইবে। হাইকোর্ট আসামীর স্বীকার উক্তি পরিত্যাগ করত মোকদ্দমার বিচার করেন এবং রেট সাহেব অন্যায় ও অবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

ইংলণ্ডের আইনানুসারে আসামীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বে তাহাকে সতর্ক করিতে হয়। "তুমি এখন যে কথা বলিবে তাহা তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে" এইরূপ সতর্ক করার বিধান আছে। মপস্বলের একজন মাজিষ্ট্রেট একটি সাহেবের বিরুদ্ধের ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্রথম স্থানীয় তদন্তের কার্য্য করিয়া হাইকোর্টে বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। আসামীকে পরীক্ষা করার পূর্ব্বে উল্লিখিত নিয়মানুসারে সতর্ক করা হইয়াছিল

না বলিয়া জষ্টিস ফিয়ার সাহেব আসামীর উত্তর প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য করেন নাই। ১৮৬৪ সালের আপ্রেল মাসের সেশনের নিষ্পত্তি দৃষ্টি কর।

মহারাণী বঃ নবদ্বীপ গোস্বামী। ১ বেঙ্গল লা রিপোর্টের ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হাইকোর্টের ১৮৬৩ সালের ৬২৭ নং সরকুলরের মর্ম্ম এই যে, অভিযোগ উত্থাপন হওয়ার পূর্ব্বেও অপরাধী যদি রীতিমত ও ইচ্ছাক্রমে অপরাধ স্বীকার করে, তবে উহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবার বাধা নাই। এই সম্বন্ধে মহারাণী বঃ রামচন্দ্র, হইকোর্টের নিষ্পত্তি দ্রষ্টব্য। ৪ বালাম, সদরলণ্ড উঃ রিঃ ১০ পৃষ্ঠা।

কোন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা চালানের ভার প্রদত্ত হইলে তিনি মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতায় অপরাধীর দোষ স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না। মহারাণী বঃ বৈদ্যনাথ সিংহ মোহর খাঁ এবং মিঞা মফেতালি। সদরলণ্ড, উঃ রিঃ ২ বালাম ২৯ পৃষ্ঠা।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩২৪ ধারার বিধান মতে অপরাধী উপযুক্ত আদালতের সমক্ষে তাহার অপরাধ স্বীকার করিলে এক মাত্র ঐ স্বীকার উক্তিই তাহার দোষ সাব্যস্ত পক্ষে প্রচুর হইবে। ২৩৭ ধারার মর্ম্মমতে সেশন আদালত বিচারারম্ভের পূর্ব্বে আসামী দোষ স্বীকার করিলে উক্ত বাক্য লিপি করত একমাত্র ঐ স্বীকারের দণ্ড বিধান করিবেন।

২৪৮ ধারার বিধান মতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে আসামী দোষ স্বীকার করিলে সেশন আদালতে উহা প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য। মহারাণী বঃ ভগবান দোসাদ এবং মদন দোসাদ। সদরলণ্ড উঃ রিঃ ৪ বালাম ১৮ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত মতের স্বীকার উক্তি ঠিক আইনের বিধান মতে লিপিবদ্ধ না হইলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে না।

মসম্মত নিরুণীর মোকদ্দমা দ্রষ্টব্য। ৭ বালাম উঃ রিঃ ৫৯ পৃষ্ঠা।

কার্য্যবিধানের ১২২ ধারানুসারে যে স্বীকার উক্তি গৃহীত হয় তাহার নিম্ন ভাগে "আসামী ইচ্ছানুসারে এই স্বীকার উক্তি করা আমি বিশ্বাস করি" এইরূপ লিখিত হওয়া আবশ্যক, অন্যথা তাঁহা প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে না।

স্বীকার উক্তি অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রমাণ রূপে ব্যবহার করিতে হইলে তাহার সমগ্র ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। কতক অংশ পরিত্যাগ করত কতক গ্রহণ

করা যাইতে পারে না। মহারাণী বঃ চকুখা দিগর। ৫ বাঃ সদরলণ্ড উঃ রিঃ ৭০ পৃঃ। গিরিধারী মাঝী, ৭ বালাম উঃ রিঃ ৩৯ পৃঃ। সেখ বুধ, ৮ বাঃ উঃ রিঃ ৩৮ পৃঃ। কৃষ্ণ মণ্ডল ৭ বাঃ উঃ রিঃ ৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দোষ স্বীকার করিয়া সেশন আদালতে অস্বীকার করিলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে।

শ্রীমতী মঙ্গলা, ৬ বাঃ উঃ রিঃ ৮১ পৃঃ। ঝড়ী, ৭ বাঃ উঃ রিঃ ৪১ পৃঃ। মহারাণী বঃ মসম্মত জেমা, ৮ বাঃ উঃ রিঃ ৪০ পৃষ্ঠা। স্বীকার উক্তির পোষক নিদর্শনের অপ্রয়োজন। রঞ্জিত সাঁওতাল, ৬ বাঃ উঃ রিঃ ৭৩ পৃঃ।

প্রকৃত পক্ষে ও সম্পূর্ণ ইচ্ছা ক্রমে আসামী দোষ স্বীকার করিলে তাহার দোষ সাব্যস্ত পক্ষে তাহাই প্রচুর প্রমাণ। মহারাণী বঃ ঝড়ী দিগর, ৬ বাঃ সদরলণ্ড উঃ রিঃ ৪১ পৃঃ।

পোলিসের কর্ম্মকারকের নিকট অপরাধ স্বীকার হইলে সাক্ষ্যস্বরূপ তাহার ব্যবহার না হইবার কথা।

২৫ ধারা। পোলিসের কর্ম্মকারকদের নিকট অপরাধ স্বীকার করা গেলে ঐ স্বীকার বাক্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

পুরাতন ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৮ ধারায় ঠিক এই উপরের ধারার কথা গুলিন লিপিবদ্ধ ছিল। নূতন কার্য্যবিধানে এই ধারার লোপ হইয়াছে। ১২১ ধারার বিধান মত পোলিস-কর্ম্মচারিগণের কোন অপরাধীর দোষস্বীকার লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা নাই, তাহারা কেবল নিজের সুবিধার জন্য লিখিতে পারে। সুতরাং এতদ্দ্বারাই বিধান হইয়াছে যে, তাহাদিগের লিখিত স্বীকারোক্তি প্রমাণ রূপে গণ্য হইবে না। পূর্ব্বে এই বিধান না থাকায় পুলিস-কর্ম্মচারী চোর, ডাকাইত বা হত্যাকারীকে প্রাপ্ত মাত্র তাহাকে অত্যন্ত নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিত, অনেক সময়ে প্রহারের আধিক্যে অনেক ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পোলিসের নিকট অপরাধ স্বীকার যে প্রমাণ স্বরূপে গৃহীতব্য নহে তদ্বিষয়ে, মহারাণী বঃ বসম অনন্ত, ৩ বাঃ সদরলণ্ড, উঃ রিঃ ২১ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

২৬ ধারা। কোন ব্যক্তি পোলিসের রক্ষণে থাকিতে অপরাধ স্বীকার করিলে যদি নিজ মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎই স্বীকার না করে, তবে তাহার বিপক্ষে সেই কথার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

পোলিসের রক্ষণে থাকিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করিলে সাক্ষ্য স্বরূপ তাহার ব্যবহার না হইবার কথা।

এই ধারাটি পুরাতন ফৌজদারীর কার্য্য-বিধান আইনের ১৫৯ ধারার অনুরূপ। বর্ত্তমান কার্য্যবিধান অর্থাৎ ১৮৭২ সাং ১০ আইনে এই ধারার স্পষ্ট বিধানের পরিবর্ত্তে ১২২ ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তদনুসারে মাজিষ্ট্রেট সকল সময়েই অপরাধীর স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন। কিন্তু লিপিবদ্ধ করার পূর্ব্বে তিনি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবেন যে, আসামী প্রকৃত প্রস্তাবে ও স্বেচ্ছায় স্বীকার করিতেছে। ঐ বিবরণ তিনি বিশ্বাস করেন, স্বীকারোক্তির নিম্ন ভাগে এই রূপ লিখিয়া তাঁহার স্বাক্ষর করিতে হইবে। কি প্রণালীতে ঐ রূপ স্বীকারোক্তি লিখিত হইলে প্রমাণরূপে গ্রহণীয় হইবে, তাহার বিধান উক্ত আইনের ৩৪৫ ও ৩৪৬ ধারায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

২৭ ধারা। পরন্তু কোন অপরাধী অভিযুক্ত ব্যক্তি পোলিসের কর্ম্মকারকের রক্ষণে থাকিতে তাহার স্থানে সন্ধান পাওয়া প্রযুক্ত কোন বৃত্তান্ত জানা গেল বলিয়া সেই বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া গেলে সেই সন্ধান অপরাধ স্বীকার করার তুল্য হইলে বা না হইলেও তদ্দ্বারা প্রকাশিত বৃত্তান্তের সহিত ঐ সন্ধানের যত দূর স্পষ্ট সম্বন্ধ থাকে তত দূর সেই সন্ধানের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন কথার কি অপরাধ স্বীকার করণ দ্বারা বৃত্তান্ত প্রকাশ হইলে যত দূর সেই বৃত্তান্ত প্রকাশ হয় তত দূর সেই উক্তি প্রমাণ হইতে পারিবার কথা।

ফৌজদারীর পুরাতন কার্য্যবিধান আইনের ১৫০ ধারায় ঠিক এই ধারার অনুরূপ বিধান ছিল। নূতন কার্য্যবিধানে এই ধারা পরিত্যক্ত

হইয়াছে। প্রমাণবিষয়ক আইনেই ইহার মর্ম্ম প্রকটিত হওয়া উচিত। মহারাণী বঃ ধরম দত্ত ওঝা দিগর, এই মোকদ্দমায় প্রধানতম বিচারালয় বিধান করিয়াছেন যে, পোলিস-কার্য্যকারক যদি অন্যায় ও বে-আইন মতে আসামীকে প্রলোভন দর্শাইয়া আসামীর দ্বারা কোন সন্ধান বা ঘটনা কি বিষয় প্রকাশ করিয়া লয়, তবে তাহার কোন অংশই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। সদরলণ্ড, ৮ বাঃ উঃ রিঃ ১৩ পৃষ্ঠা। ৯ বাঃ সদরলণ্ড উইক্লি রিপোর্টরের ১৬ পৃষ্ঠায় বিশু মাজীর মোকদ্দমায় অবধারিত হইয়াছে যে, ঐ প্রণালীর স্বীকারোক্তি আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গণনা করার পূর্ব্বে তদন্তকারী পোলিস-কার্য্যকারকের জবানবন্দী গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রবৃত্তি দেওন কিংবা ভয় দর্শাওন কিংবা অঙ্গীকার দ্বারা মনের যে সংস্কার হয়, তাহা নিরাকরণ হওনানন্তর স্বীকার বাক্যের কথা।

২৮ ধারা। উক্ত প্রকারের প্রবৃত্তি দেওন কি ভয় দর্শাওন কিংবা অঙ্গীকার করণ দ্বারা মনের যে সংস্কার জন্মে তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ হইলে পর ২৪ ধারার উল্লিখিত স্বীকার বাক্য কহা গেল, আদালতের এমত বিবেচনা থাকিলে সেই বাক্য প্রাসঙ্গিক।

দোষী ব্যক্তি অন্য কারণের বশীভূত হইয়া যে দোষ স্বীকার করে তাহা অবশ্যই তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে না, কিন্তু যে কারণাধীনে দোষ স্বীকার করিয়াছিল তাহা দূরীকৃত হইলে যে স্বীকারোক্তি করিবে তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবার বাধা নাই। অনেক সময়ে দুষ্টপ্রকৃতি কোন কোন পোলিস-কর্ম্মচারী অপরাধিগণকে এই রূপ লোভ ও প্রবৃত্তি দান করিয়া থাকে যে, তুমি, মাজিষ্ট্রেটের নিকট আমি দোষ করিয়াছি, অপরাধ করিয়াছি, মাপ চাই” এই রূপ বলিলেই তোমাকে দয়া করিয়া মুক্তি দিবেন। এরূপ সন্দেহের অণুমাত্র কারণ থাকিলেও আদালতের কর্ত্তব্য যে, স্পষ্ট করিয়া অপরাধীকে বলিয়া দেন যে, সে যাহা বলিবে তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইবে। নূতন

ফৌজদারীর কার্য্যবিধানের ১২২ ধারার নিম্নভাগে স্বীকারোক্তি লিপিকারক মাজিষ্ট্রেটকে যেরূপ কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করার বিধান হইয়াছে তাহাতে উল্লিখিতরূপ অনুসন্ধান কাজে কাজেই করিতে হইবে।

মাজিষ্ট্রেট-সমক্ষে রীতিমত দোষ স্বীকার করিয়া সেশন আদালতে অস্বীকার করিলেও ঐ স্বীকারোক্তি দোষীর বিরুদ্ধে প্রমাণরূপ গণ্য হইবে। নূতন কার্য্যবিধান আইনের ২৪৮ ধারা এবং মহারাণী বঃ মসম্মত জেমা, ৮ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২৯ ধারা। অপরাধ স্বীকার করণান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলে যদি কাহাকেও না কহিবার প্রতিজ্ঞা ক্রমে স্বীকার করা যায় কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তির সেই অপরাধ স্বীকার করাইবার কল্পনা হওয়াতে তাহার পক্ষে প্রতারণার কার্য্য কিংবা সে মাতাল হইয়া স্বীকার করে কিংবা যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক ছিল না, এমত প্রশ্নে যে কোন প্রকারের বাক্য প্রয়োগ করা যাউক, ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওন কালে কিংবা সে অপরাধ স্বীকার করিতে আবদ্ধ নয় ও ঐ কথার সাক্ষ্য তাহার বিপক্ষে দেওয়া যাইতে পারিবে, কেহ তাহাকে এই মতে সতর্ক না করাতে যদি সে অপরাধ স্বীকার করিয়া থাকে, তবে কেবল এই এই কারণে সেই বাক্য অপ্রাসঙ্গিক হয় না।

অপরাধ স্বীকার প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলেও গোপনে রাখিবার প্রতিজ্ঞা হেতুক অপ্রাসঙ্গিক না হওয়ার কথা।

৩০ ধারা। একি অপরাধের নিমিত্তে কয়েক ব্যক্তির একত্র বিচার হওন কালে যদি তাহাদের অন্যতর ব্যক্তি আপনার এবং উক্ত অন্য কোন ব্যক্তির উপকার কি অপকারজনক কোন কথা স্বীকার করে, তবে তাহার প্রমাণ হইলে আদালত নিজ স্বীকারকারী

একি অপরাধের নিমিত্ত অনেক ব্যক্তির বিচার হইলে একজন যাহা স্বীকার করে তাহাতে অন্যদের লাভ কি ক্ষতি হইলে তদ্বিষয়ের বিবেচনার কথা।

ব্যক্তির বিপক্ষেও সেই অন্য ব্যক্তির বিপক্ষে ঐ স্বীকার বাক্যের ফল বিবেচনা করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) চন্দ্রকে বধ করণাপরাধে আনন্দ ও বলরাম দুইজনের একত্র বিচার হইতেছে। "বলরাম ও আমি চন্দ্রকে বধ করিলাম" আনন্দের এই কথার প্রমাণ করা গেল। বলরামের বিপক্ষে সেই স্বীকার বাক্যের যে ফল হইতে পারে, আদালত ইহাও বিবেচনা করিতে পারিবেন।

(খ) চন্দ্রকে বধ করিল বলিয়া আনন্দের বিচার হয়, আনন্দ ও বলরাম উভয়েই চন্দ্রকে বধ করিয়াছিল এবং বলরাম কহিল যে, আনন্দ ও আমি চন্দ্রকে বধ করিয়াছিলাম, এই এই কথার প্রমাণ করিবার সাক্ষ্য আছে।

এই স্থলে আনন্দ ও বলরাম উভয়ের একত্র বিচার না হওয়াতে আনন্দের বিপক্ষে সেই কথার যে ফল হয়, আদালত তাহা বিবেচনা করিতে পারিবেন না।

এই বিধান সম্পূর্ণ নূতন। প্রমাণবিষয়ক আইনে পূর্ব্বে এবিধান ছিল না এবং প্রধানতম বিচারালয়ের ভূরি ভূরি নজীর আছে যদ্দ্বারা এই ধারার বিধির বিপরীত ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিধান নিদর্শনতন্ত্রের মূল সূত্রের বিপরীত। কার্য্য-বিধানের মর্ম্মমত অপরাধীর পরীক্ষায় ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা ও কূট প্রশ্ন প্রয়োগের নিয়ম নাই; অপরাধী ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা না করিয়া এবং কূটপ্রশ্নের দ্বারা পরীক্ষিত না হইয়া যে কথা বলিবে তাহা তাহার সঙ্গী অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রমাণ রূপে গণনীয় হইবে। এই ধারার যেরূপ বিধান হইয়াছে তাহাতে ফৌজদারী কার্য্যবিধানের ৩৪৭, ৩৪৮ ধারার বিশেষ প্রয়োজন থাকা অনুভব হয় না। উক্ত দুই ধারার বিধানানুসারে মাজিষ্ট্রেট বা সেশন জজ সঙ্গী অপরাধীর মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া সাক্ষী রূপে তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। যদি সাক্ষীরূপে পরীক্ষিত না হইয়া আসামীরূপে যাহা স্বীকার করে তাহাই যদি সঙ্গী অপরাধীর বিরুদ্ধে

প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে, তবে ক্ষমার আর আবশ্যকতা থাকে না। সকল আসামীই যে মোকদ্দমায় দোষ অস্বীকার করে সেই মোকদ্দমায় কোন এক আসামীকে ক্ষমার প্রস্তাব করিয়া সাক্ষীরূপে পরীক্ষা করিতে হইলে উপরোক্ত ৩৪৭ ও ৩৪৮ ধারার ব্যবহার আবশ্যক।

আসামী আপন দোষ স্বীকার করিলে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত পক্ষে অন্য কোন পোষক প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, কেবল মাত্র আসামীর স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে দণ্ড দেওয়া প্রসিদ্ধ। মহারাণী বঃ রঞ্জিত সাঁওতাল। ৬ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৭৩ পৃঃ।

স্বীকার বাক্য সিদ্ধান্ত প্রমাণ না হইলে তদ্দ্বারা বাধা হইবার কথা।

৩১ ধারা। যে বিষয়ের স্বীকার হয়, ঐ স্বীকার বাক্য সেই বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণ নয়। কিন্তু নিম্নলিখিত বিধানমতে বাধকস্বরূপ তাহার ফল দর্শিতে পারিবে।

যে ব্যক্তিদিগকে সাক্ষীস্বরূপ আহ্বান করা যাইতে পারে না তাহাদের উক্তির কথা।

মৃত কিংবা অনুদ্দেশ্য প্রভৃতি ব্যক্তির উক্তি যে সময়ে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩২ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের লিখিত কি বাচনিক উক্তি করিয়া মরিলে কিংবা অনুদ্দেশ্য কিংবা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হইলে অথবা অনেক সময়হরণ ও অর্থব্যয় না করিয়া তাহাকে উপস্থিত করাইতে পারা না গেলে এবং আদালত বিষয় বুঝিয়া তত কাল বিলম্ব ও তত টাকা খরচ করা অযুক্তি জ্ঞান করিলে ঐ ব্যক্তির উক্তি নিম্নলিখিত স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়।

(১) মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ বিষয়ে মৃত্যুর হেতুবিষয়ক উক্তি। প্রশ্ন হইলে, সেই ব্যক্তি আপন মৃত্যুর যে কারণ কহিয়াছিল কিংবা যে ব্যাপারের ফলস্বরূপ তাহার মৃত্যু হয়, সেই ব্যাপারের আকার-প্রকারের বিষয়ে (১) যে কথা কহিল, সেই কথা।

সেই কথা কহিবার সময়ে উক্ত ব্যক্তির বাঁচিবার আশা থাকিলে কি না থাকিলেও এবং আনুষ্ঠানিক যে কার্য্যে তাহার মৃত্যুর কারণ লইয়া তর্ক হয়, সেই কার্য্যের যে ভাব হউক, ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক।

(১) "ব্যাপারের আকার-প্রকারের বিষয়ে" নিম্নলিখিত মত অনুবাদ ভাল হয় "ব্যাপার সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী বিষয়ে।"

পুরাতন কার্য্যবিধান আইনের ৩৭১ ধারায় এই রূপ বিধান ছিল "যে সাক্ষীর মৃত্যু হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য দেওন কালে যদিও সুস্থ হইবার আশা থাকে, তথাপি আসন্ন মৃত্যু অসম্ভব নয়, তাহার তৎকালে এমত জ্ঞান থাকিলে, সেই ব্যক্তির কথা লিপিবদ্ধ হইলে কি না হইলে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে কি অসাক্ষাতে কহা গেলেও তাহা প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।" বর্ত্তমান আইনানুসারে অর্থাৎ এই প্রমাণবিষয়ক আইনের ৩২ ধারার প্রথম প্রকরণানুসারে উক্তিকারকের উক্তি করণ কালে আসন্ন মৃত্যু হইবে, এরূপ সংস্কার না থাকিলেও ঐ উক্তি প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইবে।

সেশনের বিচার্য্য মোকদ্দমায় মুমুর্ষূক্তি সেশনের নথীর সহিত রাখিতে হইবে। মহারাণী বঃ স্বয়ম্বর সিংহ ও স্বরূপ বাগদী, ৯ বাঃ সঃ উঃ রিঃ।

মুমুর্ষূক্তি রীতিমত স্বাক্ষরযুক্ত বা প্রণালীকৃত হইলে তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তির সমক্ষে গৃহীত না হইয়া থাকিলেও প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে। নর্টন সাহেবকৃত নিদর্শনতত্ত্ব ৮৭ পৃঃ।

ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে যে ব্যক্তি মৃত্যু-ঘটিত মোকদ্দমা তাহারই মুমুর্ষূক্তি সেই মোকদ্দমায় প্রমাণ রূপে গণ্য হয়, কিন্তু বর্ত্তমান ৩২ ধারার

মর্ম্ম তাহা নয়। (ক) দৃষ্টান্ত পাঠ কর। মহারাণী বঃ বিশ্বরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৬ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৭৫ পৃঃ। এই মোকদ্দমায় প্রধানতম বিচারালয় নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, বলাৎকারের মোকদ্দমায় মুমূর্ষূক্তি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণীয়।

নিদর্শনতত্ত্বের মূল সূত্রানুসারে আমার মৃত্যু নিকট, এই রূপ দৃঢ় সংস্কারবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তির মুমূর্ষূক্তি প্রমাণ বলিয়া গৃহীতব্য নয়। জিহ্বাগ্রে মিথ্যা কথা লইয়া কোন ব্যক্তিই ঈশ্বর সমীপে গমন করিতে সাহসী হয় না, এই যুক্তিপূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা বা কূটপ্রশ্নাদি প্রক্রিয়াবিহীন উক্তি প্রমাণ রূপে গ্রহণ করার নিয়ম নির্দ্দেশ হয়।

পুরাতন প্রমাণবিষয়ক আইন অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ২ আইনের ২৯ ধারায় মুমূর্ষূক্তি স্থল বিশেষে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবার বিধান ছিল। তাহাতেও উক্তিকর্ত্তার উক্তিকরণ কালে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকা প্রয়োজন ছিল।

মুমূর্ষূক্তি শ্রুত্যুক্তি শ্রেণীভুক্ত হইলেও যে ছয়টি বিষয়ে গ্রাহ্য, এইটি তাহার চতুর্থ বিষয়। প্রথমভাগ "শ্রুত্যুক্তি" চতুর্থ বিষয়, দ্রষ্টব্য।

ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারামত উক্তি।

(২) ঐ ব্যক্তি ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে ঐ উক্তি করিলে বিশেষতঃ ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে কিংবা আপন বৃত্তিঘটিত কর্ম্ম নিষ্পাদন কালে যে খাতাবহী প্রভৃতি রাখিত, সেই বহীর লিখিত কোন দফা কিংবা স্মরণার্থ কথা লইয়া কিংবা টাকা কি মাল কি নিদর্শন-পত্র বা কোন প্রকারের সম্পত্তি পাইবার যে রসিদ লিখিয়া কি স্বাক্ষর করিয়া দেয় তাহা লইয়া, কিংবা বাণিজ্য কার্য্যে যে দলীলের ব্যবহার হয় তাহার লিখিত বা স্বাক্ষরিত সেই দলীল লইয়া কিংবা সে সচরাচর যে পত্রের কি অন্য দলীলের তারিখ লিখিত কিংবা

যে পত্র বা অন্য দলীল লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিত, সেই পত্রাদির তারিখ লইয়া ঐ উক্তি হইলে, সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক হয়।

শ্রুত্যুক্তি যে ছয়টি বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য, এইটি তাহার ষষ্ঠ বিষয়। প্রথম ভাগ, শ্রুত্যুক্তি, ষষ্ঠ বিষয়, দ্রষ্টব্য।

প্রসিদ্ধ নিদর্শনতত্ত্বলেখক টেলর সাহেব বলেন যে, নিম্নলিখিত কারণে সচরাচর লোকসমাজে যে নিয়মে কাজ কর্ম্ম চলিয়া থাকে, ঐ নিয়মাধীনে যে কোন বিষয় লিখিত হয় বা যে সকল উক্তি করা হয় তাহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। কোন রূপ দুষ্টাভিসন্ধি দ্বারা উত্তেজিত না হইয়া লোকে সচরাচর কাজ কর্ম্ম করণ সময়ে যে সকল উক্তি বা যে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করে তাহা মিথ্যা বিবেচনা করার কোন কারণ নাই। সত্য পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা রচনা করা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। অনর্থক এরূপ কষ্ট স্বীকারের কোন রূপ কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত প্রণালীতে যে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ হয় তাহা তাহার অগ্রবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনেক ঘটনার এক অংশ মাত্র, ঐ সমস্ত ঘটনা একে অন্যের সত্যতার পোষকতা করে। মনে কর কোন ব্যক্তি তাহার বিদেশস্থ বন্ধুর জন্য একটি ঘোটক ক্রয় করিয়া ঘোটকস্বামীকে ১০০৲ টাকার মধ্যে ৫০৲ টাকা দিয়াছে। বক্রী ৫০ টাকার দাবীতে তাহার নামে নালিশ হইল। ঘোটক ক্রয়কারী এক জন মহাজন ছিল তাহার খাতা ও জমা-খরচাদি নিয়মিত রূপে লেখা হইত। জমা-খরচে এক তারিখে লেখা আছে "ঘোটকের অর্দ্ধমূল্য দেওয়ার জন্য ৫০৲ টাকার নোট খরিদ" তাহার দুই দিবস পরের তারিখে "ঘোটকের অর্দ্ধ মূল্য দেনা ৫০৲" ও তৎপর তারিখে "ঘোড়ার জিন ও লেগাম খরিদ ২০৲" ও তৎপর দিবসে "ঘোড়া অমুক স্থানে পাঠানের ব্যয় ১০৲ লিখিত আছে। এ স্থলে "ঘোটকের মূল্য মধ্যে অর্দ্ধেক ৫০৲ টাকা" যে দিনে লেখা আছে তাহার অগ্রবর্ত্তী নোট ক্রয়ের বৃত্তান্ত ও পরবর্ত্তী "জিন ও লেগাম ক্রয় ও ঘোড়া স্থানান্তরে পাঠানের ব্যয়াদি ঘটনাগুলি পরস্পর পরস্পারের সত্যতার পোষক হইতেছে। টেলর সাহেব প্রণীত নিদশনতত্ত্বের প্রথম খণ্ডের ৬০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইংলণ্ড দেশস্থ প্রধান প্রধান আদালতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণরূপে

গৃহীত হইয়াছে। এক জন আটর্ণি কোন এক ব্যক্তির উপরে একখানা নোটিস জারী করিয়া তদ্বিবরণ নোটিসের পৃষ্ঠে লিপি করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ লিপি নোটিস রীতিমত জারী হওয়ার প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। এক জন আইন-ব্যবসায়ীর দৈনিক মধ্যে লিখিত ছিল যে, সে সেই দিবসে এক খানা নিযুক্ত পত্রের মোসাবিদা লিখন জন্য তাহার মনিবের নিকট গমন করিয়াছিল। উক্ত দলীলের মোসাবিদা যে হইয়াছিল, উক্ত লিপি তাহার প্রমাণ রূপে গণনীয় হইয়াছে। রীতিমত নিযুক্ত হওয়া টাক্স কলেক্টরের এক জন কর্ম্মচারী অমুকের নিকট টাক্স আদায় হইল বলিয়া তাহার বহীতে লিপি করে, তাহার মৃত্যুর পরে তাহার উপরোক্ত লিপি টাকা আদায়ের প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কোন এক মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর নিকটে বাদী যে এক খানা পত্র পাঠাইয়াছিল তাহার প্রমাণের প্রয়োজন হয়। প্রতিবাদীর নামে উক্ত পত্র উপস্থিত করার জন্য রীতিমত নোটিসজারী হওয়াতেও সে পত্র উপস্থিত করে না। বাদী এক জন মহাজন, তাহার যত পত্র অন্যান্যের নিকট প্রেরিত হইত তাহার প্রতিলিপি নিয়মিতরূপে এক জন কার্য্যকারক একটি বহীতে রাখিত। ঐ কার্য্যকারকের অভাব-হেতু নকলের বহী উপস্থিত হইলে পত্র যে প্রকৃত পক্ষে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা নকল দৃষ্টে প্রমাণীকৃত হইল। টেলর সাহেব বলেন যে, এই সকল বিষয় প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ৫ টি বিষয়ের প্রমাণ করিতে হইবে। (১) যে সময়ের ঘটনা সেই সময়েই উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। (২) সচরাচর যে প্রণালীতে কাজ কর্ম্ম চলিয়া থাকে সেই প্রণালীতে উহা লিখিত হইয়াছিল। (৩) উহা লেখা যাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা দ্বারা উহা সম্যক্ রূপে লিখিত হইয়াছিল। (৪) যে লিখিয়াছে বৃত্তান্তটি সে স্বয়ং জানিত। (৫) মিথ্যা করিয়া লেখাতে যাহার কোন স্বার্থ ছিল না তদ্দারা লিখিত হইয়াছে।

১৮৫৫ সালের ২ আইনের ২৯ ধারায় এই ধারার আংশিক বিধান ছিল।

ঐ বাক্যবাদীর স্বার্থের বিপক্ষ উক্তি।

(৩) যে ব্যক্তি সেই কথা কহে, সেই উক্তি যদি তাহার ধন কিংবা অধিকারিত্ব ঘটিত স্বার্থের বিপক্ষ হয় কিংবা সেই উক্তি সত্য হইলে যদি তাঁহার নামে অপরাধের অভিযোগ কিংবা

হানিপূরণের মোকদ্দমা হইতে পারে কি হইতে পারিত, তবে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

প্রথম ভাগের শ্রুত্যুক্তি অধ্যায়ের শেষ ভাগে যে ছয় স্থলে শ্রুত্যুক্তি প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবার কথা লিখিত আছে, এইটি তাহার পঞ্চম স্থল।

পুরাতন প্রমাণবিষয়ক আইন অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ২ আইনের ২৯ ধারায় আংশিকরূপে উপরোক্ত বিধান ছিল, উক্তিকারকের স্বার্থ-বিরোধী উক্তি প্রমাণরূপে গৃহীত হওয়ার বলবৎ যুক্তি এই যে, অনর্থক স্বার্থহানিকর বিষয়ে কেহ সংস্রব রাখে না। টেলর সাহেবের প্রণীত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড; ২৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে কেবল ধন বা অধিকার-ঘটিত স্বার্থবিরোধী উক্তিও প্রামাণ্য। কিন্তু বর্ত্তমান আইনে অন্য প্রকার স্বার্থবিরোধী উক্তিও প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবার ব্যবস্থা আছে। তমাদীবিষয়ক আইনে খত তমাদী হওয়ার পরে কোন ব্যক্তি যদি আপনার নাম স্বাক্ষরযুক্তে কতক টাকা দেওয়ার বিবরণ লিপি করে, তবে তাহা এই সূত্রের মর্ম্মানুসারে খতের তমাদী দোষ খণ্ডন করিয়া দেয়।

সাধারণের স্বত্ব কি রীতি কি স্বার্থযুক্ত বিষয়ের অভিমতসূচক উক্তি।

(৪) সাধারণ যে স্বত্ব কি রীতি কিংবা সাধারণের স্বার্থ-যুক্ত যে বিষয় থাকিলেই ঐ ব্যক্তির সেই বিষয় অবশ্য জ্ঞাত থাকা সম্ভাবনা, যদি এমত স্বত্বাদি থাকার বিষয়ে তাহার অভিমত লইয়া ঐ উক্তি হইয়া থাকে, এবং সেই স্বত্বের কি রীতির কি বিষয়ের কোন বিবাদ উত্থিত হইবার পূর্ব্বে যদি সেই উক্তি করা যায় তবে ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক।

এই অনুবাদটি প্রাঞ্জল হয় নাই। নিম্নে উহার অর্থ বা অনুবাদ লিখিত হইল।

সাধারণ স্বত্ব কি রীতি কিংবা সাধারণের যে বিষয়ে স্বার্থ আছে তৎসম্বন্ধে কোন রূপ বাদানুবাদ অর্থাৎ মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যদি কোন ব্যক্তি তৎসম্পর্কে কোন মত বা অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি ঐ মত

বা অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে, উল্লিখিত সাধারণ স্বত্বাদি থাকা প্রকৃত হইলে যদি তাহার তত্তৎ বিষয় অবগত থাকার বিশেষ সম্ভাবনা জানা যায়, তবে তাহার প্রকাশিত ঐ মত বা অভিপ্রায় প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগে শ্রুত্যুক্তি অধ্যায়ের শেষাংশে শ্রুত্যুক্তি প্রমাণ যে ছয়টি স্থলে গৃহীত হইবার বিষয়ে লিখিত হইয়াছে এইটি তাহার প্রথম স্থল।

টেলর সাহেব কৃত নিদর্শনতত্ত্বের ১ খণ্ড, ৫৩৪—৩৫—৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৪৯৬ ধারা দেখ।

মোকদ্দমা নং ২৪৩০। ১৮৬৬। মাধবচন্দ্র বিশ্বাস আপেলাণ্ট, তমি বেওয়া দিগর রেস্পণ্ডেণ্ট, ১৮৬৭ সালের ২৮ এ ফেব্রুয়ারি দিবসের হাই-কোর্টের নিষ্পত্তি। উঃ রিঃ ৭ বালাম, ২১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫। কোন ব্যক্তিদের মধ্যে কুটুম্বিতা থাকিলে যে ব্যক্তি ঐ উক্তি করে, যদি সেই কুটুম্বিতা থাকার বিষয়ে তাহার জ্ঞাত হইবার বিশেষ সুযোগ থাকে ও বিবাদীয় বিষয় উত্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐ কুটুম্বিতার বিষয়ে তাহার উক্তি হইয়া থাকে, তবে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

কুটুম্বিতার উক্তি

প্রমাণবিষয়ক পুরাতন আইন অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ২ আইনের ৪৭ ধারায় এই রূপ বিধান ছিল যে, বিজাতিগণের উক্তিও পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণের উক্তির ন্যায় প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে। এস্থলে বিধানটি অধিকতর ব্যাপক করা হইয়াছে। প্রথম ভাগের শ্রুত্যুক্তি অধ্যায়ের শেষ ভাগে যে ৬ স্থলে শ্রুত্যুক্তি প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারার কথা লিখিত হইয়াছে, উপরোক্ত ধারাটি তাহার দ্বিতীয় স্থল। কুটুম্বিতা বা সম্পর্ক বিষয়ে এই প্রমাণ গৃহীত হইবার বিধান না থাকিলে ন্যায়বিচারের বহুল ব্যাঘাত হইত। পরিবার সম্বন্ধীয় গুপ্ত বিষয় অন্যান্য বৃত্তান্তের ন্যায় সাধারণের জানিবার সম্ভাবনা অতি বিরল। টেলর সাহেবের নিদর্শনতত্ত্বের ১ বাঃ ৫৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইংলণ্ডীয় বিধান মত বিজাতিগণের উক্তি অগ্রাহ্য। এই ধারার লিখিত শ্রুত্যুক্তি নানা রূপে আদালতে দর্শিত হইতে পারে, মধ্যে নিম্নলিখিত ৫ প্রকারই প্রসিদ্ধ।

১। মৃত কুটুম্বগণের বাচনিক উক্তি।

২। পরিবারের ব্যবহার অর্থাৎ সম্পত্তির অংশ দান করিয়া এবং অন্য প্রকারে সম্পর্ক স্বীকার করিয়া প্রকারান্তরে সম্বন্ধ স্বীকার।

৩। পিতামাতা বা স্বসম্পর্কীয় অন্য কোন ব্যক্তি জন্মমৃত্যু প্রভৃতি বিষয় পঞ্জিকা বা উপাসনা পুস্তকাদিতে লিখিয়া রাখিলে তাহা।

৪। পরিবারস্থ মৃত ব্যক্তিগণের চিঠী-পত্র।

৫। সমাধি মন্দিরের উপরের লিখন। পরিবারের রক্ষিত প্রতিমূর্ত্তি অঙ্গুরীর উপরের লেখা কুলক্রম মানচিত্র ইত্যাদি।

মৃত ব্যক্তির উইলে কি দলীলে যে উক্তি করা যায় তাহা।

(৬) যে ব্যক্তিরা মৃত বা গত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন কুটুম্বিতা থাকার বিষয় ঐ উক্তি হইলে, এবং উক্ত কোন ব্যক্তি যে পরিবারের লোক ছিল সেই পরিবারের বিষয় ব্যাপার-ঘটিত কোন উইলে কি দলীলে কিংবা পরিবারের বংশাবলীতে কিংবা কবরের উপর কোন পাতর কিংবা ছবি প্রভৃতি যে দ্রব্যে তদ্রূপ উক্তি হইয়া থাকে তাহাতে ঐ উক্তি করা গেলে এবং বিবাদীয় বিষয় উত্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐ উক্তি করা গেলে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

উপরের (৫) প্রকরণের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩ ধারার (ক) প্রকরণের উল্লিখিত ব্যাপারবিষয়ক উক্তির কথা।

(৭) ১৩ ধারার (ক) প্রকরণে যে ব্যাপারের উল্লেখ হইয়াছে তদ্রূপ কোন ব্যাপার সম্বন্ধীয় কোন দলীলে কি উইলে কিংবা অন্য লেখ্য প্রসঙ্গে ঐ উক্তি থাকিলে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

(৮) অনেক ব্যক্তি একি উক্তি করিলে এবং সেই

বিবাদীয় বিষয়ের প্রাসঙ্গিক ভাবপ্রকাশক অনেক ব্যক্তির উক্তি।

উক্তির দ্বারা বিবাদীয় বিষয়ে তাহাদিগের চেতনা কি মনোগত ভাব ব্যক্ত হইলে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক উক্তি।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম আনন্দকে বধ করিল কি না, এই প্রশ্ন হইল। কোন ব্যাপারে আদরমণিকে অনেক প্রকার তাড়না করা গিয়াছিল ও সেই ব্যাপারে তাহাকে বলাৎকার করা গেল, বলরাম তাহাকে বলাৎকার করিল কি না, এই প্রশ্ন হইল। আনন্দ যে গতিকে বলরাম কর্ত্তৃক হত হয় তদ্বিবেচনায় আনন্দের স্ত্রী বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে কি না, এই প্রশ্ন হইল।

উক্ত হত্যাও বলাৎকার ও নালিশ করণোপযুক্ত অন্যায় কার্য্য সম্পর্কে আনন্দ কিংবা আদরমণি আপন মৃত্যুর কারণ বিষয়ে যে কথা কহিল তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(খ) কোন্ তারিখে আনন্দের জন্ম হয়, এই প্রশ্ন হইল। মৃত ডাক্তর আপন কার্য্যের ধারাক্রমে যে রোজনামা রাখিতেন তন্মধ্যে এই কথা লেখা আছে, অমুক তারিখে আনন্দের মাকে দেখিতে গিয়া তাহার একটি পুত্র প্রসব করাইলাম, এই উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(গ) নির্দ্দিষ্ট কোন দিনে আনন্দ কলিকাতায় ছিল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

কোন মৃত উকীল কার্য্যের ধারাক্রমে যে রোজনামা রাখিতেন তন্মধ্যে এই কথা লেখা আছে, অমুক তারিখে নির্দ্দিষ্ট অমুক কার্য্য বিষয়ে আনন্দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিবার জন্য কলিকাতা নগরের অমুক স্থানে তাহার নিকট গেলাম, এই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঘ) বোম্বাই বন্দর হইতে জাহাজ অমুক দিবসে খুলিয়া গেল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

ঐ জাহাজের বোঝাই দ্রব্য লণ্ডন নগরস্থ যে ব্যক্তিদের নামে পাঠান গেল, সওদাগরী কুঠীর এক ব্যক্তি তাহাদের নিকট "উক্ত জাহাজ বোম্বাই বন্দর হইতে অমুক দিবসে যাত্রা করিল" এই মর্ম্মের পত্র লিখিয়া পরে মরিল, এই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(চ) আনন্দকে অমুক জমির খাজানা দেওয়া গিয়াছে কি না, এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের গোমাস্তা তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া কহিল, আমি তোমার ঐ খাজানা পাইয়াছি ও তোমার কথন মতে তাহা রাখিয়াছি, পরে গোমাস্তার মৃত্যু হয়, ঐ পত্র প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ছ) আদরমণির সহিত বলরামের বৈধ বিবাহ হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন হইল।

যে ভাবগতিক থাকিলে তাহাদের বিবাহ করা অপরাধ হয়, কোন আচার্য্য কহেন এমত ভাবগতিকে আমি তাহাদের বিবাহ সাধন করিয়াছি। ঐ আচার্য্যের মৃত্যু হইলেও ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক।

(জ) আনন্দ নামক অনুদ্দেশ্য কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট দিনে পত্র লিখিয়াছিল কি না, এই প্রশ্ন হইল। ঐ ব্যক্তি এক পত্র লিখিয়া তাহাতে সেই দিনেরই তারিখ দিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) জাহাজ ভঙ্গ হইবার কারণ কি, এই প্রশ্ন হইল।

কাপ্তানকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না, কিন্তু তিনি জাহাজের যাত্রার আপত্তি করিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ট) নির্দ্দিষ্ট অমুক পথ সাধারণের গমনীয় পথ কি না, এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দ নামক গ্রামের মৃত মণ্ডল ঐ পথ সাধারণের গমনীয় পথ কহিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঠ) নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট হাটে শস্য কি দরে বিক্রয় হইয়াছিল, এই প্রশ্ন হইল। কোন মৃত বণিক আপন ব্যবসায়ের নিয়মিত

ধারাক্রমে শস্যের অমুক দর লিখিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ড) মৃত আনন্দ বলরামের পিতা কি না, এই প্রশ্ন হইল। বলরাম আমার সন্তান, আনন্দের এই উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঢ) কোন্ দিনে আনন্দের জন্ম হয়, এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের মৃত পিতা কোন বন্ধুর নিকট পত্র লিখিয়া অমুক দিনে আনন্দের জন্ম হয় এই কথা লিখিয়াছিল, ইহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ণ) আদরমণির সহিত বলরামের বিবাহ হইয়াছিল কি না, ও কখন্ বিবাহ হয়, এই প্রশ্ন হইল।

চন্দ্র নামক আদরমণির মৃত পিতা কোন বহীতে অমুক তারিখে আমার কন্যার সহিত বলরামের বিবাহ হয়, এই কথা লিখিয়াছিল, ইহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ত) ব্যঙ্গ ভাবের কোন ছবি কোন ব্যক্তির দোকানের দ্বারে টাঙ্গাইয়া দেওয়া গেলে আনন্দ অপবাদের অভিযোগে বলরামের নামে নালিশ করে ঐ ব্যঙ্গ ভাবের ছবি ও তাহার অপবাদজনক ভাব উভয় মিলে কি না, এই প্রশ্ন হয়। লোকেরা দাঁড়াইয়া ছবি দেখিয়া এই বিষয়ের যে কথা কহিয়াছিল, তাহা প্রাসঙ্গিক।

ভূতপূর্ব্ব মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচার কালে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৩ ধারা। মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচার কালে কিংবা যে ব্যক্তি আইন মতে সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার সম্মুখে কোন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে পর মরিল কিংবা অনুদ্দেশ্য হইল কিংবা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হইল কিংবা বিপক্ষ পক্ষের দ্বারা তাহাকে গোপন রাখা গেল কিংবা তাহাকে উপস্থিত করিতে যত কাল বিলম্ব ও যত অর্থ ব্যয় হয় মোকদ্দমার ভাবগতিক দৃষ্টে আদালতের বিবেচনায় তত কাল বিলম্ব ও তত খরচ করা অযুক্তি, এই স্থলে ঐ সাক্ষ্যে যে বৃত্তান্ত ব্যক্ত হয় তাহার সত্যতার প্রমাণার্থে সেই সাক্ষ্য

পশ্চাৎ কোন মোকদ্দমায় কিংবা সেই মোকদ্দমার বিচার কার্য্যের পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রাসঙ্গিক হয়।

কিন্তু উক্ত স্থলে যাহারা পূর্ব্ব মোকদ্দমায় বাদী প্রতিবাদী ছিল পশ্চাৎ মোকদ্দমায় তাহারাই কিংবা স্বার্থ পক্ষে তাহাদের প্রতিনিধি বাদী প্রতিবাদী হওয়া এবং পূর্ব্ব মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর কূট পরীক্ষা করিবার স্বত্ব এবং সুযোগ থাকা এবং পূর্ব্ব মোকদ্দমার ইস্যুতে যে যে প্রশ্ন হয় দ্বিতীয় মোকদ্দমায় ভাবতঃ সেই সেই প্রশ্ন হওয়া প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার অর্থানুসারে ফৌজদারী বিচার কি অনুসন্ধান কার্য্য অভিযোগী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে মোকদ্দমা-ঘটিত কার্য্য জ্ঞান হইবে।

নূতন ফৌজদারীর কার্য্যবিধান আইন অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৩২৭ ধারায় বিধান হইয়াছে যে, কোন আসামী ধৃত হওয়ার পর পলায়ন করিলে উপযুক্ত নিয়মানুসারে তদন্ত করাতেও যদি তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তবে তাহার অসমক্ষে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জ্ঞাতসার ব্যক্তিগণের জবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিবে। এবং পরে আসামী উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব পরীক্ষিত সাক্ষিগণকে যদি উপস্থিত করা অসম্ভব হয়, তবে পূর্ব্বের জবানবন্দী আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। এটি নূতন বিধান বটে, কিন্তু সঙ্গত বোধ হয়। উক্ত আইনের ৩২৩ ও ৩২৫ ধারার বিধানানুসারে মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত চিকিৎসকের জবানবন্দী সেশনে প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে এবং রাসায়ণিক-পরীক্ষকের রিপোর্টও প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার নিয়ম হইয়াছে।

মৃত্যু, দুষ্টাভিসন্ধি, বা অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষী অনুপস্থিত থাকিলে ঐ ঐ বিষয় সন্তোষজনক রূপে প্রমাণীকৃত না হইলে অনুপস্থিত সাক্ষীর জবানবন্দী প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না। কালীনাথ ভূমিক দিগর বঃ হরদুর্গা চৌধুরাণী ভূতপূর্ব্ব সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৯ সালের ২৬ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি দ্রষ্টব্য।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনানুসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কোন আফিডাবিট বা অন্য প্রকারের লিখিত বিবরণ প্রদত্ত হয় তাহা জবানবন্দীর ন্যায় প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। কোন জবানবন্দী প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে যে মোকদ্দমার জবানবন্দী তৎ সম্বন্ধে অন্যান্য কার্য্য যে হইয়াছিল তাহার প্রমাণাবশ্যক। কমিশনের দ্বারা যে জবানবন্দী গৃহীত হয় তাহা প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে কমিশনের প্রমাণ করিতে হইবে।

কোন জীবিত ব্যক্তির জবানবন্দীর নকল নিম্ন আদালতে বিপক্ষের নিরাপত্তিতে গৃহীত হইয়া থাকিলে আপীল-আদালতে উহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে।

ফকিরুদ্দিন মহম্মদ আহাছান চৌধুরী বঃ করিমবক্‌স চৌধুরী, ৫ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৪৩ পৃষ্ঠা দেওয়ানী। মহারাণী বঃ ভিকন দাস, ৭ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ১১৪ ফৌজদারী।

ফৌজদারীর নূতন কার্য্যবিধান আইনের ৩৩০ ধারায় কোন কোন স্থলে কমিশনের জবানবন্দী গ্রহণ করার বিধান হইয়াছে।

বিশেষ ভাবগতিকে যে কথা কহা যায় তাহার কথা।

খাতাবহীর লিখিত কথা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৪ ধারা। আদালতের যে বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া প্রয়োজন ব্যবসায়ের ধারাক্রমে নিয়মিত রূপে রাখা খাতাবহীর লিখিত কোন কথা সেই বিষয় সম্পর্কীয় কথা হইলে তাহা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু কেবল সেই উক্তিই কোন ব্যক্তির নামে দায়ের ভারার্পণের যথোচিত সাক্ষ্য হইবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নামে ১০০০৲ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়া আপন খাতার হিসাবে বলরামের তত টাকার ঋণের প্রমাণ করে। ঐ খাতাবহীর লিখিত কথা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু অন্য সাক্ষ্য না থাকিলে কেবল তদ্দ্বারা ঐ ঋণের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

১৮৫৫ সালের ২ আইনের ৪৩ ধারায় এই বিধান ছিল। এই ২ আইন

প্রচার হওয়ার পূর্ব্বেও খাতাবহী পোষক প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবার বিধান ছিল। ১৮৩৯ সালের ১৭ ই ডিসেম্বর তারিখের নিষ্পত্তি বিলাত-আপীলের ফয়সলা মুরাবজী বাচা গণ্ডা বাদী, কমওয়রজী মাণিকজী প্রতিবাদী।

রায় শ্রীকৃষ্ণ রায় বঃ হরি রায়। এই মোকদ্দমায় খাতাবহী বিচার্য্য বিষয়ের স্বাধীন ও প্রচুর প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবাতে বিলাত-আপীলে ঐ নিষ্পত্তি রহিত হইয়াছিল। মুর সাহেব কৃত ইণ্ডিয়ান আপীল, ৫ বালাম, ৪৩২ পৃষ্ঠা।

দ্বারিকাদাস বঃ বাবু জানকীদাস, এই মোকদ্দমায় আসামী হিসাবের লিখিত বৃত্তান্ত স্বীকার করায় হিসাব ঐ স্বীকারের দ্বারা পোষিত হওয়া বলিয়া হিসাব স্বাধীন প্রমাণ রূপে গৃহীত হইয়াছিল। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৯, ১২৮, ১২৯, ১৩০ ধারা দ্রষ্টব্য।

আইনমতে নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পাদনে রাজকীয় কাগজ-পত্রে যে কথা লেখা থাকে তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৫ ধারা। রাজকীয় কিংবা কার্য্যসংক্রান্ত কোন বহীতে কি রেজিষ্টরে কি কাগজ-পত্রে ইস্যুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তসূচক যে কথা লেখা থাকে, রাজকীয় কার্য্যকারক আপনার পদের কার্য্যসম্পাদন ক্রমে ঐ কথা লিখিলে, কিংবা ঐ বহী কি রেজিষ্টর কি কাগজ-পত্র অন্য দেশে রাখা গেলে অন্য ব্যক্তি সেই দেশের আইনের স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন ক্রমে সেই কথা লিখিলে তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

যে সকল কার্য্যকারকের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাজকীয় কার্য্যসংক্রান্ত বহী আদি রক্ষিত হয় কি যাহাদের দ্বারা উহা লিখিত হয় তাহাদিগের ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞাসহ জবানবন্দী ব্যতিরেকেও ঐ সকল বহী প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে। উক্ত প্রণালীর দলীলাদি এই রূপ বিশ্বস্ত রূপে গৃহীত হইবার প্রথম কারণ এই যে, উহা আইনের বিধানানুসারে লিখিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, উহাতে যে যে বিষয় লিখিত হয় তাহা সাধারণের

লভ্য হেতু ও তাহা প্রকাশ্য ও সাধারণের জানিত; তৃতীয়তঃ উহা যে সকল ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হয় তাহারা যথার্থ ও ন্যায়ানুসারে স্বকীয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদনার্থ পদগ্রহণের সময় প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করিয়াছে; টেলর সাহেবের নিদর্শনতত্ত্ব ২ বালাম ১৩৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। দৃষ্টান্ত কয়েদীর আবদ্ধ বা কারামুক্ত হওয়ার প্রচুর প্রমাণ স্থলে জেলখানার দৈনিক বহী দর্শান যাইতে পারে। বিবাহের বা জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্টরী ইত্যাদি।

১৮৪১ সাঃ ১০ আঃ ৭৬ ধারার বিধানানুসারে বিবাহ, জন্ম বা মৃত্যুর রেজিষ্টরী বহীর সহী-মোহরযুক্ত নকল প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে। জাহাজের রেজিষ্টরী সম্পর্কে ২২ ধারার বিধান দ্রষ্টব্য। রেজিষ্টরী আইন অর্থাৎ ১৮৭১ সাঃ ৮ আইন দ্রষ্টব্য।

ম্যাপ ও নক্শা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৬ ধারা। সাধারণের ক্রয়ার্থে প্রকাশিত ম্যাপে কি চার্টে কিংবা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে লিখিত ম্যাপে কি নক্শায় সামান্যতঃ যে বিষয় লেখা কি বর্ণিত থাকে সেই সেই বিষয়ে ঐ ম্যাপ প্রভৃতিতে ইসুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের যে উক্তি থাকে তাহাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

সাধারণের ক্রয়ার্থ যে সকল নক্শা প্রস্তুত হয় তাহা কাহার ক্ষতি কি লভ্য জন্য প্রস্তুত হয় না, এই স্বাভাবিক বিশ্বাসকে মূল করিয়াই এই বিধান হইয়াছে, কিন্তু উহা কৃত্রিম, বা বিশেষ কোন অভিসন্ধির অনুরোধে প্রস্তুত হইয়াছে, আপত্তিকারী তাহার প্রমাণ করিতে পারিলে অবশ্যই উহা প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে না।

থাকবস্তার নক্শা সম্বন্ধে বাবু মতিলাল বঃ মহারাজ ভূপ সিংহের রাণী—এই মোকদ্দমা দ্রষ্টব্য। সঃ উঃ রিঃ ৮ বাঃ ৬৪ পৃষ্ঠা, দেওয়ানী নজীর।

সরবিয়ারী চিঠা, ফিলবুক এবং নক্শার সহী-মোহরযুক্ত নকল প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে। গোপীনাথ সিংহ বঃ আনন্দময়ী দেবী, ৮ বাঃ উঃ রিঃ সঃ ১৬৭ পৃষ্ঠা, দেওয়ানী নজীর।

৩৭ ধারা। সাধারণ স্বার্থের যে বৃত্তান্ত থাকে এমত বৃত্তান্তের সত্ত্বা বিষয়ে আদালতের অভিমত করিতে হইলে পার্লিমেণ্টের কোন আইনের কিংবা ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরেল সাহেবের কিংবা মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের কিংবা বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের কোন আইনের কিংবা ইণ্ডিয়া গেজেটে কি স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে কিংবা লণ্ডন গেজেটে কিংবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন উপনিবেশের কি অধিকৃত দেশের যে মুদ্রিত পত্র গবর্ণমেণ্ট গেজেট বলিয়া খ্যাত হয় সেই পত্রে প্রকাশিত কোন জ্ঞাপনীয় উল্লিখিত কথায় উক্ত বৃত্তান্তের যে কথা প্রকাশ করা যায় তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

গবর্ণমেণ্টের কোন আইনে কি জ্ঞাপন-পত্রে সাধারণ ভাবের বৃত্তান্ত-বিষয়ক যে উক্তি থাকে তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

গবর্ণমেণ্ট গেজেটে কোন বিষয় বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন থাকিলে এবং মাষ্টার আফিস হইতে যে যে সর্ত্তে বিক্রয় হইবে তদ্বিবরণে কোন কাগজ প্রকাশিত হইলে বিক্রয় ও সর্ত্ত বিষয়ের প্রমাণার্থ উক্ত গেজেট এবং প্রকাশিত কাগজ গৃহীত হইবে। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বঃ রাণী ব্রজসুন্দরী, সঃ উঃ রিঃ ১৮৬৪। ৫০ পৃ দেওয়ানী নজীর।

৩৮ ধারা। কোন দেশের ব্যবস্থা বিষয়ে আদালতের অভিমত করিতে হইলে, ঐ ব্যবস্থা যে পুস্তকের মধ্যে থাকে, ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে মুদ্রিত কি প্রকাশিত বলিয়া সেই পুস্তকে ঐ ব্যবস্থা-বিষয়ক কোন কথা, এবং ঐ দেশের

ব্যবস্থা গ্রন্থের উক্তির কথা।

আদালতের বিধির রিপোর্ট বলিয়া যে পুস্তকে ঐ বিধি প্রকাশ হয় সেই পুস্তকের লিখিত রিপোর্ট প্রাসঙ্গিক হয়।

১৮৫৫ সালের ২ আঃ ২ ধারায় এই রূপ বিধান ছিল।

উক্তির যে অংশের প্রমাণ করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৯ ধারা। যে উক্তির সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা দীর্ঘতর উক্তির কি কথোপকথনের কিংবা পৃথক্ দলীলের একাংশ কিংবা যে দলীল পুস্তকের কিংবা পত্রশ্রেণীর কি লিপি-শ্রেণীর অংশ হয় সেই দলীলের একাংশ হইলে সেই বিশেষ স্থলে উক্তির ভাব ও ফল ও তাহা যে ভাবগতিকে কহা গিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার নিমিত্ত আদালত ঐ উক্তির কি কথোপ-কথনের কি দলীলের কি পুস্তকের কিংবা পত্র কি লিপি-শ্রেণীর যে অংশ আবশ্যক জ্ঞান করেন, সেই অংশের সাক্ষ্য লওয়া যাইবে তদধিকের নয়।

উক্তি কথোপকথনের কি দলীলের কি পুস্তকের কি পত্রশ্রেণীর কি লিপিশ্রেণীর একাংশ হইলে যে সাক্ষ্য দিতে হইবে তাহার কথা।

আদালতের নিষ্পত্তি যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৪০। কোন বিশেষ মোকদ্দমা আদালতের গ্রাহ্য কিংবা বিচার করা কর্ত্তব্য কি না, এই প্রশ্ন হইলে, যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী হইলে সেই আদালতের ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে কিংবা তাহার অনুসন্ধান লইতে নিষেধ হয় এমত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী থাকাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় মোকদ্দমা কি বিচার নিবারণার্থে পূর্ব্ব নিষ্পত্তি প্রাসঙ্গিক হইবার কথা।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২ ধারার বিধানানুসারে বাদী বিবাদীর মধ্যে যে কোন বিষয়ের মোকদ্দমা একবার উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে, পুনরায় সেই বিষয় সম্বন্ধে সেই সেই ব্যক্তির মধ্যে কোন রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত বা নিষ্পত্তি হইবে না।

কলেক্টর কর্তৃক কোন পাট্টার যাথার্থ্য সাব্যস্ত হইলে তাহা দেওয়ানী আদালতে উচ্ছেদ-বিষয়ক নালিশের প্রতিবন্ধক হইবে না। আরাধন দে বঃ গোলাম হোসেন, ৮ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৪৮৭, দেওয়ানী নজীর।

কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তির অংশ বিশেষের প্রজার নিকট রাজস্ব পাওয়ার স্বত্বপ্রকাশক মোকদ্দমা করিয়া পরাস্ত হইলে ঐ সম্পত্তির সমুদায়ের অধিকার সাব্যস্তের মোকদ্দমায় প্রথমোক্ত নিষ্পত্তি প্রতিবন্ধক হইবে না। কৃষ্ণধন নন্দী বঃ ভকতু পাল। ৯ বঃ সঃ উঃ রিঃ ৪৬১ পৃষ্ঠা। দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি ও ডিক্রী প্রমাণার্থ কি কি প্রয়োজন তাহার অবগতি জন্য ৭৪, ৭৫ ও ৭৬ ধারা দ্রষ্টব্য। ১৮৫৯ সালের ৮ আইন দ্রষ্টব্য।

নূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধি অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৪৬০ ধারার বিধান মতে (পুরাতন কার্য্যবিধির ৫৫ ধারা) যে ব্যক্তি একবার কোন রূপ ঘটনাবলী প্রতিপাদ্য অপরাধের জন্য দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে বা মুক্তি লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি পুনরায় সেই সেই ঘটনা-জনিত অপরাধের জন্য বিচারে আনীত হইবে না। কিন্তু উক্ত নূতন আইনের ২১৫ ধারার বিধান মতে যে ব্যক্তি অপ্রচুর প্রমাণ নিবন্ধন মুক্তি লাভ করে তৎসম্বন্ধে পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে। উক্ত আইন (১৮৭২ সাঃ ১০ আইনের) ১৪৭, ২০৫, ২১২, ২১৫, ২২০, ৪৫৪ ও ৪৫৫ ধারা দ্রষ্টব্য। পুরাতন আইনের (১৮৬১ সাঃ ২৫ আঃ) ২২৫ ও ২৫০ ধারা পাঠ কর।

সূদন মণ্ডলের মোকদ্দমা ৫ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৫৮ পৃষ্ঠা। ফৌজদারী নজীর।

প্রবেট প্রভৃতির বিচারাধিপত্য সম্পর্কে নিষ্পত্তির কথা।

৪১ ধারা। কোন ব্যক্তির ব্যবস্থা-সম্মত পদ থাকা কিংবা দ্রব্যবিশেষে তাহার স্বত্ব থাকা যদি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়, তবে উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন আদালত প্রবেট দেওনের কিংবা বিবাহ বা জাহাজ সম্বন্ধীয় বা ঋণ শোধনের অক্ষমতা

সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্য ক্রমে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী করিয়া সেই ব্যক্তির প্রতি ব্যবস্থা-সম্মত সেই পদ প্রদান করিলে কিংবা তাহা হইতে সেই পদ হরণ করিলে, কিংবা তাহাকে সেই পদের স্বত্ববান্ প্রকাশ করিলে, কিংবা তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বিপক্ষ ভিন্ন নিরপেক্ষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের স্বত্ববান্ প্রকাশ করিলে সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

তদ্রূপ কোন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী দ্বারা ব্যবস্থা-সম্মত যে পদ প্রদত্ত হয়, সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রবল হওন সময়েই সেই পদ বর্ত্তিল।

ও তদ্দারা উক্ত কোন ব্যক্তিকে ব্যবস্থা-সম্মত পদের স্বত্ববান্ বলিয়া প্রকাশ করা গেল, উক্ত নিষ্পত্তিতে সেই ব্যক্তির সেই পদ বর্ত্তিবার যে সময় প্রকাশ হইল সেই সময়েই তাহার সেই পদ বর্ত্তিল।

ও সেই নিষ্পত্তি ক্রমে উক্ত কোন ব্যক্তির স্থানে ব্যবস্থা-সম্মত পদ হরণ করা গেলে নিষ্পত্তিতে তাহার সেই পদ রহিত হইবার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইল সেই সময়াবধি তাহার সেই পদ রহিত হইল।

ও সেই নিষ্পত্তিতে কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্যের স্বত্ববান্ প্রকাশ হইলে নিষ্পত্তিতে ঐ সম্পত্তি যে সময়ে তাহার সম্পত্তি হইল বা হইবে বলিয়া প্রকাশ হয় সেই সময়াবধি ঐ সম্পত্তি তাহার ছিল।

পূর্ব্বোক্ত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী এই সকল কথার সিদ্ধান্ত প্রমাণ।

প্রবেট—

প্রথম ভাগের "লিখিত নিদর্শন" অধ্যায় পাঠ কর। নর্টন সাহেব কৃত নিদর্শনতত্ত্বের ৮২ হইতে ৮৭ ধারা দৃষ্টি কর। বিজাতকতা, ভ্রষ্টাচারিতা, ও দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে নিষ্পত্তি সাধারণের পক্ষে চূড়ান্ত না হইলে লোক-সমাজের কষ্টের পরিসীমা থাকিত না। এক ব্যক্তিকে হয়ত শতবার আদালতে উপস্থিত হইয়া আপন মাতার লজ্জাকর বৃত্তান্ত শ্রুতিগোচর ও তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতে হইত। কোন স্ত্রীলোককে হয়ত শতবার বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া আপনার কলঙ্ক ঘোষণা শুনিতে হইত। কোন পোষ্যপুত্রকে চিরজীবন শূন্যে অবস্থান করিতে হইত। রাধাচরণ বঃ কানাইলাল। ৭ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৩৩৯ পৃষ্ঠা দেঃ নঃ।

তৃতীয় ব্যক্তিদের প্রাপ্ত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী যে সময়ে প্রাসঙ্গিক হয় বা না হয় তাহার কথা।

৪২ ধারা। ৪১ ধারার উল্লিখিত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী ছাড়া যদি কোন নিষ্পত্তি প্রভৃতি অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিক সাধারণ স্বার্থের বিষয় লইয়া হয়, তবে তাহা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু সেই নিষ্পত্তি-পত্রে কি আজ্ঞা-পত্রে কি ডিক্রীতে যাহা ব্যক্ত হয়, ঐ নিষ্পত্ত্যাদি তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ নয়।

উদাহরণ।

বলরাম আমার ভূমিতে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে নালিশ করে। বলরাম কহে যে, সেই ভূমিতে সাধারণের পথস্বত্ব আছে। আনন্দ তাহা অস্বীকার করে। আনন্দ অন্য মোকদ্দমায় চন্দ্রের নামে সেই স্থানে অনধিকার-প্রবেশ করণাভিযোগে নালিশ করে, চন্দ্রও সেই পথস্বত্ব থাকার কথা কহিলে তাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছিল। উক্ত মোকদ্দমায় চন্দ্রের পক্ষে সেই ডিক্রী থাকা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত, কিন্তু তাহা সেই পথস্বত্ব থাকার সিদ্ধান্ত প্রমাণ নয়।

৪৩ ধারা। ৪০। ৪১ ও ৪২ ধারায় যে যে নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা ও ডিক্রীর উল্লেখ হইয়াছে তদ্ভিন্ন কোন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী যে আছে, এই কথা এই আইনের অন্য কোন বিধান-মতে প্রাসঙ্গিক না হইলে অপ্রাসঙ্গিক হয়।

যে নিষ্পত্ত্যাদি প্রাসঙ্গিক নয় তাহার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের ও বলরামের নামে অপবাদসূচক কথা প্রকাশ হওয়াতে দুই জনে চন্দ্রের নামে অপবাদের স্বতন্ত্র দুই মোকদ্দমা উপস্থিত করে। ঐ দুই মোকদ্দমায় অপবাদ বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে তাহা সত্য, চন্দ্র এই উত্তর করে এবং ভাবগতিক দৃষ্টে হয় দুই মোকদ্দমায় সেই কথা সত্য কিংবা উভয় মোকদ্দমায় অসত্য হওয়া সম্ভাবনা।

চন্দ্র আপনার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ করিতে না পারাতে আনন্দ তাহার বিপক্ষে হানিপূরণের ডিক্রী পাইলেন। বলরাম ও চন্দ্র এই দুয়ের মধ্যে সেই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দের স্ত্রী চন্দ্রমণির সহিত বলরাম ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করে।

বলরাম কহে যে, চন্দ্রমণি আনন্দের স্ত্রী নয়, কিন্তু আদালত বলরামের পরদার-গমনাপরাধ নির্ণয় করেন।

পশ্চাৎ চন্দ্রমণি আনন্দের বর্ত্তমানে বলরামকে বিবাহ করে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। চন্দ্রমণি কহে, বলরামের সঙ্গে আমার কখন বিবাহ হয় নাই।

বলরামের বিপক্ষে পূর্ব্বে যে নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহা চন্দ্রমণির বিপক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরাম আমার গরু চুরী করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে নালিশ করে, ও বলরামের অপরাধ নির্ণয় হয়।

বলরামের অপরাধ নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে সে চন্দ্রের নিকট ঐ গোরু বিক্রয় করিয়াছিল, আনন্দ চন্দ্রের স্থানে ঐ গোরু ফিরিয়া পাইবার জন্য তাহার নামে নালিশ করে। আনন্দের ও চন্দ্রের মধ্যে যে বিবাদ আছে তৎসম্পর্কে বলরামের বিপরীত উক্ত নিষ্পত্তি অপ্রাসঙ্গিক।

(ঘ) আমন্দ ভূমির অধিকার পাইবার নালিশে বলরামের বিরুদ্ধে ডিক্রী পায়। তৎপ্রযুক্ত চন্দ্র নামক বলরামের সন্তান আনন্দকে বধ করে।

ঐ ডিক্রী অপরাধের প্রবৃত্তিজনক কারণ প্রকাশ করে বলিয়া সেই ডিক্রী প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

প্রতারণার ও গণতার ও আদালতের অক্ষমতার প্রমাণ করিবার কথা।

৪৪ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কিংবা মোকদ্দমা-ঘটিত অন্য কার্য্যে ৪০ বা ৪১ কি ৪২ ধারামতে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রাসঙ্গিক হইলেও এক পক্ষ তাহা প্রমাণিত করিলে সেই ডিক্রী প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা কোন আদালতের দ্বারা তাহা করা গেল কিংবা গণতাক্রমে কি প্রতারণাক্রমে পাওয়া গেল, অন্য পক্ষ ইহা দর্শাইতে পারিবে।

তৃতীয় ব্যক্তিদের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমতের কথা।

৪৫ ধারা। যদি ভিন্ন দেশীয় আইন কি বিজ্ঞান কি বিদ্যাগত কোন বিষয়ে কিংবা কোন ব্যক্তির হাতের লিখন নিশ্চয় হওন বিষয়ে আদালতের অভিমত করা প্রয়োজন হয়, তবে সেই ভিন্নদেশীয় আইনে ও বিজ্ঞানে ও বিদ্যায় যাঁহাদের বিশেষ

ব্যুৎপত্তি থাকে, সেই সেই বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

উক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রবীণ বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বিষ খাইয়া মরিল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

যে বিষে আনন্দের মৃত্যু হইল অনুমান হয় সেই বিষের কি কি লক্ষণ এই বিষয়ে প্রবীণ লোকদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ কোন ক্রিয়া করণ সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত সেই ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে ও সে অন্যায় বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে অক্ষম ছিল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের কার্য্যে যে লক্ষণ দেখা গেল তাহা সামান্যতঃ মনের বিকৃতির প্রমাণ হয় কি না, এবং তদ্রূপে মনের বিকৃতি হইলে লোক সামান্যতঃ আপনার ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে, এবং সে অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে অক্ষম হইয়া থাকে কি না, এই এই বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

(গ) কোন দলীল আনন্দের লিখিত কি না, এই প্রশ্ন হইলে অন্য যে দলীল আনন্দের লিখিত বলিয়া প্রমাণ বা স্বীকার করা গেল তাহাও উপস্থিত করা যায়।

দুই দলীল একি ব্যক্তির না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লিখিত, এই বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

১৮৭২ সাঃ ১০ আইনের ৩২৩ ধারার বিধানে চিকিৎসক বা চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় কার্য্যকারকের সাক্ষ্য গ্রাহ্য। (১৮৬১ সালের ২৫ আঃ ৩৬৮ ধারা।)

৩২৫ ধারার বিধানে রাসায়ণিক পরীক্ষকের উক্তি প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণীয়। (পুরাতন কার্য্যবিধির ৩৭০ ধারা) বিন্দেশবরী দত্ত সিংহ বঃ ডোমা সিংহ, এই মোকদ্দমায় বাদী প্রতিবাদীর প্রদত্ত এক একরারের বলে প্রতি-

স্বামীর নিকট ১২৭৩ সালের বৃদ্ধি হারে বাকী রাজস্বের জন্য দাবী করে। প্রতিবাদী কর্তৃক একরার প্রদত্ত না হওয়া আসিষ্টাণ্ট কলেক্টর সাব্যস্ত করেন। আপীলে জজ সাহেব তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ প্রবীণের দ্বারা সাব্যস্ত করেন যে, একরারের লিখিত সাক্ষিগণের দস্তখত প্রকৃত নহে। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, জজ সাহেব কথিত স্থলে প্রবীণের মত গ্রহণ করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। ৯ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৮৮ পৃষ্ঠা। দেঃ নঃ।

মহারাণী বঃ আমানতুল্লা মোল্লা এই মোকদ্দমায় হাইকোর্ট ১৮৫৫ সাঃ ২ আঃ ৪৮ ধারায় যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহা দ্রষ্টব্য। ৬ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৫ পৃঃ ফৌঃ নঃ।

বর্ত্তমান আইনের ৭৩ ধারা পাঠ কর।

প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমত সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের কথা।

৪৬ ধারা। কোন বৃত্তান্ত কারণান্তরে প্রাসঙ্গিক না হইলেও, প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় সেই স্থলে সেই বৃত্তান্ত ঐ অভিমতের প্রতিপোষক বা অযৌক্তিক হইলে প্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দকে বিশেষ প্রকারের বিষ খাওয়ান গেল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

প্রবীণ লোকেরা সেই বিষের যে লক্ষণ জানান বা অগ্রাহ্য করেন অন্য লোক সেই প্রকারের বিষ খাইলে তাহার সেই লক্ষণ দেখা গেল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) বন্দরে নৌকাদির পথাবরোধ সমুদ্রতীরে পোস্তা বাঁধা প্রযুক্ত হইল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

তত্তুল্য অবস্থাপন্ন অন্য অন্য বন্দরে পোস্তা বাঁধা না হইলেও সেই সময়ে অবরোধ হইতে লাগিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

৪৭ ধারা। কোন দলীল কাহার হাতে লেখা বা স্বাক্ষর করা গেল, এই বিষয়ে আদালতের অভিঃমত করিতে হইলে, যে ব্যক্তির লিখিত ও স্বাক্ষরিত বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার হাতের লেখা অন্য যে ব্যক্তি উত্তমরূপে জানে, ঐ পত্র উক্ত ব্যক্তির লিখিত কি স্বাক্ষরিত আছে কি না, এই বিষয়ে তাহার অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

হাতের লিখন বিষয়ে অভিমতের কথা।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিলে, কিংবা আপনি কিংবা আপনার অনুমতিক্রমে সে অন্য ব্যক্তির নামে পত্রাদি লেখা গেলে তাহার উত্তর-স্বরূপ সেই অন্য ব্যক্তির লিখিত পত্রাদি বলিয়া পত্রাদি পাইলে, কিংবা ব্যবসায়ের নিয়ত ধারাক্রমে সেই অন্য ব্যক্তির লিখিত পত্র বলিয়া পত্রাদি নিত্য তাহার সম্মুখে অর্পিত হইলে, সে ঐ অন্য ব্যক্তির হাতের লেখা উত্তম রূপে জানে এমত বলা যায়।

উদাহরণ।

কোন পত্র উপস্থিত করা গেলে তাহা লণ্ডন নগরের আনন্দ নামক বণিকের লেখা কি না, এই প্রশ্ন হইল।

বলরাম নামক কলিকাতার এক জন বণিক আনন্দের নামে কএক পত্র লিখিয়াছে ও আনন্দের লিখিত পত্র বলিয়া কএক পত্র পাইয়াছে। বলরামের নামে যত পত্র আইসে, চন্দ্র নামক তাহার কেরাণী তাহা দেখিয়া নথীতে গাঁথিয়া রাখে। দীননাথ বলরামের দালাল, আনন্দের লিখিত পত্র বলিয়া যত পত্র আসিত, বলরাম দীননাথকে দেখাইয়া সেই পত্রের লিখিত কথার বিষয়ে তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিত।

এই স্থলে বনরাম ও চন্দ্র ও দীননাথ আনন্দকে পত্র লিখিতে কখন না দেখিলেও, সেই পত্র আনন্দের হস্তলিখিত কি না, এই বিষয়ে তাহাদের মত প্রাসঙ্গিক।

হস্তাক্ষরের অভেদ বিষয়ে সাক্ষীকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে। নর্টন ৩৮২ পরিঃ হস্তাক্ষর তুলনা সম্বন্ধে ৩৮৫, ৩৮৬ ও ৫৫৭ পরিঃ দ্রষ্টব্য। নৈপুণ্যশীল অর্থাৎ প্রবীণের দ্বারা কিরূপে সাব্যস্ত হইবে, তজ্জন্য ৫৫৭ ধারা দ্রষ্টব্য।

এই আইনের ৭৩ ধারা পাঠ কর।

গুডীব-প্রণীত নিদর্শনতত্ত্বের ৭ অধ্যায়, ১৯৭ হইতে ২০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৮৫৫ সাঃ ২ আইনের ৪৮ ধারায় এই বিধান ছিল।

স্বত্ব কি রীতিবিষয়ক অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৪৮ ধারা। সাধারণের কোন রীতি কি স্বত্ব বিষয়ে আদালতের অভিমত করা প্রয়োজন হইলে, সেই রীতি কি স্বত্ব থাকিলে যে ব্যক্তিদের সেই বিষয় জ্ঞাত হওয়া সম্ভাবনা, সেই রীতি কি স্বত্ব থাকার বিষয়ে সেই ব্যক্তিদের অভিমত প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা।—'সাধারণের রীতি কি স্বত্ব' এই কথার মধ্যে বহু লোকশ্রেণীর কোন সাধারণ রীতি বা স্বত্বও গণ্য।

উদাহরণ।

কোন গ্রামবাসীদের কোন বিশেষ কূপের জল লইবার যে স্বত্ব আছে এই ধারার অর্থমতে তাহা সাধারণ স্বত্ব।

সাধারণ স্বত্বের উদাহরণ।

গ্রামসীমা; গ্রাম অথবা নগরের বিস্তৃতি; শুল্ক আদায় করিবার স্বত্ব; অপর সকলকে নিরাশ করিয়া একা কোন ব্যবসায় চালাইবার স্বত্ব; রাস্তা ও পথ মেরামত, কিংবা বৃক্ষরোপণ করিবার দায়; খাল, পুষ্করিণী বা ঘাটে স্নান করিবার স্বত্ব; অনাবৃত অর্থাৎ ফাঁকা জমিন প্রভৃতি

ব্যবহার করিবার স্বত্ব; খামার জমিতে পশু-চারণ করিবার স্বত্ব; মপস্বলের প্রথার মধ্যে এই সকল সচরাচর প্রচলিত।

নর্টন, ১০০ পৃঃ ১৩৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

৪৯ ধারা। কোন লোকশ্রেণীর কি কুলের আচার ও বিধি বিষয়ে,

আচার বিধি প্রভৃতি বিষয়ক অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

কিংবা ধর্ম্মার্থ কি পরোপকারার্থ কার্য্যের সংস্থিতির কি কি অধ্যক্ষতার বিধি বিষয়ে,

কিংবা প্রদেশ বিশেষ কি বিশেষ লোকশ্রেণীর মধ্যে যে কথা কি শব্দ চলে তাহার অর্থ বিষয়ে,

আদালতের অভিমতের প্রয়োজন হইলে যে ব্যক্তিদের সেই সেই বিষয় জ্ঞাত হইবার বিশেষ উপায় থাকে, তাহাদের অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

৫০ ধারা। দুই ব্যক্তির পরস্পর কুটুম্বিতা আছে কি না, এই বিষয়ে আদালতের অভিমত করিতে হইলে, সেই পরিবারের লোক হইয়া বা না হইয়াও যে ব্যক্তির সেই বিষয় জ্ঞাত থাকার বিশেষ সুযোগ থাকে, এমত ব্যক্তি আচরণ দ্বারা ঐ কুটুম্বিতা থাকার বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করে তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত। পরন্তু স্ত্রী-সম্বন্ধ খণ্ডন করণার্থ ভারতবর্ষীয় আইনমতে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় কিংবা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৪ বা ৪৯৫ বা ৪৯৭ বা ৪৯৮ ধারামতে যে মোকদ্দমা হয়,

কুটুম্বিতা বিষয়ের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

সেই কার্য্যে বা মোকদ্দমায় বিবাহের প্রমাণ করণার্থে উক্ত অভিমত প্রচুর নহে।

উদাহরণ।

(ক) অদরমণির সহিত বলরামের বিবাহ হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন হইল।

তাহাদের পরিচিত ব্যক্তিরা তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ জ্ঞানে নিত্য গ্রাহ্য করিত ও সেই জ্ঞানানুসারে তাহাদের প্রতি আচরণ করিত, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামের ঔরস-সন্তান কি না, এই প্রশ্ন হইলে, পরিবারের সকল লোক আনন্দের প্রতি বলরামেয় ঔরস-সন্তান জ্ঞানে আচরণ করিত, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

৩২ ধারার ৫ প্রঃ দ্রুষ্টব্য। নর্টন, ১২৫ ধারা, ৯৪ পৃঃ দ্রুষ্টব্য।
বিবাহ-সম্বন্ধ রহিত করিবার আইন।

দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারা। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী পরিণয় সম্বন্ধে।
৪৯৫ „ প্রথম বিবাহের কথা গোপন করত দ্বিতীয় স্ত্রী পরিণয়।
৪৯৭ „ পরদার-গমন।
৪৯৮ „ দুষ্কর্ম্ম করণ বা করাণ মনস্থে বিবাহিতা বা সংরক্ষিতা স্ত্রীকে ফুস্‌লাইয়া বাহির করণ।

৫১ ধারা। জীবিত ব্যক্তির অভিমত প্রাসঙ্গিক হইলে তাহার সেই অভিমতের যে মূল কারণ থাকে তাহাও প্রাসঙ্গিক হয়।

অভিমতের হেতু যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

উদাহরণ!

প্রবীণ ব্যক্তি অভিমত স্থির করণার্থে যে দ্রব্যের যদ্রূপ পরীক্ষাদি করিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবে।

চরিত্র যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৫২ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির প্রতি যে কর্ম্ম আরোপিত হয় তাহার সেই কর্ম্ম করা সম্ভব কি অসম্ভব ইহা দেখাইবার জন্য তাহার চরিত্রের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু প্রকারান্তরে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয় সেই বৃত্তান্তদ্বারা উক্ত চরিত্র প্রকাশ হইলে প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

দেওয়ানী মোকদ্দমায় আরোপিত কর্ম্মের প্রমাণার্থে চরিত্র অপ্রাসঙ্গিক হইবার কথা।

৫৩ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমা-ঘটিত কার্য্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সচ্চরিত্র, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় পূর্ব্ব সচ্চরিত্র প্রাসঙ্গিক হইবার কথা।

কোন মোকদ্দমা বিচারের সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির মন্দ চরিত্র সম্বন্ধে নিদর্শন দেওয়া নিষিদ্ধ। মহারাণী বঃ বিহারী দোসাধ দিগর, ৭ বাঃ উঃ রিঃ ৭ পৃঃ ফৌঃ নঃ।

আসামীর মন্দ চরিত্র বিষয়ে নিদর্শন দর্শাইবার নিয়ম থাকিলে বিচারক স্বভাবতই আসামীর প্রতি ঘৃণা ও নির্দ্দয়তাপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা।

৫৪ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক। সে কুচরিত্র লোক এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তাহার সচ্চরিত্রের প্রমাণ দেওয়া গেলে সেই কুচরিত্রের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হওয়ার কথা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু উত্তর ভিন্ন অন্য স্থলে পূর্ব্ব কুচরিত্র অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

ব্যাখ্যা। কোন ব্যক্তির কুচরিত্রই ইশু-ঘটিত বৃত্তান্ত হইলে এই ধারা খাটে না।

১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৩২৩ ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে কোন

অপরাধে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না তাহা কি রূপে প্রমাণ করিতে হইবে তাহার বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে দণ্ডের পরিমাণ অবধারণের সময় ব্যতিরেকে বিচারের অন্য সময়ে অপরাধীর পূর্ব্বাপরাধ সম্বন্ধে নিদর্শন উপস্থিত করার নিয়ম নাই। হাইকোর্টও বিধান করিয়াছেন যে, মোকদ্দমার বিচার কার্য্য সমাপন হওয়ার পূর্ব্বে অপরাধীর পূর্ব্বাপরাধ সম্পর্কে কোন প্রমাণ গৃহীত হইবে না।

মহারাণী বঃ শিবু মণ্ডল, ৩ বাঃ, সঃ উঃ রিঃ ৩৮ পৃঃ ফৌঃ নঃ মহারাণী বঃ ঠাকুরদাস ছুতার। ১২ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৭ পৃষ্ঠা। মহারাণী বঃ ফুলচাঁদ দিগর, ৮ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ১১ পৃষ্ঠা ফৌঃ নঃ, এই মোকদ্দমায় সেশন জজ সাক্ষীকে আসামীগণের ও তাহাদের স্বসম্পর্কীয় অন্যান্য ব্যক্তি-গণের দুশ্চরিত্রতার বিষয় বর্ণন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। সাক্ষী বলিয়াছিল “ ফুল এক জন বদমাএস, সে গত মাসে জেল হইতে খালাস পাইয়াছে। তাহার ভ্রাতা জেলে আছে এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্প্রতি খালাস পাইয়াছে। শিবশরণের (এক জন আসামী) পিতা চুরী মোকদ্দমায় জেলখানায় ছিল। অন্য ৪ জন আসামীও (ইহারা আদালতে উপস্থিত ছিল না) জেলখানায় ছিল। ইহারা সকলেই বজ্জাত ও জেলখানার লোক। ”

উপরোক্ত জবানবন্দী লক্ষ করিয়া হাইকোর্ট বলিয়াছেন “ এই রূপ প্রমাণ গ্রহণ করা অত্যন্ত অন্যায় এবং ইহাতে আসামীগণের প্রতি যারপর নাই অবিচার হইয়াছে। ”

মহারাণী বঃ গোপাল ঠাকুর, ৬ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ২৭ পৃষ্ঠা, ফৌঃ নঃ দৃষ্টি কর।

নর্টন কৃত নিদর্শনতত্ত্ব। ৬৮, ৬০৩, ৬০৪ ধারা পাঠ কর।

হানি পূরণের পক্ষে চরিত্রের কথা।

৫৫ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির হানি পূরণ স্বরূপ কত টাকা পাওয়া উচিত, চরিত্রানুসারে তাহা ন্যূন কি অধিক হইতে পারিলে সেই চরিত্রের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা।—৫২, ৫৩, ৫৪ ও ৫৫ ধারায় "চরিত্র" শব্দের মধ্যে খ্যাতি ও স্বভাব উভয় গণ্য। কিন্তু কেবল সাধারণ খ্যাতির ও সাধারণ স্বভাবের প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, বিশেষ যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ খ্যাতি বা স্বভাব প্রকাশ হয় তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪ ধারার "অর্থে" ফৌজদারী মোকদ্দমা সম্বন্ধেও এই রূপ বিধান।

গুড়িব সাহেব বলেন কোন কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় চরিত্রের বিষয় উল্লিখিত হইতে পারে এবং ক্ষতির পরিমাণের আধিক্য বা ন্যূনতা অবধারণ করণার্থ চরিত্র সম্বন্ধে নিদর্শনও উপস্থিত করা যাইবে। যথা কোন স্বামী তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা হেতু ব্যভিচারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিলে (১৮৬৯ সাঃ ৪ আঃ ৩৪ এবং ৭ ধারা) বা কোন পিতা তাহার কন্যাকে কেহ কুপথগামিনী করিলে তজ্জন্য যদি ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করে, তবে ঐ স্ত্রী ও কন্যার সতীত্ব সম্বন্ধে নিদর্শন উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। ঐ ঐ মোকদ্দমায় স্বামীর নির্দ্দয়তা, পরদারগমন এবং অন্যরূপ কুচরিত্রেও প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। গুডিব-নিদর্শনতত্ত্ব, ৩২৫ পৃষ্ঠা।

সাধারণ উত্তম চরিত্র সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ বিধিসিদ্ধ, কিন্তু প্রচুর ও সন্তোষজনক নিদর্শন দ্বারা কোন আসামীর বিশেষ একটি দোষের কার্য্য প্রমাণীকৃত হইলে তদ্বিরুদ্ধে সাধারণ সচ্চরিত্রের নিদর্শন কার্য্যকর হইবে না। কোন সাক্ষী কোন ব্যক্তির সাধারণ সচ্চরিত্রতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে কি প্রকারে সে ঐ কথা জ্ঞাত হইল তৎসম্বন্ধে তাহাকে কূট প্রশ্ন করা যাইতে পারে। এই প্রকার স্থলে সাক্ষীর নিম্নলিখিত মত উক্তি যথা, "আমি অমুকের বিরুদ্ধে কোন দিন কিছু শুনি নাই" গ্রহণীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রমাণের কথা।

৩ পরিচ্ছেদ।—যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক নয় তাহার কথা।

বিচারকার্য্যে প্রাসঙ্গিক যে যে বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হয় তাহার সাক্ষ্যের অপ্রয়োজনের কথা।

৫৬ ধারা। আদালত বিচার কার্য্যে যে বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন তাহার সাক্ষ্য দিবার প্রয়োজন নাই।

১ ভাগের "পঞ্চমাধ্যায়" পাঠ কর।

আদালত যে যে বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন তাহার কথা।

৫৭ ধারা। আদালত বিচার-কার্য্যে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন।

(১) যে আইন কিংবা আইনের তুল্য বলবৎ যে বিধি এইক্ষণে কি ইতিপূর্ব্বে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশে প্রবল আছে কি ছিল বা ভাবি কালে হইবে তাহা।

(২) পার্লিমেণ্ট সাধারণ স্বার্থের যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন বা করেন এবং উক্ত পার্লিমেণ্ট বিচার-কার্য্যে স্থানবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের যে সকল আইন সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে আদেশ করেন তাহা।

(৩) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের কিংবা সামরিক নাবিকদের যুদ্ধসংক্রান্ত আইন।

(৪) উক্ত পারলিমেণ্টের এবং আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক আইন অনুসারে কিংবা তৎসম্পর্কীয় অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে স্থাপিত মন্ত্রিসভার কার্য্যপ্রণালী।

ব্যাখ্যা।—(২) ও (৪) প্রকরণের উল্লিখিত পারলিমেণ্ট শব্দে।

(১) আয়ার্লণ্ড লইয়া গ্রেট্‌ব্রিটন নামে সংযুক্ত রাজ্যের পারলিমেণ্ট গণ্য।

(২) গ্রেটব্রিটনের পারলিমেণ্ট।

(৩) ইংলণ্ডের পারলিমেণ্ট।

(৪) স্কট্‌লণ্ডের পারলিমেণ্ট।

(৫) আয়ার্লণ্ডের পারলিমেণ্ট।

(৫) যিনি যৎকালে গ্রেটব্রিটন ও আয়ার্লণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের অধিপতি হন তাঁহার আধিপত্য পদারোহণ ও তদীয় স্বাক্ষর।

(৬) ইংলণ্ডীয় আদালত বিচার-কার্য্যে যে সকল মোহর সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন সেই মোহর। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সকল আদালতের মোহর এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরেল সাহেবের কিংবা কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে যে সকল আদালত স্থাপিত হয় সেই সকল আদালতের মোহর আড্‌মিরালীটী অর্থাৎ

মহাসাগরে যে অপরাধ করা যায় তাহার বিচার এবং জাহাজীয় নাবিকদের মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত আদালতের ও পাব্লিক নোটরির মোহর এবং পার্লিমেণ্টের আইন দ্বারা কিংবা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের ব্যবস্থার তুল্য বলবৎ অন্য আইন দ্বারা যে ব্যক্তি মোহর ব্যবহার করিবার অনুমতি পান তাঁহার মোহর।

(৭) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে যাঁহারা যে সময়ে কোন রাজকীয় পদভুক্ত হন, ইণ্ডিয়া গেজেটে কিংবা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তাঁহাদের সেই পদে নিযুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করা গেলে সেই ব্যক্তিদের পদগ্রহণ ও তাঁহাদের নাম ও খ্যাতি ও কার্য্য ও স্বাক্ষর।

(৮) ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতি অন্য যে যে অধিকারের কি রাজ্যের সত্ত্বা ও খ্যাতি ও দেশীয় পতাকা স্বীকার করেন তাহা।

(৯) সময়ের ভাগবিভাগ ও ভূগোল বিদ্যানুসারে ভূবিভাগ এবং রাজকীয় গেজেটে সাধারণের যে পর্ব্ব ও উপবাস ও বন্দের দিন প্রকাশ করা যায় তাহা।

(১০) ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতির অধীন দেশ।

(১১) অন্যান্য রাজ্যের বা ব্যক্তিদলের সহিত ব্রিটনীয় রাজ্যের সংগ্রামাদি কার্য্যের আরম্ভ ও প্রচলন ও অন্ত।

(১২) আদালত-সংক্রান্ত ব্যক্তিদের ও কর্ত্তৃপক্ষদের ও তাহাদের নায়েবদের ও অধীন কর্ম্মকারকদের ও সহকারীদের নাম ও যে সকল কর্ম্মকারক আদালতের পর-

ওয়ানা সাধনার্থ কার্য্য করে তাহাদের নাম এবং আড্-বোকেট্ ও এটর্ণি ও প্রক্টর ও উকীল ও পক্ষসমর্থন-কারী প্রভৃতি যে ব্যক্তিরা আইনমতে আদালতে উপ-স্থিত হইয়া ব্যবহার-কার্য্য করিতে অনুমতি পান তাঁহাদের নাম।

(১৩) পথে যাতায়াতের বিধি।

উক্ত সকল স্থলে এবং সাধারণ ইতিবৃত্ত ও সাহিত্য ও বিজ্ঞান ও বিদ্যা-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আদালত তৎ-প্রকাশক উপযুক্ত পুস্তক কি দলীল দৃষ্টি করিয়া সাহায্য লইতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি আদালতের নিকট বিচারকার্য্যে কোন বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে প্রার্থনা করিলে, ঐ আদালত তাহা করণার্থে যে পুস্তক কি দলীল দৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ করেন, সেই ব্যক্তি সেই পুস্তকাদি উপস্থিত না করিলে ও যত কাল উপস্থিত না করে, আদালত তত কাল ঐ বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(২) "পার্লিমেণ্ট" গ্রেটব্রিটন অর্থাৎ ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড এবং আয়ার্-লণ্ড দেশের জাতি-সাধারণ মহাসভা। ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমতি ক্রমে এই সভা আহূত হইয়া আইনাদি প্রকটন ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্যের আলোচনা করিয়া থাকেন। এই মহাসভার দুইটি ভাগ ও গৃহ আছে। এক ভাগে ও গৃহে রাজ্যস্থ ধর্ম্মযাজক ও অন্যান্য লর্ড উপাধিধারী প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপবেশন করেন ও অন্য ভাগে এবং গৃহে দেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের প্রতিনিধিগণ উপবিষ্ট হয়েন।

(৪) "আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভা-বিষয়ক আইনানু-সারে ইত্যাদি।"

রাজা চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্ব সময়ের ৩ ও ৪ আইন, ৮৫ কে, ৩৯ ধাঃ বিধানানুসারে ভারতবর্ষের রাজস্ব, আদালত ও যুদ্ধসম্বন্ধীয় সমুদায় কার্য্যের ভার ও আধিপত্য গবর্ণর জেনেরল ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের উপর প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত আইনের ৪০ ধারার বিধানে গবর্ণর জেনেরলের ৪ জন মন্ত্রী থাকার নিয়ম আছে। ৪৩ ধারানুসারে গবর্ণর জেনেরল সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৮৩৪ সাল হইতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরল মান্দ্রাজ, বম্বে প্রভৃতি সমুদায় প্রদেশের জন্য আইন প্রস্তুত করিতেন। ১৮৩৪ সালের পূর্ব্বে গবর্ণর জেনেরল কেবল বঙ্গদেশের আইন প্রকটন করিতেন। মান্দ্রাজ ও বম্বে প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা ছিল। ঐ ঐ প্রদেশের আইন কেবল ঐ ঐ প্রদেশেই চলিত। সুতরাং ভিন প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ৩ প্রস্ত আইন প্রচলিত ছিল। বঙ্গদেশের আইন ১৭৮০ সাল হইতে, মান্দ্রাজে ১৮০২ সাল হইতে এবং বম্বে প্রদেশে ১৭৯৯ সাল হইতে আইন প্রকটনারম্ভ হয়। পরে ১৮৫৩ সালে ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পরে ১৮৬১ সালের "ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভা-বিষয়ক আইন" দ্বারা ব্যবস্থা প্রণয়ন-প্রণালী পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই আইনে মান্দ্রাজ ও বম্বে প্রদেশের গবর্ণরদিগকে স্ব স্ব প্রদেশের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল ব্যবস্থা গবর্ণর জেনেরল কর্ত্তৃক মঞ্জুর না হইলে প্রচলিত হইবে না। ঐ আইনে এরূপ বিধান হইয়াছে যে, গবর্ণর জেনেরল বঙ্গদেশ, পঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরদিগকে ব্যবস্থাপক সভা সংস্থাপন করত স্বীয় স্বীয় অধীন দেশের জন্য আইন করণের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। ঐ বিধানের মর্ম্মমত বঙ্গদেশে ১৮৬২ সালের ১৮ এ জানুয়ারি হইতে লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৬) "পব্‌লিক নোটরির মোহর"

বাণিজ্য ব্যবসায়ে ও অন্যান্য কারবারে এক দেশের দলীল ও কাগজ-পত্র এবং বৃত্তান্ত দেশান্তরে সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে কার্য্যকারক স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত উপরোক্ত প্রকারের দলীল কাগজ-পত্র বা বৃত্তান্তের যাথার্থ্য প্রকাশ করেন তাহাকে "পব্‌লিক নোটারি" বলে। যথা—ইংলণ্ডদেশের বন্দরে একখানা জাহাজের কোন

ক্ষতি হইল। কলিকাতার কোন কোন ভদ্রলোকের ঐ জাহাজের অংশ আছে। ক্ষতি প্রকৃত হইয়াছে কি না তাহা তাঁহাদের জানা প্রয়োজন। ইংলণ্ডের যে বন্দরে জাহাজের ক্ষতি হইয়াছে তথাকার "পবলিক নোটারি" পদবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি উক্ত বৃত্তান্ত-বর্ণিত কাগজে "ঘটনা সত্য" এই রূপের বিবরণ লিখিয়া তাহাতে স্বীয় কার্য্যালয়ের মোহরযুক্ত আপন নাম স্বাক্ষর করেন, তবে ঘটনার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয়।

(১২) "আড্ভোকেট"

যে ব্যক্তি কোন বিচারালয়ে অপরের পক্ষ সমর্থন করে; কৌন্সেলি বা বারিষ্টার।

"টর্ণী" যে ব্যক্তি আইনের বিধানানুসারে অন্য ব্যক্তির প্রতিনিধি স্বরূপে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হয়। মোক্তার।

"প্রকটর" মহাসাগরে যে সকল অপরাধ করা যায় তাহার বিচার আদালতে এবং ধর্ম্মযাজন-সংক্রান্ত বিচার-আদালতে যে ব্যক্তি আইনের বিধানানুসারে অন্য ব্যক্তির প্রতিনিধি স্বরূপে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হয়।

৫৮ ধারা। স্বীকৃত বৃত্তান্তের কথা। মোকদ্দমা-ঘটিত কোন কার্য্যে উভয় পক্ষ কিংবা তাহাদের মোক্তারেরা ঐক-বাক্য হইয়া শ্রবণ কালে কোন বৃত্তান্ত স্বীকার করিতে কিংবা শ্রবণের পূর্ব্বে আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপি দ্বারা স্বীকার করিতে সম্মত হইলে কিংবা উত্তর প্রত্যুত্তর করণের যে বিধি যৎকালে প্রচলিত থাকে, তদনুসারে উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা কোন বৃত্তান্ত স্বীকার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইলে, সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আদালত উচিত বোধ করিলে সেই স্বীকৃত বৃত্তান্ত স্বীকার করণ ভিন্ন প্রকারান্তরে সপ্রমাণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

প্রথম ভাগ, স্বত্বোক্তি অধ্যায়, ৫ নিয়ম দ্রষ্টব্য।

৫ অধ্যায়, ৪, ৫ ও ৬ নিয়ম দ্রষ্টব্য।

নর্টন কৃত নিদর্শনতত্ত্ব, ৯৫ ধারা, ১২৭ ধারার, ৭ ও ৮ নিয়ম। ১৭০, ২০১ ২০২, ২০৩, ৫৮২, ২০৪, ২০৫, ২০৬—৯, ২১৭—২০, ২২২, ২২৩, ২২৬—৩১, ৫৩৭, ২৩৩—৩৬, ৫৪৪, ৫৪৬ ও ৫৫৫ ধারা দ্রষ্টব্য।

ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে এক পক্ষ আদালতে যে বিষয় বলে, অন্য পক্ষ তাহার কোন রূপ প্রতিবাদ না করিয়া মৌন থাকিলে প্রথম পক্ষের কথিত বিষয় মৌনাবলম্বীর স্বীকার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। ভারতবর্ষে তদ্রূপ বিধান নাই, প্রতিপক্ষ যে বিষয় প্রতিবাদ করে না তাহা তাহার স্বীকার্য্য বলিয়া গণ্য নয়। ভুবনচন্দ্র সোম বঃ রামদয়াল সামন্ত। ১৪ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৫৫ পৃঃ দেঃ নঃ। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৫৯ ধারার মর্ম্মমত লিখিত বিষয় যাহা মোকদ্দমায় দাখিল হয় তাহা স্বীকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে না, উভয় পক্ষ যে বিষয় লইয়া বিবাদ করে তাহা তাহাদিগকে অথবা তাহাদের জ্ঞাতসার কার্য্যকারকদিগকে বাচনিক পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। সাধুসিংহ বঃ রামানুগ্রহ লাল। ৯ বাঃ সঃ উ রি ৮৩ পৃঃ দেঃ নঃ।

সচরাচর আইনানুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধির স্বীকারোক্তি তত্তৎ নিয়োগকর্ত্তার স্বীকার বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে, কোন পরদানশীন স্ত্রীর পক্ষ হইতে কোন লিখিত স্বীকারোক্তি আদালতে দাখিল হইলে তাহা নিঃসংশয়ে তাহার স্বীকার বলিয়া বিবেচিত হইবে না, যদি ঐ স্ত্রী উক্ত কথা অস্বীকার করে, তবে তাহা যে তদ্দ্বারা বা তাহার প্রতিনিধি দ্বারা দাখিল হইয়াছে তাহার প্রমাণের দায় অপর পক্ষের উপর থাকিবে। আসামতন্নেছা বিবি বঃ আলা হাফেজ। ৮ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৪১৮ পৃঃ দেঃ নঃ।

স্বীকারোক্তির অংশ বিশেষ গৃহীত হইবে না যে নিয়ম আছে তাহা সওয়ালজওয়াবের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে খাটে না। আরজীতে যে সকল কথা লিখিত হয় তাহার যে অংশ দ্বারা বিবাদীর উপকার সম্ভাবনা সে সেই অংশ প্রমাণ রূপে দর্শাইতে পারে, প্রজা রাজকিশোর বঃ বিশ্বনাথ দত্ত সঃ উঃ রিঃ ১৮৬৪ সাঃ ৩০৪ পৃঃ দেঃ নঃ, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১২৪ ধারা দ্রষ্টব্য।

ফৌজদারী কার্য্যবিধান অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ১০ আঃ ২০৬ ধারা, ফরিয়াদীর এজাহার শুনিয়া আসামী দোষ স্বীকার করিলে তখনই দোষ সাব্যস্ত হইবে।

২৩৭ ধারা, সেশন আদালত অভিযোগ শুনাইলে আসামী যদি দোষ স্বীকার করে তাহা হইলে দোষ সাব্যস্ত হইবে।

৪ পরিচ্ছেদ।—বাচনিক সাক্ষ্যের কথা।

বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা বৃত্তান্তের প্রমাণের কথা।

৫৯ ধারা। দলীলের মর্ম্ম ভিন্ন সকল বৃত্তান্ত বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারিবে।

প্রথম ভাগ ৪ অধ্যায়, ব্যক্তি সম্ভূত নিদর্শন দ্রষ্টব্য।

বাচনিক প্রমাণ প্রত্যক্ষ হওয়ার কথা।

৬০ ধারা। বাচনিক সাক্ষ্য সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হয় তাহা যদি দেখা যাইতে পারে তবে ‘ আমি দেখিয়াছি ’ যে সাক্ষী ইহা কহে তাহারই সাক্ষ্য প্রয়োজন।

যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হয় তাহা যদি শুনা যাইতে পারে তবে ‘ আমি শুনিয়াছি ’ যে সাক্ষী ইহা কহে তাহারই সাক্ষ্য প্রয়োজন।

যে বৃত্তান্তের উল্লেখ হয় তাহা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কিংবা অন্য কোন প্রকারে গ্রাহ্য হইলে, আমি সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা বা সেই প্রকারে তাহা গ্রাহ্য করিলাম, যে সাক্ষী ইহা কহে তাহার সাক্ষ্য প্রয়োজন।

কোন অভিমতের কিংবা যে কারণে সেই অভিমত হয় সেই কারণের উল্লেখ হইলে যে ব্যক্তির সেই কারণে সেই অভিমত থাকে তাহারই সাক্ষ্য প্রয়োজন।

পরন্তু যে পুস্তক সামান্যতঃ বিক্রয়ার্থ থাকে প্রবীণ ব্যক্তিদের সেই অভিমত যদি এমত কোন পুস্তকাদিতে ব্যক্ত হয় ও

সেই অভিমতপ্রকাশক ব্যক্তি যদি গত কিংবা অনুদ্দেশ্য কিংবা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হয় কিংবা তাহাকে উপস্থিত করিতে যত বিলম্ব ও যত অর্থব্যয় হয় যদি আদালতের বিবেচনায় তত কাল বিলম্ব ও তত অর্থব্যয় করা অযুক্তি, তবে সেই পুস্তকাদি উপস্থিত করণদ্বারা সেই অভিমতের প্রমাণ ও তাহা যে যে হেতুতে স্থির করা যায় তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

আরো যদি সেই বাচনিক সাক্ষ্য দলীল ভিন্ন কোন পদার্থ দ্রব্যের সত্ত্বা কি অবস্থা সম্পর্কীয় হয়, তবে আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই পদার্থ দ্রব্য দেখিবার জন্য উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৬ হইতে ৫১ ধারা পাঠ কর।

৫ পরিচ্ছেদ।—লিখিত সাক্ষ্যের কথা।

দলীলের মর্ম্মের প্রমাণের কথা।

৬১ ধারা। মুখ্য বা গৌণ সাক্ষ্য দ্বারা দলীলের মর্ম্মের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

মুখ্য সাক্ষ্যের কথা।

৬২ ধারা। আদালতের দেখিবার জন্যে দলীলই উপস্থিত করা গেলে তাহাই মুখ্য সাক্ষ্য।

১ ব্যাখ্যা। কোন দলীল ভিন্ন ভিন্ন ভাগে সম্পাদন হইলে প্রত্যেক ভাগ ঐ দলীলের মুখ্য সাক্ষ্য হয়।

কোন দলীলের অনুলিপি করিয়া সেই দলীল সম্পাদন হইলে ও প্রত্যেক অনুলিপি ঐ দলীল-সংক্রান্ত এক বা কয়েক ব্যক্তি ভিন্ন সকল ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদন হইলে যে

ব্যক্তি যে অনুলিপি করিলেন তাঁহার বিপক্ষে সেই অনুলিপি মুখ্য সাক্ষ্য।

২ ব্যাখ্যা। যদি একিরূপ যন্ত্র দ্বারা অর্থাৎ প্রেসে (মুদ্রাযন্ত্রে) ছাপাইয়া কি লিথগ্রাফ কি ফটগ্রাফ করিয়া দলীলের অনেক খানি করা যায়, তবে উহার প্রত্যেক খানি দলীল অবশিষ্ট সকল খানির কথার মুখ্য সাক্ষ্য হইবে। কিন্তু যদি সে সকলই একি আসল দলীলের নকল হইয়া থাকে তবে তাহা আসল দলীলের কথার মুখ্য সাক্ষ্য নয়।

উদাহরণ।

কোন ব্যক্তির নিকট অনেক ঘোষণা-পত্র থাকে সমুদায়ই একি আসল পত্র দেখিয়া মুদ্রিত হয়। উক্ত সকল পত্রের মধ্যে কোন এক পত্র অন্য সকল পত্রের মর্ম্মের মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে কোন পত্র আসল পত্রের মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে না।

৬৩ ধারা। গৌণ সাক্ষ্য শব্দে নিম্নলিখিত বিষয় বুঝায় ও নিম্নলিখিত বিষয় গণ্য।

গৌণ সাক্ষ্যের কথা।

(১) নিম্নলিখিত বিধানমতে সার্টিফিকেটযুক্ত যে প্রতিলিপি দেওয়া যায় তাহা। (সহীমোহরযুক্ত নকল)

(২) কোন যন্ত্রদ্বারা যে প্রতিলিপি করা যায় তাহা অবশ্য যথার্থ হইলে সেই যন্ত্রদ্বারা আসল পত্র দেখিয়া যে প্রতিলিপি করা যায়, তাহা এবং ঐ প্রতিলিপির সহিত অন্য যে প্রতিলিপি মিলে তাহা।

(৩) আসল পত্র হইতে যে প্রতিলিপি করা যায় এবং আসল পত্রের সহিত যে প্রতিলিপি মিলে তাহা।

(৪) দলীল সংক্রান্ত যে ব্যক্তিরা দলীলের অনুলিপি সম্পাদন করেন নাই তাঁহাদের বিপক্ষে ঐ অনুলিপি।

(৫) কোন ব্যক্তি নিজে কোন দলীল দেখিয়া তাহার মর্ম্মের যে বাচনিক বৃত্তান্ত কহেন তাহা।

উদাহরণ।

(ক) আসল পত্র ফটগ্রাফ করিয়া তাহার প্রতিলিপি করা গেল ইহার প্রমাণ হইলে আসলের সঙ্গে সেই ফটগ্রাফ না মিলা-ইয়াও তাহা ঐ আসল পত্রের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য হয়।

(খ) কাপিইং মেশিন্ অর্থাৎ প্রতিলিপি করিবার যন্ত্র দ্বারা আসল পত্রের প্রতিলিপি করা গেল ইহার প্রমাণ হইলে সেই প্রতিলিপির সঙ্গে অন্য যে প্রতিলিপি মিলে তাহা ঐ পত্রের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য।

(গ) কোন প্রতিলিপি দেখিয়া প্রতিলিপি করা গেলেও পশ্চাৎ আসলের সঙ্গে মিলান গেলে তাহা গৌণ সাক্ষ্য। কিন্তু যে প্রতিলিপি দেখিয়া তাহা করা যায় আসলের সঙ্গে সেই প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখা গেলেও ঐ দ্বিতীয় প্রতিলিপি আসলের সঙ্গে মিলান না গেলে তাহা গৌণ সাক্ষ্য হয় না।

(ঘ) আসলের সঙ্গে যে প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখা গেল তাহার বাচনিক বৃত্তান্ত ও আসল হইতে ফটগ্রাফ দ্বারা কিংবা (আতপচিত্র) প্রতিলিপি করিবার যন্ত্র দ্বারা যে প্রতিলিপি করা যায় তাহার বাচনিক বৃত্তান্ত আসল পত্রের গৌণ সাক্ষ্য হইতে পারে না।

৬৪ ধারা। নিম্নলিখিত স্থল ভিন্ন মুখ্য সাক্ষ্যদ্বারা দলীলের প্রমাণ করিতে হইবে।

মুখ্য সাক্ষ্যদ্বারা দলীলের প্রমাণের কথা।

৬৫ ধারা। দলীল যে আছে এই কথার ও সেই দলীলের অবস্থার বা মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য নিম্নলিখিত স্থলে দেওয়া যাইতে পারিবে।

দলীল বিষয়ে গৌণ সাক্ষ্য যে স্থলে দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

(ক) যে ব্যক্তির বিপক্ষে দলীলের প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয়,

কিংবা যে ব্যক্তির নিকট আদালতের পরওয়ানা পঁহুছিতে পারে না কিংবা যে ব্যক্তি আদালতের পরওয়ানার অনধীন আছে,

কিংবা যে ব্যক্তি আইনমতে তাহা উপস্থিত করিতে আবদ্ধ,

আসল দলীল তাহার অধিকারে বা ক্ষমতাধীনে আছে ইহার প্রমাণ কি অনুভব হইলে,

ও ঐ ব্যক্তি ৬৬ ধারার উল্লিখিত নোটিস পাইয়াও তাহা উপস্থিত না করিলে,

(খ) যে ব্যক্তির বিপক্ষে আসল পত্রের প্রমাণ করা গেল সেই ব্যক্তি কিংবা স্বার্থপক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সেই আসল পত্র থাকার কথা ও তাহার অবস্থা কি মর্ম্ম স্বীকার করিয়াছে প্রমাণ হইলে,

(গ) মূল পত্র নষ্ট কি অনুদ্দেশ্য হইলে, কিংবা যে পক্ষ ঐ পত্রের মর্ম্মের সাক্ষ্য দিতে চাহে সে নিজে শৈথিল্য কি ত্রুটি ভিন্ন কোন কারণে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহা উপস্থিত করিতে না পারিলে,

দলীল বিনষ্ট হইয়াছে বা খোওয়া গিয়াছে এই বিষয়ের প্রমাণ হইলে গৌণ সাক্ষ্য গৃহীত হইবার প্রবল কারণ হইবে। দলীল অকর্ম্মণ্য বিবেচনায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে ইহা প্রমাণ হইলেও দলীলের গৌণ সাক্ষ্য গৃহীত হইবে। মান্দ্রাজ প্রদেশের একটি মোকদ্দমা যাহার আপীল বিলাতে হইয়াছিল তাহাতে এই বিধানের উত্তম একটি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন একটি খতের মোকদ্দমায় প্রতিবাদী খত প্রদান করা অস্বীকার করে। বাদী বলে যে, তাহার খত মুষিক কর্ত্তৃক আংশিক বিনষ্ট হইয়াছে, সে খতের ঐ রূপ বিনষ্ট হওয়া অংশ সকল এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের ১৮০২ সালের ১৭ আইনের মর্ম্মমত খতের রেজিষ্টরীর নকলের এক সহীমোহরযুক্ত নকল আদালতে উপস্থিত করে। কিন্তু তাহার উপস্থিত করা অংশগুলিন যে আসল খতের অংশ তাহার প্রমাণ জন্য সে কোন সাক্ষীর জবানবন্দী করায় নাই, মান্দ্রাজের সদর দেওয়ানী আদালত ঐ অংশ ও নকল প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া বাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন, বিলাত-আপীলে লিখিত দলীলের গৌণ সাক্ষ্য অন্যায় রূপে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত নিষ্পত্তি রহিত হয়। সর ক্রস জজ এই নিষ্পত্তি করেন যে, খতই উক্ত মোকদ্দমার মূল প্রমাণ তদভাবে তাহার বিনষ্ট হওয়ার নিদর্শন গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল। গুডিব, নিদর্শনতত্ত্ব, ৩৪২ পৃঃ।

কোন দলীল খোওয়া গেলে, খোওয়া যাওয়ার এবং তজ্জন্য যথোচিত অন্বেষণ করা হইয়াছে তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে হইবে।

কোন দলীল বিনষ্ট হইয়াছে বা খোওয়া গিয়াছে এরূপ আদালতে প্রকাশিত না হইলে উক্ত দলীল সম্বন্ধে গৌণ সাক্ষ্য গ্রহণ করার উপযুক্ত কারণ হয় না। ঐ দলীলের দ্বারা যে পক্ষের উপকার প্রত্যাশা থাকে সে অন্বেষণে উহা প্রাপ্ত না হইলে বা পাইতে বিশেষ আয়াস পাইতে হইবে এরূপ জানাইলে আদালত তাহাকে যথেষ্ট ও উপযুক্ত সময় দিবেন, এবং ঐ দলীল প্রতিপক্ষের আয়ত্তে থাকিলে তাহাকে উহা উপস্থিত করার জন্য নোটিস দিবেন। উজিরালি বঃ কালীকুমার চক্রবর্ত্তী, ১১ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ২২৮, দেঃ নঃ।

(ঘ) যাহা অনায়াসে স্থানান্তর করা যায় না, মূল সাক্ষ্য এমন ভাবাপন্ন হইলে,

যথা, কোন পাহাড়ের উপরের লেখা, কোন দেওয়ালের উপরে বা স্মরণার্থে যে মন্দির নির্ম্মিত হয় তাহার উপরে, অথবা সমাধিস্থলের প্রস্তরাদির উপরের লেখা, কোন বৃক্ষের উপরের চিহ্ন, অথবা ভিন্ন রাজ্যের প্রচারিত কোন বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। এই সকল বিষয় উপস্থিত করিতে কোন পক্ষকে বাধ্য করিতে হইলে প্রকারান্তরে তাহার প্রমাণ গৃহীত হইবে না বলা হয়। কোন দলীল সম্বন্ধে ঐ রূপ কথা হইলে সন্তোষজনক প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে হইবে যে, দলীল স্থানান্তরিত হওয়া একবারে অসম্ভব। কোন দেওয়ালে একটা পেরেক দ্বারা যদি কোন এস্তাহার লটকান থাকে, তবে ঐ রূপ এস্তাহার আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে। উহার গৌণ সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না। প্তডিব, নিদর্শনতত্ত্ব, ৩৪৯ পৃঃ।

(চ) মূলপত্র ৭৪ ধারার অর্থানুযায়ী সাধারণ স্বার্থের দলীল হইলে,

(ছ) এই আইন দ্বারা কিংবা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের প্রচলিত অন্য আইন দ্বারা যে দলীলের শংসিত প্রতিলিপি সাক্ষ্য স্বরূপে দিবার অনুমতি আছে মূলপত্র সেই প্রকারের দলীল হইলে,

(জ) অনেক হিসাব খাতা বা অন্য দলীল লইয়া সেই মুলপত্র হইলেও সেই সকল খাতা ও দলীল সুবিধামতে আদালতে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে না পারিলে ও যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা সেই সমুদায় পত্রাদির সার ফল হইলে,

(ক) (গ) (ঘ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে দলীলের মর্ম্মের কোন গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

(খ) প্রকরণের স্থলে লিখিত স্বীকার-বাক্য গ্রাহ্য।

(চ) ও (ছ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে দলীলের

শংসিত প্রতিলিপি গ্রাহ্য, কিন্তু অন্য প্রকারের গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়।

(জ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে যে ব্যক্তি সেই প্রকারের দলীল পরীক্ষা করণে পটু এমত ব্যক্তি তাহা উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঐ দলীলের সার ফলের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবে।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৮১ ধারার বিধানমতে আদালত খাতা ও হিসাবাদি পরীক্ষা করণ জন্য ব্যক্তিবিশেষকে নিযুক্ত করিয়া তাহার কৃত কর্ম্ম প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিতে পারেন।

নর্টন-কৃত নিদর্শনতত্ত্ব, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১ ও ৬২৪ ধারা পাঠ কর।

সদর আদালতের ১৮৫১ সালের ৪৯ নঃ মোঃ।

যে সকল দলীল হারাইয়া গিয়াছে অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। গুরুপ্রসাদ গুহ প্রভৃতি বাঃ গিরিশচন্দ্র বক্সি প্রভৃতি প্রতিবাদী। জানুয়ারি ১৮৪৭, বাঃ সঃ দেঃ আঃ নঃ ২৪ নঃ, টকর।

১৮৫৫ সালের ২ আইনের ৩৯ ধারায় এইরূপ বিধান ছিল।

উপস্থিত করিবার নোটিসের বিধি।

৬৬ ধারা। ৬৫ ধারার (ক) প্রকরণে যে দলীলের উল্লেখ হইয়াছে, কোন ব্যক্তি তাহার মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য দিতে চাহিলে, সেই দলীল যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকে তাহাকে আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা উপস্থিত করিবার নোটিস দিবে। আইনে নোটিস নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে মোকদ্দমার গতিক বিশেষে আদালত যে নোটিস যুক্তিমত জ্ঞান করেন সেই নোটিস দিবে। না দিলে ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য লওয়া যাইবে না।

পরন্তু নিম্নলিখিত কোন স্থলে কিংবা অন্য যে স্থলে আদালত ঐ নোটিস না দেওয়া বিহিত জ্ঞান করেন সেই স্থলে গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রকারের নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

(১) যে দলীলের প্রমাণ করিতে হইবে সেই দলীলই নোটিস হইলে।

(২) বিপক্ষ পক্ষের সেই দলীল উপস্থিত করিতেই হইবে, মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় বিপক্ষ ইহা অবশ্য জানিলে।

(৩) বিপক্ষ ব্যক্তি প্রতারণা বা বলক্রমে মূলপত্র হস্তগত করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে বা ইহার প্রমাণ হইলে।

(৪) মূলপত্র আদালতে বিপক্ষ পক্ষের কিংবা তাহার মোক্তারের নিকট থাকিলে।

(৫) দলীল হারাইয়াছে বিপক্ষ পক্ষ কিংবা তাহার মোক্তার ইহা স্বীকার করিলে।

(৬) দলীল যাহার অধিকারে থাকে তাহার নিকট আদালতের পরওয়ানা পঁহুছিতে না পারিলে কিংবা সে আদালতের পরওয়ানার অধীন না হইলে।

দলীল উপস্থিত করার নোটিস এবং ঐ নোটিস কিরূপে প্রতিপক্ষের প্রতি জারী করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১০৭ ধারা পাঠ কর।

৬৭ ধারা। দলীল নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বলিয়া কিংবা সম্পূর্ণ পত্র কি তাহার একাংশ কোন ব্যক্তির লিখিত বলিয়া কথিত হইলে ঐ স্বাক্ষর তাহারই এবং দলীলের যে অংশ তাহার হস্তলিখিত বলিয়া কথিত হয় তাহা প্রকৃতই তাহার হস্তলিখিত ইহার প্রমাণ করিতে হইবে।

প্রদর্শিত দলীল অমুকের স্বাক্ষরিত বা লিখিত বলিয়া কথিত হইলে স্বাক্ষরের ও হাতের লেখার প্রমাণের কথা।

নিম্নলিখিত চারি প্রকারে হস্তাক্ষরের প্রমাণ করা যাইবে। প্রথমতঃ প্রতিপক্ষের স্বীকারোক্তির দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ, যে ব্যক্তি লিখিতে দৃষ্টি করিয়াছে তাহার জবানবন্দী দ্বারা, তৃতীয়তঃ, যে ব্যক্তি লেখকের লেখা চেনে এবং অন্যান্য অনেক সময়ে লেখককে লিখিতে দেখিয়াছে, লেখকের সহিত পত্রাপত্র চালাইয়াছে ও অন্যান্য কারণে লেখকের হস্তাক্ষর উত্তম রূপে পরিচয় করিতে পারে তাহার জবানবন্দী দ্বারা চতুর্থতঃ স্বাক্ষর তুলনা দ্বারা।

নর্টন কৃত নিদর্শনতত্ত্বের ৩৮২, ৩৮৪—৮৬, ৫৫৭, ৫৪৯, ৫৫৬ ধারা পাঠ কর।

স্বাক্ষরকারী সাক্ষী বিশেষ কারণ বশতঃ অনুপস্থিত থাকিলে ও তদ্দ্বারা তাহার হস্তাক্ষরের প্রমাণ না হইলে যদি উক্ত বিষয়ের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার এইরূপ নিয়ম না থাকিত তবে পদে পদে ন্যায় বিচারের প্রতিবন্ধকতা দৃষ্ট হইত।

৬৮ ধারা। আইন অনুসারে যদি দলীলে সাক্ষীদের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক তবে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ন্যূনকল্পে এক এক জন সাক্ষী জীবিত থাকিলে এবং আদালতের পরওয়ানার অধীন থাকিলে ও সাক্ষ্য দিবার সক্ষম হইলে, সেই সাক্ষীকে ঐ পত্র সম্পা-

আইন অনুসারে যে দলীলে সাক্ষীদের স্বাক্ষর করা প্রয়োজন তাহার স্বাক্ষরের প্রমাণের কথা।

দন হইবার প্রমাণ দিবার জন্যে আহ্বান না করা গেলে তাহা সাক্ষ্য স্বরূপে ব্যবহার হইবে না।

উইলের স্বাক্ষর প্রমাণ সম্বন্ধে ১৮৬৫ সালের ১০ আঃ ৫০ ও ৫২ ধারা দ্রষ্টব্য।

স্বাক্ষরকারী সাক্ষী অন্ধ বা পাগল হইলে কি মরিয়া গেলে বা তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইলে এবং তত্তদ্বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে অন্যরূপে তাহার স্বাক্ষর প্রমাণ করা যাইবে। নর্টন, নিদর্শনতত্ত্ব।

স্বাক্ষরকারী সাক্ষীর উদ্দেশ না পাওয়া গেলে পত্রের প্রমাণের কথা।

৬৯ ধারা। স্বাক্ষরকারী কোন সাক্ষীর উদ্দেশ না পাওয়া গেলে, কিংবা সংযুক্ত রাজ্যের মধ্যে দলীল সম্পাদন হইল বলিয়া দেখা গেলে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ন্যূনকল্পে এক জন সাক্ষীর স্বাক্ষর তাহার নিজহাতের লেখা, ও যে ব্যক্তি ঐ পত্র সম্পাদন করে তাহার স্বাক্ষর তাহার নিজহাতে লেখা হইয়াছে, এই এই বিষয়ের প্রমাণ করিতে হইবে।

"সংযুক্তরাজ্য" ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড এবং আয়ার্‌লণ্ড।

এক পক্ষ সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত দলীলের সম্পাদন স্বীকার করিলে তাহার কথা।

৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত দলীল আমি সম্পাদন করিলাম বলিয়া স্বীকার করিলে আইন অনুসারে সেই দলীলে সাক্ষীদের স্বাক্ষর করা আবশ্যক হইলেও, সেই স্বীকার-বাক্য উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ হইবে।

৭১ ধারা। দলীল সম্পাদন হইল স্বাক্ষরকারী সাক্ষী এই কথা অস্বীকার করিলে কি তাহার স্মরণ নাই বলিলে, অন্য সাক্ষ্যদ্বারা সেই পত্র সম্পাদনের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

স্বাক্ষরকারী সাক্ষী সেই পত্র সম্পাদন অস্বীকার করিলে প্রমাণের কথা।

৭২ ধারা। যে দলীলে আইন মতে সাক্ষীদের স্বাক্ষর করা আবশ্যক নয়, সাক্ষীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত না হওযার ন্যায় সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত ঐ দলীলের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

আইন দ্বারা যে দলীলে সাক্ষীদের স্বাক্ষর করা অনাবশ্যক সেই দলীলের প্রমাণের কথা।

৭৩ ধারা। কি স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর যে ব্যক্তির দ্বারা লেখা কি করা গেল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় প্রকৃত তাহারই স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর ইহা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত, অন্য যে স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর তাহারই লেখা কি করা বলিয়া স্বীকার হইল কিংবা আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ করা গেল, তাহা অন্য কারণে উপস্থিত বা প্রমাণিত না-হইলেও উক্ত যে স্বাক্ষরাদির প্রমাণ করিতে হইবে তাহার সঙ্গে তাহা মিলাইয়া দেখা যাইতে পারিবে।

হাতের লেখা মিলাইয়া দেখিবার কথা।

কোন কথা কি অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির লিখিত বলিয়া কথিত হইলে, আদালত সেই কথার কি অঙ্কের সঙ্গে মিলাইবার নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত সেই ব্যক্তিকে অন্য কোন কথা কি অঙ্ক লিখিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

১৮৫৫ সালের ২ আঃ ৪৮ ধারায় উপরোক্ত বিধান ছিল, মহারাণী বঃ

আমানুল্লা মোল্লা, ৬ বাঃ সঃ উঃ রিঃ৫ পৃঃ ফৌঃ নঃ এই মোকদ্দমায় হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, এই বিধান উভয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমায় খাটিবে।

সুবিখ্যাত নিদর্শনতত্ত্ব-লেখক গুডিব সাহেব বলেন, হস্তাক্ষর তুলনা দ্বারা যে পরীক্ষা হয় তাহা অভ্রান্ত নয়। বিশেষ সতর্কতার সহিত ঐরূপ প্রমাণ গ্রহণ করা কর্তব্য। বয়স্ ভেদে একি ব্যক্তির হস্তাক্ষর ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়া থাকে, এমন কি এক সময়েও হস্তাক্ষর ভিন্ন ভিন্ন মত হইতে পারে। বয়োধিক্য, দৌর্ব্বল্য ও পীড়ানিবন্ধন হস্তাক্ষরের বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক লিখিলে এক রূপ হস্তাক্ষর হয়, আবার অতি দ্রুতবেগে লিখিলে তদন্যথা হইতে পারে। হস্ত রাখার প্রণালী, এবং কাগজ ধরার প্রণালী ভেদে ও ভিন্ন ভিন্ন মত হস্তাক্ষর হইতে পারে।

নর্টন ৩৮৫, ৩৮৬ ও ৫৫৭ ধারা দ্রষ্টব্য।

সাধারণ স্বার্থের দলীলের কথা।

সাধারণ স্বার্থের দলীলের কথা।

৭৪ ধারা। নিম্নলিখিত দলীল সাধারণ স্বার্থের দলীল হয়।

(১) যে দলীল

(১) দেশাধিপতির, কিংবা

(২) রাজকীয় সমাজদলের ও আদালতের, কিংবা

(৩) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর শাসনাধীন অন্য দেশের কিংবা ভিন্ন দেশের ব্যবস্থাপন বা বিচার বা রাজকার্য্য সম্পাদন করণার্থ রাজকীয় কার্য্য-কারকদের আইন কি আইনের নিদর্শন হয়।

(২) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে সাধারণ ব্যক্তিদের দলীলের যে রিকার্ড (বিবরণ) রাজকীয় কার্য্যালয়ে রাখা যায়তাহা।

নর্টন ৭৯ ধারা দ্রষ্টব্য।

প্রথম ভাগ, লিখিত নিদর্শন অধ্যায় পাঠ কর।

সাধারণ স্বার্থের দলীলের দৃষ্টান্ত।

পার্‌লিমেণ্টের আইন, ব্যবস্থাপক সভার আইন, রাজকীয় আইন, প্রকাশ্য রেজিষ্টরী বহী, সাধারণ ইতিহাসের কথা, বিচারকার্য্য-সংক্রান্ত নিষ্পত্তি, জবানবন্দী, এজাহার, সমন, এত্তেলা, দস্তক।

৭৫ ধারা। অন্য সকল দলীল অপ্রকাশ।

অপ্রকাশ দলীলের কথা।

অপ্রকাশ বা ব্যক্তিনিষ্ঠ দলীলের দৃষ্টান্ত।

উইলনামা, খত, হুণ্ডী, অন্যান্য প্রকার চুক্তি।

প্রথম ভাগ, লিখিত নিদর্শন ব্যক্তিনিষ্ঠ পাঠ কর।

নর্টন, ৭৯, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১ ধারা দৃষ্টি কর।

সাধারণ স্বার্থের দলীলের শংসিত প্রতিলিপির কথা।

৭৬ ধারা। সাধারণ স্বার্থের যে লিপি সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টি করিবার স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি আইন মতে ফী দিয়া তাহার প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে, ঐ দলীল রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সংরক্ষণে থাকে তিনি সেই ব্যক্তিকে ঐ দলীলের প্রতিলিপি দিবেন ও সেই প্রতিলিপি ঐ দলীলের কিংবা বিষয় বিশেষে তদংশের যথার্থ প্রতিলিপি আছে ঐ প্রতিলিপির তলভাগে এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন, ও উক্ত কার্য্যকারক সেই সার্টিফিকেটে তারিখ ও আপন নাম ও পদের খ্যাতি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন, এবং উক্ত কার্য্যকারক আইন মতে মোহর ব্যবহার করিতে পারিলে ঐ সার্টিফিকেট তাঁহার মোহরে মোহরাঙ্কিত হইবে, ও সার্টিফিকেট-যুক্ত সেই প্রতিলিপি শংসিত প্রতিলিপি নামে খ্যাত হইবে।

ব্যাখ্যা।—কোন কার্য্যকারকের পদসংক্রান্ত কার্য্যের ধারাক্রমে তিনি তদ্রূপ প্রতিলিপি দিবার সক্ষম হইলে এই ধারার অর্থমতে সেই দলীল তাঁহারই রক্ষণে আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৩৮ ধারার বিধানানুসারে এক আদালত অপর যে কোন আদালত হউক তথা হইতে নথী আদি আনিয়া দৃষ্টি করিতে পারেন। সাধারণ স্বত্বের দলীল ও কাগজ-পত্র ব্যতিরেকে অন্য কোন কাগজ আনিবার বিধি নাই। রাজ্য সম্পর্কীয় কোন দলীল যাহার বিবরণ প্রকাশিত হইলে কোন রূপ অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা আছে তাহা দৃষ্টি করা নিষিদ্ধ।

কাজীর রেজেষ্টরী বহী অফিস রিকার্ড রূপে গণ্য নয়। সাধারণ স্বার্থের দলীল ব্যতিরেকে অন্য দলীল বা কাগজ-পত্র আনাইয়া দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য নয়। জগন্নাথ বাবু বঃ সৈয়দ মহম্মদ হোসেন। ১৫ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ১৭৩ পৃষ্ঠাঃ দেঃ নঃ।

কাজীর সমক্ষে কোন কবালা বা অন্য কোন দলীল রেজিষ্টরী হইলে কাজীর সেরেস্তায় আসল কবালার যে নকল থাকে ঐ নকলের সহীমোহর যুক্ত নকল ১৭৯৩ সাঃ ৩৬ আঃ ১৭ ধারার অন্তর্গত গণ্য হইবে না। কিন্তু আসল দলীল লিখিত-পড়িত হওয়ার ও তাহা পরে খোওয়া যাওয়ার ও নকল যে যথার্থ তাহার প্রমাণ হইলে উক্ত প্রকারের নকল গৃহীতব্য। শ্রীমন্ত-কুমার বঃ আকবর মণ্ডল। ৮ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৪৩৮ পৃঃ দেঃ নঃ।

বাদী যে দলীলের উপর তাহার দাবী স্থাপন করে ঐ দলীল প্রতিবাদীর কর্ত্তৃআধীনে আছে। প্রতিবাদীর চক্রান্তে বাদী তাহা আদালতে উপস্থিত করাইতে অপারগ হইল। এস্থলে আসামী স্বয়ং অপর কোন আদালতে ঐ দলীলের নকল যে দাখিল করিয়াছিল তাহাই মুল দলীলের গৌণ সাক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইবে। প্রতিবাদীর দাখিলী ঐ নকল যে আদালতে ছিল, আদালতের নিয়মানুসারে তাহা স্থানান্তরিত হইতে পারে না, এস্থলে ঐ নকলের শংসিত নকলও মুল দলীলের গৌণ সাক্ষ্য রূপে গ্রাহ্য হইবার বাধা নাই। মকবুল আলি বঃ মছনুদ বিবি। ১১ বাঃ উঃ রিঃ ৩৯১।

৭৭ ধারা। সেই শংসিত প্রতিলিপি সাধারণ স্বার্থের যে দলীলের কিংবা তাহার যে অংশের প্রতিলিপি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার মর্ম্মের প্রমাণে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

সেই প্রতিলিপি উপস্থিত করিবার কথা।

৭৬ ধারার টীকা পাঠ কর।

৭৮ ধারা। নিম্নলিখিত মতে রাজকীয় নিম্নলিখিত দলীলের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

রাজকার্য্যসংক্রান্ত অন্য অন্য দলীলের প্রমাণের কথা।

(১) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য সম্পাদন সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মবিভাগের কিংবা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের কিংবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মবিভাগের আইনের কি আজ্ঞার কি জ্ঞাপন-পত্রের প্রমাণ।

ঐ ঐ কর্ম্মবিভাগের প্রধান কর্ম্মকারকদের সার্টিফিকেট সহিত ঐ ঐ কর্ম্মবিভাগের রিকার্ড দ্বারা,

কিংবা উক্ত কোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রিত বলিয়া কোন দলীলের দ্বারা করা যাইবে।

(২) ব্যবস্থা-প্রণেতাদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ ঐ ঐ কর্ম্মকারকদের কার্য্যের দৈনিক বর্ণনা-পত্র দ্বারা কিংবা প্রকাশিত আইনের কি তাহার সারাংশের কিংবা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রিত বলিয়া তৎপ্রতিলিপি দ্বারা করা যাইবে।

(৩) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিংবা প্রিবি কৌন্সেলের কিংবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মবিভাগের প্রচারিত ঘোষণা-পত্রের কি আজ্ঞার কি বিধানের প্রমাণ

"প্রিবি কৌন্সেলে" যে সকল বিচারকগণ বিলাত-আপীলের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন তাঁহাদিগের সভা।

লণ্ডন গেজেটে প্রকাশিত কিংবা মহারাণীর প্রিণ্টরের দ্বারা মুদ্রিত বলিয়া ঐ পত্রাদির প্রতিলিপির কি তাহা হইতে উদ্ধৃত কথার দ্বারা করা যাইবে। (প্রিণ্টর—মুদ্রাঙ্কণকারী)

(৪) ভিন্ন দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যসম্পাদকদের আইনের কিংবা-ব্যবস্থা প্রণেতৃগণের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ তাঁহাদের অনুমতি ক্রমে প্রকাশিত পত্রাদির কিংবা তদ্দেশে তাঁহাদের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত বলিয়া সামান্যতঃ যে পত্রাদি গৃহীত হইয়া থাকে তদ্দ্বারা কিংবা তদ্দেশের বা তদ্দেশীয় রাজার মোহরে শংসিত প্রতিলিপি দ্বারা, কিংবা ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরেল সাহেবের কোন সাধারণ আইনেতে স্বীকৃত হওন দ্বারা করা যাইবে।

(৫) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত মিউনিসিপল অর্থাৎ নগর-সম্বন্ধীয় সমাজের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ। ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিবরণের প্রতিলিপি ঐ কার্য্য-বৃত্তান্তের আইন মত রক্ষকের দ্বারা শংসিত হইলে সেই প্রতিলিপি দ্বারা, কিংবা ঐ সমাজের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত হইল বলিয়া কোন মুদ্রিত পুস্তক দ্বারা করা যাইবে।

(৬) ভিন্ন দেশীয় সাধারণ স্বার্থের অন্য কোন দলীল, মূলপত্র দ্বারা, কিংবা মূলপত্র আইন মতে যে কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকে তৎকর্ত্তৃক নিয়মিত রূপে শংসিত প্রতিলিপি বলিয়া নোটরি পব্লিকের কিংবা ব্রিটনীয়

কন্‌সলের কিংবা রাজদূত স্বরূপ কর্ম্মকারকের মোহরাঙ্কিত সার্টিফিকেট সহিত উক্ত আইনমত রক্ষকের শংসিত প্রতিলিপি দ্বারা, এবং ভিন্ন দেশীয় ব্যবস্থামতে দলীলের ভাবের প্রমাণ ক্রমে সপ্রমাণ করা যাইবে।

দলীল-বিষয়ক অনুমানের কথা।

৭৯ ধারা। সার্টিফিকেট ও শংসিত প্রতিলিপি ও অন্য যে দলীল আইনমতে কোন বিশেষ বৃত্তান্তের সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরেল সাহেব ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কিংবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ এদেশীয় কোন রাজ্যাধিকারের অন্তর্গত যে কার্য্যকারককে সার্টিফিকেট দিবার নিয়মিত ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁহার দ্বারা শংসিত হওয়ার মত দেখাইলে আদালত সেই পত্র প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন। কিন্তু আইনেতে যে পাঠে ও যে মর্ম্মানুসারে সেই পত্র লিখিবার আজ্ঞা থাকে, উক্ত দলীল যেন বস্তুতঃ সেই পাঠে ও সেই মর্ম্মানুসারে লেখা থাকে। আরো উক্ত কোন দলীল যে কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত কিংবা শংসিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, তিনি উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করণ কালে রাজকীয় যে পদ উল্লেখ করিলেন তাঁহার তৎকালে সেই পদ ছিল আদালত ইহার অনুমতি করিবেন।

শংসিত প্রতিলিপি প্রকৃত বলিয়া অনুমান হইবার কথা।

সত্য বলার প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বয়ং সাক্ষ্য স্বরূপে কোন বৃত্তান্ত লিপি করিলে ঐ লিখিত বৃত্তান্ত মিথ্যা বলিয়া যদি মিথ্যা বলার অভিযোগ হয় তাহা হইলে বর্ণিত লিখন বর্ত্তমান থাকিলে তাহা অবশ্য আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে। যে দলীল কৃত্রিম করা বলিয়া অভিযোগ হয়

তাহা বর্ত্তমান থাকিলে অবশ্যই তাহা দর্শাইতে হইবে। প্রভৃতির নিদর্শন-তত্ত্ব।

সার্টিফিকেট-যুক্ত দলীল যাহা ভারতবর্ষে প্রমাণ রূপে গ্রহণীয় হয় তাহার দৃষ্টান্ত। যথা—

১৮৩৫ সালের ১১ আঃ ৪ ধাঃ বিধানমত কোন সংবাদ-পত্রের প্রকাশক বা মুদ্রাঙ্কণকারীর প্রতিজ্ঞা-পত্র।

১৮৪১ সালের ১০ আঃ ২২ ধাঃ মর্ম্মমত ইংলণ্ডীয় জাহাজ সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা, শপথ বা রেজিষ্টরী হয়।

১৮৪৭ সালের ২০ আঃ ৩ ধাঃ বিধানমত পুস্তকের স্বামিত্ব সম্বন্ধীয় রেজিষ্টরীর লিখিত বৃত্তান্ত।

বিবাহ সম্বন্ধীয় রেজিষ্টরী বহীর বৃত্তান্ত।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১১৮ ধাঃ মর্ম্মমত দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর বৃত্তান্ত।

১৮৬৫ সালের ১১ আঃ ২০ ধারার লিখিত মফস্বল ছোট আদালত সমূহের ডিক্রী।

১৮৬৫ সালের ৫ আঃ ৪৪ ধারার মর্ম্মমত বিবাহের সার্টিফিকেট প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য।

নর্টন, ৪৫৪ ও ৪৫৬ ধারা পাঠ কর।

সাক্ষ্যের লিপি উপস্থিত করা গেলে অনুমানের কথা।

৮০ ধারা। বিচারকার্য্য-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কিংবা আইনমতে সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে সাক্ষীর দত্ত সাক্ষ্যের কি তদংশের লিপিবদ্ধ পত্র কি মর্ম্মাত্মক পত্র বলিয়া কিংবা কোন বন্দীর কি অভিযুক্ত ব্যক্তির আইন অনুসারে গৃহীত উক্তি কি অপরাধ স্বীকার বলিয়া কোন দলীল জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিংবা পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত বলিয়া, কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে, আদালত এই অনুমান করিবেন,

যে, ঐ দলীল প্রকৃত এবং স্বাক্ষর করিলেন বলিয়া যে ব্যক্তি নির্দ্দেশ হয়, তিনি ঐ সাক্ষ্যগ্রহণের ভাবগতিক বিষয়ে যে উক্তি করেন তাহা সত্য ও সেই সাক্ষ্য ও উক্তি ও অপরাধ স্বীকার নিয়মিতরূপে লওয়া গেল।

নূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধি আঃ ২৪৮ ধারার বিধানে অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে যেরূপ জওয়াব দেয় তাহা সেশন আদালতে প্রমাণরূপে গ্রাহ্য।

২৪৯ ধারা—মাজিষ্ট্রেট সমক্ষে যে যে প্রমাণ দর্শিত হয় তাহা সেশন আদালতে প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য।

৩২৩ ধারা—ডাক্তারের জবানবন্দী প্রমাণ, পুঃ আঃ ৩৬৮ ধারা।

৩২৫= রাসায়নিক পরীক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত রিপোর্ট প্রমাণ। পুঃ কাঃ ৩৭০ ধারা।

৩২৭= আসামীর অসমক্ষে গৃহীত প্রমাণ স্থল বিশেষ প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য।

আসামী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে অপরাধ স্বীকার করিয়া পরে সেশন আদালতে অস্বীকার করিলে প্রথম স্বীকারের বলেই তাহার দোষ সাব্যস্ত হইতে পারিবে। মহারাণী বঃ ডটর্ন বজয়ান ১২ বাঃ উঃ রিঃ ৪৯ পৃঃ ফৌঃ নঃ।

গেজেটের বিষয়ে অনুমানের কথা।

৮১ ধারা। লণ্ডন গেজেট কিংবা ইণ্ডিয়া গেজেট কিংবা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের কিংবা ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতির কোন উপনিবেশের কিংবা অধীন কি অধিকৃত দেশের গবর্ণমেণ্ট গেজেট কিংবা সংবাদপত্র কি দৈনিকপত্র কিংবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রিণ্টর কর্ত্তৃক মুদ্রিত পার্লিমেণ্টের বিশেষ আইনের প্রতিলিপি বলিয়া যে দলীল উদ্দিষ্ট হয়, আদালত সেই প্রত্যেক দলীল প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন এবং

কোন আইনমতে কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন দলীল রক্ষা করিবার আদেশ থাকিলে সেই দলীল বলিয়া কোন দলীল উপস্থিত করা গেলে যদি বস্তুতঃ সেই দলীল আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে রাখা গিয়া থাকে ও উপযুক্ত ব্যক্তির রক্ষণ হইতে উপস্থিত করা যায়, তবে সেই দলীল প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন।

"আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে রাখা গিয়া থাকে" ৯০ ধারা পাঠ কর।

ইংলণ্ডে মোহরের কিংবা স্বাক্ষরের প্রমাণ ভিন্ন যে দলীল গ্রাহ্য হয় তদ্বিষয়ক অনুমানের কথা।

৮২ ধারা। ইংলণ্ডে কি আয়র্লণ্ডে যৎকালে যে আইন প্রচলিত হয় তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট দলীলে যে মোহর কি ষ্টাম্প থাকে কিংবা যথার্থ বলিয়া তাহাতে যে স্বাক্ষর দেওয়া যায় তাহার প্রমাণ না লইয়া ও তাহাতে যে ব্যক্তির স্বাক্ষর উদ্দিষ্ট হয় তিনি আপনার যে পদ ব্যক্ত করিয়াছেন আদালত-সংক্রান্ত কিংবা রাজ-কার্য্য-ঘটিত তাঁহার সেই পদের প্রমাণ না লইয়া ইংল-ণ্ডের কিংবা আয়র্লণ্ডের কোন আদালতে বিশেষ বাক্যের প্রমাণে ঐ দলীল উপস্থিত করা যাইতে পারে। এমত দলীল বলিয়া কোন দলীল কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে, উক্ত মোহর কি ষ্টাম্প কি স্বাক্ষর প্রকৃত আছে ও যে ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন তিনি আপনাকে আদালত কি রাজস্ব-সংক্রান্ত যে পদ-বিশিষ্ট বলিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন তৎকালে তাঁহার সেই পদ ছিল আদালতের এমত অনুমান হইবে, এবং ইংলণ্ডে ও আয়র্লণ্ডে ঐ দলীল

যে কার্য্যের নিমিত্তে গ্রাহ্য হইত সেই কার্য্যের নিমিত্ত গ্রাহ্য হইবে।

ইংলণ্ড বা আয়ার্লণ্ড দেশীয় প্রমাণ-বিষয়ক আইন অতিশয় উৎকৃষ্ট, সেই সকল আইনের মর্ম্মমত যে কান দলীল প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য তাহা ভারতবর্ষে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবার কোন বাধা নাই।

কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে ম্যাপ করা যায় তাহার প্রমাণের কথা।

৮৩ ধারা। কোন ম্যাপ কি নক্‌শা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে করা গেল বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে তাহা সেই আজ্ঞামতে করা গেল ও তাহা পরিশুদ্ধ আছে, আদালতের এমত অনুমান হইবে। কিন্তু কোন মোকদ্দমার উপলক্ষে যে ম্যাপ কি নক্‌শা করা যায় তাহার শুদ্ধতার প্রমাণ করিতে হইবে।

থাকবস্তার নক্‌শা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে কৃত হওয়া বলিয়া জানিতে হইবে।

ত্রিশ বর্ষের অধিক কালের কোন দলীলের মধ্যে কোন নক্‌শা থাকিলে এবং ঐ দলীল আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে রক্ষিত হওয়ার প্রমাণ হইলে তাহা প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে।

বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সমাজের ১৮৬২ সালের ৬ আঃ ৯ ধারার বিধানমত রাইয়তের সমক্ষে যে নক্‌শা করা হয় এবং যে নক্‌শায় রাইয়তগণ সম্মত হইয়া নাম স্বাক্ষর করে তাহা স্বীকারোক্তি রূপে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য। রাইয়তগণের অসমক্ষে ঐ রূপ নক্‌শা প্রস্তুত হইলেও যদি রাইয়তগণের উপর কালেক্টর সাহেবের আদেশমত উপস্থিত থাকার জন্য নোটিস জারী হইয়া থাকে এবং তাহারা ইচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইতে ত্রুটি করিয়া থাকে তাহা হইলেও ঐ নক্‌শা প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইবে।

৮৪ ধারা। কোন পুস্তকে কোন দেশের কোন আইন আছে ও তাহা ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে মুদ্রিত কি প্রকাশিত হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে,

আইন-সংগ্রহের ও নিষ্পত্তির রিপোর্টের বিষয়ে অনুমানের কথা।

এবং কোন পুস্তক ঐ দেশের আদালতের নিষ্পত্তির রিপোর্ট বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে আদালত তাহা প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন।

৮৫ ধারা। মোক্তারনামা বলিয়া কোন দলীল নোটরি পব্লিকের কিংবা কোন আদালতের কি জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিংবা ব্রিটনীয় কন্সলের কি প্রতিনিধি কন্সলের কিংবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্তের সম্মুখে সম্পাদন করা গেল ও তৎ কর্ত্তৃক সত্যাকৃত হইল বলিয়া উপস্থিত করা গেলে, তাহা উক্ত প্রকারে সম্পাদিত ও সত্যাকৃত হইল, আদালত এমত অনুমান করিবেন।

মোক্তারনামা বিষয়ক অনুমানের কথা।

ভারতবর্ষের রেজিষ্টরী আইন অর্থাৎ ১৮৭১ সালের ৮ আইনের ৩৩ ধারার মর্ম্মমত রেজিষ্টর, সব্‌রেজিষ্টর, মাজিষ্ট্রেট, নোটরি পবলিক, কোন আদালত, কোন জজ, কোন মাজিষ্ট্রেট, ব্রিটনীয় কোন কন্সল, ডেপুটি কন্সল, এবং মহারাণী বা গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধি দ্বারা যে কোন মোক্তারনামার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, ঐ যাথার্থ্যের বিবরণ মোক্তারনামার উপরে লিখিত থাকিলে তাহা যথার্থ বলিয়া গৃহীত হইবে।

৮৬ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারের অন্তর্গত দেশ ভিন্ন কোন দেশের আদালতের কোন কাগজপত্রের শংসিত প্রতিলিপি বলিয়া কোন দলীল উদ্দিষ্ট হইলে,

ভিন্ন দেশীয় আদালতের কাগজপত্রের শংসিত প্রতিলিপি-বিষয়ক অনুমানের কথা।

তদ্দেশে আদালতের কাগজ-পত্রের প্রতিলিপি শংসিত করিবার যে রীতি চলন আছে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিংবা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের তদ্দেশনিবাসী কোন স্থলাভিষিক্ত ঐ দলীল সেই রীতিমতে শংসিত হইয়াছে বলিয়া সার্টিফিকেট দিলে আদালত সেই দলীল প্রকৃত ও পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান করিবেন।

পুস্তকের ও ম্যাপের বিষয়ে অনুমানের কথা।

৮৭ ধারা। আদালত রাজকীয় কিংবা সাধারণের স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ের সন্ধান জানিবার জন্যে যে পুস্তকে দৃষ্টি করেন, এবং প্রকাশিত যে ম্যাপের কি চার্টের কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয় ও আদালতের দেখিবার জন্যে উপস্থিত করা যায় সেই পুস্তক ও ম্যাপাদি যে ব্যক্তি দ্বারা যে স্থানে যে সময়ে লিখিত কি প্রকাশিত হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, সেই পুস্তকাদি সেই ব্যক্তি দ্বারা সেই সময়ে সেই স্থানে প্রকাশিত হইল, আদালত এই অনুমান করিবেন।

ফটগ্রাফ ও কল দ্বারা কৃত প্রতিলিপি ও টেলিগ্রাফের দ্বারা প্রেরিত বার্ত্তা বিষয়ের অনুমানের কথা।

৮৮ ধারা। টেলিগ্রাফ আফিস হইতে কোন ব্যক্তির নামে বার্ত্তা আইল বলিয়া ঐ ব্যক্তির নিকট পাঠান গেলে, যে আফিস হইতে তাহা পাঠান গেল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, ঐ বার্ত্তা সেই আফিস হইতে প্রেরিত বার্ত্তার সঙ্গে মিলে, আদালত ইহা অনুমান করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ বার্ত্তা পাঠাইবার জন্যে যে ব্যক্তির হাতে দেওয়া গেল, আদালত সেই ব্যক্তির বিষয়ে কোন প্রকারের অনুমান করিবেন না।

৮৯ ধারা। দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হইলে ও উপস্থিত করিবার নোটিস দেওয়া গেলে পর উপস্থিত না করা গেলে তাহা আইনের নির্দ্দিষ্ট মতে সাক্ষীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হইল ও তাহাতে ইষ্টাম্প করা গেল, আদালত এই অনুমান করিবেন।

দলীল উপস্থিত না করা গেলে তাহার উচিত মতে সম্পাদনাদি হইবার অনুমানের কথা।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৭০ ধারায় বিধান আছে, মোকদ্দমায় লিপ্ত কোন পক্ষের অধিকারে থাকা কোন দলীল উপস্থিত করার আদেশ করা গেলে যদি সে তাহা উপস্থিত না করে তবে আদালত ত্রুটিকারী পক্ষের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমায় লিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষেই এই রূপ নিয়ম প্রচলিত করা বিধিসিদ্ধ, এই ধারার মর্ম্ম অপর সাক্ষিগণের সম্বন্ধে খাটাইয়া তাহার ফলাফল মোকদ্দমায় লিপ্ত পক্ষ বিপক্ষের উপর দর্শাইলে বিশেষ অন্যায়ের সম্ভাবনা।

৯০ ধারা। কোন দলীল ত্রিশ বৎসরের লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট কি প্রমাণিত হইলে ও মোকদ্দমা বিশেষ বুঝিয়া আদালতের বিবেচনা মতে সেই দলীল যে ব্যক্তির রক্ষণে থাকা উচিত এমত ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করিলে, সেই দলীলের স্বাক্ষর ও অন্য সকল ভাগ যে ব্যক্তি বিশেষের লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় আদালত তাহারই হাতের লেখা বলিয়া অনুমান করিবেন। ও সেই দলীলে সম্পাদকের ও সাক্ষীদের স্বাক্ষর থাকিলে যাহাদের দ্বারা সম্পাদন বা স্বাক্ষর হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় তাহাদেরই দ্বারা নিয়ম মতে সম্পাদন ও স্বাক্ষর করা গেল এই অনুমান করিতে পারিবেন।

ত্রিশ বৎসরের দলীলের কথা।

ব্যাখ্যা।—দলীল যথাবিধি স্থানে থাকিলে কিংবা যথাক্রমে যাহার সংরক্ষণে থাকা উচিত তাহার নিকট থাকিলে উপযুক্ত ব্যক্তির সংরক্ষণে আছে বলা যায়। কিন্তু স্থানান্তরে থাকার ব্যবস্থাসিদ্ধ কারণের প্রমাণ হইলে কিংবা স্থল বিশেষের গতিক বিবেচনায় তদ্রূপ কারণ সম্ভব হইলে যাহার সংরক্ষণে হউক তাহা অনুচিত নয়।

এই ব্যাখ্যার কথা ৮১ ধারার প্রতিও খাটে।

উদাহরণ।

(ক) কোন ভূমি অনেক বৎসরাবধি আনন্দের অধিকারে আছে ও তিনি সেই ভূমি-বিষয়ক আগমপত্র আপনার রক্ষণ হইতে দেখাইয়া দেন। সেই রক্ষণটি উচিত।

(খ) আনন্দ কোন ভূমির বন্ধকগৃহীতা হইয়া ঐ ভূমি-বিষয়ক দলীল উপস্থিত করেন। সম্পত্তি বন্ধকদাতার রক্ষণে (অধিকারে) আছে। সেই রক্ষণটি উচিত।

(গ) বলরামের অধিকারে ভূমি আছে আনন্দ নামক তাহার কুটুম্ব ঐ দলীল উপস্থিত করেন। বলরাম নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্তে আনন্দের হাতে সেই দলীল দিয়াছিলেন। সেই রক্ষণটি উচিত।

প্রাচীন দলীল ও ম্যাপ আদি প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবার পূর্ব্বে তাহা যে যথাবিধি স্থানে সংরক্ষিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ করিতে হইবে। গুরুপ্রসাদ রায় বঃ বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায়। ৬ বাঃ সঃ উঃ রি। ৮২ পঃ দঃ নঃ।

"যথাবিধি স্থানে সংরক্ষিত হইয়াছে" একথার অর্থ এরূপে করিতে হইবে না যে, মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যে প্রণালীর সংরক্ষণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা যায় সেই প্রণালীতে দলীল সংরক্ষিত হইয়াছিল। যে স্থানে থাকিলে দলীল কৃত্রিম বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এরূপ সন্দেহ না হইতে পারে সেই স্থানে থাকিলেই যথাবিধি স্থানে সংরক্ষিত হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে। নর্টন, নিদর্শনতত্ত্ব।

কোন প্রাচীন দলীল যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল এরূপ প্রমাণ হইলেও আদালত তাহার যাথার্থের প্রমাণ চাহিতে পারেন এবং উচিত কারণ থাকিলে দলীল অগ্রাহ্যও করিতে পারেন। উপরের ধারার শেষ ভাগে "এই অনুমান করিতে পারিবেন" লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আদালত যে অনুমান করিতে বাধ্য আছেন তাহা বলা যায় না। এবিষয়ে আদালতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। উল্লিখিত গুরুপ্রসাদ রায়ের মোকদ্দমায় হাইকোর্টও বিচারকের স্বাধীনতার বিষয় মীমাংসা করিয়াছেন। কালীতারা দেবী বঃ নিত্যানন্দ সাহা, সঃ উঃ রিঃ ১২ বাঃ, দঃ নঃ ৯০ পঃ দ্রষ্টব্য।

"ত্রিংশৎ বর্ষাধিক প্রাচীন দলীল কিংবা লিখনে সাক্ষীর স্বাক্ষর থাকিলেও স্বতঃসিদ্ধ, কারণ লোকে সচরাচর যে বয়সে তদ্রূপ কার্য্যে লিপ্ত হয়, যাহাতে তাহাদিগকে সাক্ষীর স্থলভুক্ত হইতে হয় তাহা বিবেচনা করিলে সাধারণতঃ এই সম্ভাবনা স্থির হয় যে, তাহারা ঐ ত্রিংশদ্বর্ষ অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না। ঐ নিয়ম স্বেচ্ছাকৃত নিয়ম ভিন্ন নয়; এবং অহরহ ইহার ব্যত্যয় ঘটিতেছে। কিন্তু কোথাও না কোথা সীমা নিরূপণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নচেৎ এই দীর্ঘকালগতে যদি প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই সাক্ষী উপস্থিত করা প্রয়োজন হইত, কিংবা তাহাদের অনুপস্থিত হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইত, কিংবা তাহাদের মৃত্যু সাব্যস্ত করিতে হইত, তাহা হইলে বিপুল অসুবিধা ঘটিত। অতি প্রাচীন দলীল সম্বন্ধেও আরো অধিক।" নর্টন, ১৪৪ ধারা, ৫৫৭, ৫৬৫ ধারা পাঠ কর।

টেলর, নিদর্শনতত্ত্ব। ৫৩১৫ পরিচ্ছেদ।

৬ পরিচ্ছেদ।—লিখিত সাক্ষ্য দ্বারা বাচনিক সাক্ষ্য নিরাকৃত (পরিত্যক্ত) হওয়ার কথা।

লিখিত চুক্তিপত্রের নিয়মের সাক্ষ্যের কথা।

৯১ ধারা। চুক্তির নিয়ম কিংবা অস্পত্তি দানের কি প্রকারান্তরে নিরূপণের নিয়ম দলীলের ভাবাপন্ন করা গেলে, এবং যে যে স্থলে আইন অনুসারে কোন বিষয় দলীলের ভাবাপন্ন

হওয়া প্রয়োজন, সেই সেই স্থলে ঐ চুক্তির কি সম্পত্তি দানের কিংবা অন্য নিরূপণের কিংবা সেই বিষয়ের প্রমাণ ঐ দলীল ভিন্ন কিংবা পূর্ব্বলিখিত বিধান মতে গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইলে ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য ভিন্ন কোন সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

বর্জনীয় ১ বিধি।—আইনমতে রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের নিয়োগ লিখনক্রমে হওয়া আবশ্যক হইলে এবং বিশেষ ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মকারক স্বরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন ইহা দর্শান গেলে, যে পত্রদ্বারা তাহাকে নিযুক্ত করা গেল তাহার প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই।

বর্জনীয় ২ বিধি।—ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব-বিষয়ক আইনমত উইলের প্রমাণ প্রবেট দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

"প্রবেট" উইল প্রমাণ করণ জন্য উইল প্রমাণকারী আদালত বা কার্য্যকারকের প্রদত্ত যে প্রমাণ তাহাকে প্রবেট বলে।

ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আইন অর্থাৎ ১৮৬৫ সালের ১০ আঃ ২০৮ ধারার বিধানক্রমে উইলকর্ত্তার মৃত্যুর পরে উইল বিনষ্ট হইলে বা খোওয়া গেলে উক্ত উইলের প্রবেট প্রদত্ত হইতে পারে। ২০৯ ধারার বিধানক্রমে উইল বিনষ্ট হইলে বা খোওয়া গেলে যদি তাহার নকল বা পাণ্ডুলিপি পর্য্যন্ত না থাকে অথচ উইলে যে বিষয় লেখা ছিল তাহা অন্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় তাহা হইলেও উপরোক্ত উইলের প্রবেট দেওয়া যাইতে পারে।

ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রবেট উইলের মর্ম্ম বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। আচ্চার বঃ মস, ইংলণ্ডীয় নজীর।

১ ব্যাখ্যা। উল্লিখিত চুক্তি কি সম্পত্তি দান কিংবা

নিরূপণের নিয়ম একি দলীলের মধ্যে থাকিলেও এই ধারার বিধি বর্ত্তে।

২ ব্যাখ্যা। একের অধিক আসল দলীল থাকিলে কেবল এক আসল দলীলের প্রমাণ করা আবশ্যক।

৩ ব্যাখ্যা।—কোন দলীলের মধ্যে এই ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত ভিন্ন কোন বৃত্তান্তের উক্তি থাকিলে ঐ উক্তি হেতুক সেই বৃত্তান্তের বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়ার নিষেধ নাই।

উদাহরণ।

(ক) কোন চুক্তির কথা অনেক পত্রে লেখা থাকিলে তাহা যে সকল পত্রে লেখা থাকে সেই সকলের প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) হুণ্ডীতে চুক্তি লেখা থাকিলে সেই হুণ্ডীর প্রমাণ করিতে হইবে।

(গ) তেকর হুণ্ডী লেখা গেলে কেবল এককেতার প্রমাণ করা প্রয়োজন।

(ঘ) আনন্দ কোন বিশেষ নিয়মানুসারে নীল দিব বলিয়া বলরামের নিকট চুক্তিপত্র লিখিয়া দেয়। অন্য সময়ে নীল দিবার যে বাচনিক চুক্তি হইয়াছিল, বলরাম আনন্দকে তাহার মূল্য দিয়াছে, উক্ত চুক্তিপত্রে এই কথা লেখা আছে।

অন্য নীলের জন্যে কিছু টাকা দেওয়া যায় নাই ইহার বাচনিক সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হইলে তাহা গ্রাহ্য।

(চ) বলরাম টাকা দিলে আনন্দ তাহাকে রসীদ দেন।

সেই টাকা যে দেওয়া গেল ইহার বাচনিক সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

গৌণ প্রমাণ কোন্ কোন্ স্থলে গ্রহণীয় তদবগতি জন্য ৬৫ ধারা ও তাহার টীকা এবং প্রথম ভাগ দৃষ্টি কর। ৭ পৃঃ।

ভারতবর্ষে যে সকল দলীল আইনানুসারে লিখিত হওয়ার বিধান আছে তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। দেওয়ানী ও ফৌজদারীর কার্য্যবিধানানুসারে যে সকল জবানবন্দী লিখিত হওয়ার বিধান আছে।

২। তমাদী বিষয়ক আইন অর্থাৎ ১৮৭১ সালের ৯ আইনের ২০ ধারার বিধানমত তমাদীর বাধা হইতে কোন ঋণকে মুক্ত করিতে হইলে অধমর্ণের লিখিত ও স্বাক্ষরিত স্বীকার প্রয়োজন।

৩। ১৮৬৬ সালের ১৫ আইনের ১ ধারার বিধানমত যে সকল অগ্রিম টাকা দেওয়ার চুক্তি লিখিত হওয়া আবশ্যক তাহা।

৪। ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৫ ধারার বিধান এই যে, কোন ব্যক্তি উইল না করিয়া মরিলে তাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন রূপ বন্দোবস্ত না হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ লিখিত উইল ব্যতীত অন্য কোন কারণই সম্পত্তি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে গ্রাহ্য হইবে না। হিন্দুদিগের উইল সম্বন্ধে ১৮৭০ সালের ২১ আইন দ্রষ্টব্য।

তঞ্চকতা বা ভ্রম-প্রমাদ ব্যতীত অন্য কোন কারণে লিখিত দলীলের বিপরীত বৃত্তান্ত প্রমাণার্থ বাচনিক প্রমাণ গ্রহণীয় নয়। আরস্কাইন কোম্পানি বঃ অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, উঃ রিঃ ১৮৬৪, ৫৮ পৃঃ।

দলীলের অর্থ স্পষ্ট থাকা সত্ত্বে দলীলের বিপরীত অর্থ প্রমাণার্থ বাচনিক প্রমাণ অগ্রাহ্য। রামবর্দ্ধন সিংহ বঃ রাণী শ্রীকুমার। উঃ রিঃ ১৮৬৪ (১০ আইনের নজীর) ২২ পৃষ্ঠা।

তমাদীর দায় হইতে দেনা মুক্ত করার জন্য অধমর্ণের ঋণ স্বীকারের বাচনিক প্রমাণ অগ্রাহ্য। উমাসুন্দরী দাসী বঃ বীরেশ্বর রায়। ৮ বাঃ উঃ রিঃ ২৮৯ পৃঃ।

বাচনিক করারের প্রমাণ অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৯২ ধারা। উক্ত প্রকারের কোন চুক্তিপত্রের কিংবা সম্পত্তি দান-পত্রের কি প্রকারান্তরের নিরূপণ-পত্রের নিয়ম কিংবা আইনমতে অন্য যে বিষয় দলীলের ভাবাপন্ন লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন তাহার নিয়ম ইহার পূর্ব্ব ধারামতে প্রমাণিত

হইলে, সেই নিয়ম (১) অস্বীকার কি পরিবর্ত্তন (২) করিবার কিংবা (৩) তাহাতে অধিক নিয়ম সংযোগ করিবার কিংবা (৪) তাহা হইতে নিয়ম তুলিয়া ফেলিবার নিমিত্ত, উক্ত নিদর্শন পত্রের উভয় পক্ষের কিংবা স্বার্থ পক্ষে তাহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে বাচনিক কোন নিয়মের কি উক্তির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

(১) "সেই নিয়ম অস্বীকার করিবার"।

আবাএত মল বঃ মাধবচন্দ্র মিত্র, এই মোকদ্দমায় সর বার্ণেস পীকক, নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে ইংলণ্ডীয় ষ্টাটিউট অব্ ফ্রড অর্থাৎ ঠক্ককতা-সম্বন্ধীয় আইন প্রচলিত নাই, অতএব তাহাদিগের মধ্যে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর সম্বন্ধে দলীল রীতিমত লিখিত-পড়িত হইলেও গোপনে পরস্পরের মধ্যে তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন কোন রূপ বাচনিক চুক্তি থাকা অসম্ভব নয়, এই রূপ মীমাংসা করিয়া তিনি লিখিত দলীল থাকা সত্ত্বেও তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন বাচনিক চুক্তির প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত গুডিব, সাহেবও তাঁহার নিদর্শনতত্ত্বে এইরূপ প্রমাণ গ্রহণ কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্ণয়ের স্থলে ঐ বিচারের উল্লেখ করিয়াছেন। পুনরায়, কাশী-নাথ চট্টোপাধ্যায় বঃ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৬৮পৃষ্ঠা, খাস আপীলের মোকদ্দমায় উপরোক্ত প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পীকক সাহেব মীমাংসা করেন যে, যে দলীল লিখিত-পড়িত হইয়াছে, অন্যান্য অবস্থা বিশেষরূপে বিবেচনা না করিয়া সেই দলীল অস্বীকারের জন্য কেবল মাত্র বাচনিক প্রমাণ গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে। উভয়পক্ষ-লিখিত দলীলটি প্রকৃত প্রস্তাবে বিক্রয়ের নিদর্শন গণ্য করিবার মনস্থ করিয়া-ছিল কিংবা বিক্রয়ের মর্ম্মে দলীল লিখিয়া উহা বন্ধকের ন্যায় ব্যবহৃত হইবে মনস্থ করিয়াছিল তাহা উভয় পক্ষের আচরণ ও ব্যবহার, সম্প-ত্তির লিখিত মুল্য ও তাহার প্রকৃত মুল্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়া পরে বাচনিক প্রমাণে গ্রহণ করিবেন। নর্ম্যান এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত বিচারকগণ প্রধানবিচারপতির মতের সহিত ঐক্য হন নাই। নর্ম্যান সাহে-বের মত যে, বাচনিক প্রমাণ গ্রহণ সম্বন্ধে ঐ রূপ সীমা নির্দ্দেশ

করা যুক্তিসঙ্গত নয়। শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ পণ্ডিত বিচারপতি আদালতের প্রচলিত প্রথার অন্যথা বলিয়া ঐক্য হন নাই। বেলি এবং ক্যাম্বেল জজগণ প্রধান বিচারপতির মতের পোষকতা করিয়াছিলেন।

কাশীনাথ রায় বঃ নকৌড়ি কুণ্ড, ১ বা সঃ উঃ রিঃ ২২ পৃঃ দেঃ নঃ, এই মোকদ্দমায় বিচারক শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং মর্গ্যান সাহেব নিষ্পত্তি করেন যে, বিক্রয়ের বিবরণে দলীল লিখিত-পড়িত হওয়া সত্ত্বেও উহা যে বন্ধক-পত্রের ন্যায় ব্যবহৃত হইবার মনস্থ ছিল তৎসম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ যুক্তি-যুক্ত।

উপরের লিখিত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির পরে বেলি এবং জ্যাক্সন সাহেব নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, লিখিত দলীল থাকা সত্ত্বে তদন্যথায় বাচনিক প্রমাণ গ্রহণ অবৈধ। মহম্মদ আজীম বঃ রায়েসদ্দীন, ৬ বাঃ সঃ উ রিঃ ১১১ পৃঃ দেঃ নঃ।

এই সম্বন্ধে সঃ উঃ রিঃ ৮ ও ১২ বাঃ ৩৩৯ ও ২৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য দলীলের লিখিত নাম অন্য ব্যক্তির বেনামীতে ব্যবহার করা হইয়াছে, এই বিষয় প্রমাণ জন্য বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য ইহা তারামণি দেবী বঃ শিবনাথ তলা-পাত্র, ৬ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ১৯১ দেঃ নঃ, এই মোকদ্দমায় নিরূপিত হইয়াছে। একাধিক ব্যক্তি এক খতের ঋণগৃহীতা বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া পরে তন্মধ্যে এক জন জামিন থাকার আপত্তি করিতে পারেন।

স্বামী তাহার স্ত্রীকে একটি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া রীতিমত কবালা লিখিয়া দিলেন। পরে ঐ সম্পত্তি প্রকৃতার্থে স্ত্রীকে বিক্রয় করা হয় নাই, বিক্রয় নামমাত্র এক দলীলের লিখিত সম্পত্তির মুল্যের টাকা আদান প্রদান হয় নাই, এই সকল আপত্তি করিয়া তিনি সম্পত্তি পুনঃপ্রাপণের মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, কবালা স্বীকার করার স্থলে ঐ রূপ আপত্তির বাচনিক প্রমাণ অগ্রাহ্য। মসম্মত রামদাকুমারী বঃ বাবু শিবদয়াল সিংহ ৭ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৩৩৪ পৃঃ দেঃ নঃ।

খতের মোকদ্দমায় খতে টাকা আদান-প্রদানের কথা লেখা থাকা সত্ত্বেও টাকা প্রাপ্ত না হওয়ার বাচনিক প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে। ৭ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৪২৮ পৃঃ দেঃ ন।

(২) "কি পরিবর্ত্তন করিবার"

কোন গোমাস্তা আপন নামে খত লিখিয়া দিয়া টাকা গ্রহণ করত পরে তাহার মুনিবের জন্য টাকা লওয়া ও সে টাকার দায়ী নয়, এই রূপ আপত্তি করিয়া তাহার প্রমাণ দর্শাইতে পারে না। শিবশরণ সাহা বঃ জি, কর্টিস, ৩ বাঃ উঃ রিঃ ১৪০ পৃঃ।

মসম্মত রামদেয়ীকুয়ার বঃ বাবু বিষ্ণুদয়াল সিংহ। ৮ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৩৩৩ পৃঃ দেঃ নঃ দেখ।

(৩) "তাহাতে অধিক নিয়ম সংযোগ করিবার"

ধনপত সিংহ দুগর রায় বাহাদুর বঃ সেখ জওহরালি, ৮ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ১৫২ পৃঃ দেঃ নঃ, এই মোকদ্দমায় দলীলে অর্থ প্রকাশ জন্য বাচনিক প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ পত্তনি পাট্টায় যে এক গ্রামের নাম লিখিত ছিল না, ঐ গ্রাম পত্তনিভুক্ত হওন জন্য উভয় পক্ষের যে মনস্থ ছিল তৎপ্রমাণার্থ বাচনিক প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে।

(৪) "কিংবা তাহা হইতে নিয়ম তুলিয়া ফেলিবার নিমিত্ত"

গুডিব সাহেবের নিদর্শনতত্ত্ব, ৩৬১ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

১ উপবিধি। (১) প্রতারণা কিংবা (২) ভয় দর্শাওন কিংবা (৩) আইন উল্লঙ্ঘন কিংবা (৪) দলীল নিয়মিত রূপে সম্পাদিত না হওন কিংবা (৫) চুক্তিকারী ব্যক্তির অক্ষমতা কিংবা (৬) বিনিময়ে টাকা প্রভৃতি না দেওন কি দিবার ত্রুটি হওন কিংবা (৭) বৃত্তান্ত কি আইন-ঘটিত ভুল থাকন প্রভৃতি যে বৃত্তান্তের দ্বারা কোন দলীল অসিদ্ধ হইতে পারে কিংবা কোন ব্যক্তি সেই দলীল সম্বন্ধে কোন ডিক্রী কি আজ্ঞা পাইবার স্বত্ববান্ হয় তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(১) "প্রতারণা"

শ্যামকিশোর সাহা বঃ ডেভিড কাউন্নী ইণ্ডিয়ান জুরিষ্ট ২ বাঃ পৃঃ, এই মোকদ্দমায় অবধারিত হইয়াছে যে, তঞ্চকতাশ্রিত দলীল ইংলণ্ডীয় আইনের অনুরূপ হিন্দুব্যবস্থাতেও কার্য্যকরূ হইবে না।

অন্য কোন রূপ সন্দেহের কারণ না থাকিলে কেবল বেনামি পাট্টা গ্রহণ তঞ্চকতার কার্য্য নয়। মন্নুলাল বঃ রিতভুবন সিংহ। ৬ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ২৮৩ পৃঃ দেঃ নঃ।

তঞ্চকতাশ্রিত দলীল হইলে তাহার বলে কোন রূপ সম্পত্তি লাভ হইবে না। যে ব্যক্তি দলীল লিখিয়া দিয়াছে সে তঞ্চকতায় লিপ্ত থাকিলে সে আবদ্ধ হইলেও হইতে পারে। কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বঃ স্বরূপচন্দ্র পাটারী, ৬ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৯৮ পৃঃ দেঃ নঃ।

বেগানা ব্যক্তিগণের সমক্ষে হাতবদলাই স্বরূপ এক ব্যক্তি অপরকে বস্তুর মূল্য প্রদান করিলে এবং দলীল রেজিষ্টরী হইলেই যে বিক্রয় প্রকৃত এরূপ স্থির করিতে হইবে না। প্রাণকৃষ্ণ দেব বঃ লোকনাথ সিংহ মজুমদার, ১০ সঃ উঃ রিঃ ৪৪৫ পৃঃ দেঃ নঃ।

(২) "ভয়-দর্শাওন"

বলপ্রকাশ করিলে যে ব্যক্তির উপর বলপ্রকাশ হয়, আইনানুসারে তাহার তৎকালে চুক্তি করার ক্ষমতা না থাকাই সাব্যস্ত করিতে হইবে। বলপ্রকাশ দুই রূপে হইতে পারে, প্রথমতঃ জীবন বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হানির ভয় দর্শাইয়া, দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার হানি অর্থাৎ আবদ্ধ করার আশঙ্কা জন্মাইয়া। ইংলণ্ডীয় মোকদ্দমার নজীর, কমিং বঃ ইন্স।

ডিউক ডি কাডাবাল বঃ কলিন্স, দ্রষ্টব্য।

চুক্তিমত কার্য্য করাইয়া লওয়ার মোকদ্দমায় প্রতিবাদী আপত্তি করিল যে, বলপ্রকাশ করিয়া ও ভয় দর্শাইয়া বাদী তাহার নিকট চুক্তি লিখিয়া লইয়াছিল। আসামীর নামে বাদী একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবে এইরূপ ভয় দর্শাওনের প্রমাণ হইলে উহা চুক্তি অকর্ম্মণ্য পক্ষে প্রচুর কারণ বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ, প্রতিবাদী প্রকৃত পক্ষে ফৌজদারীর অপরাধী হইলেও মোকদ্দমার কথায় তাহার ভয় উপস্থিত হইতে পারে। প্রতিবাদী যদি এই রূপ আপত্তি করে যে, যেরূপ অভিযোগ আইনানুসারে বাদী

ক্ষমা করার অনুপযুক্ত সেই অভিযোগের অপরাধ ক্ষমা করার প্রতিজ্ঞায় চুক্তি লিখিয়া দিয়াছিল, তবে ঐ অপরাধ যে প্রকারের ছিল তাহার প্রমাণ করিতে হইবে। কমলানাথ সেন বঃ বিহারিকান্ত রায়। ১১ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৩১৪ পৃঃ দেঃ নঃ।

(৩) " আইন উল্লঙ্ঘন "

গ্যাসলাইট কোঃ বঃ টর্ণর, ইংলণ্ডীয় নজীর, এই মোকদ্দমায় লর্ড আবিঞ্জার বিচারপতি অবধারণ করিয়াছেন যে, সাধারণ আইনের মর্ম্মমতে বেআইনী কার্য্যকরণ হেতু যে চুক্তি তাহা অকর্ম্মণ্য। ঐ চুক্তিতে চুক্তিকর্ত্তার মোহর করা থাকিলেও তাহা কার্য্যকারী হইবে না।

কোন দেউলিয়া ইন্সল্‌বেণ্ট অর্থাৎ দেউলিয়াগণের দেন-শোধের আদালতে আপন অবস্থা-ঘটিত মোকদ্দমা উপস্থিত করিল; তাহার জনৈক উত্তমর্ণ আসিয়া ঐ মোকদ্দমায় আপত্তি দর্শাইল। দেউলিয়া ঐ আপত্তি উঠাইয়া লওয়ার জন্য উক্ত উত্তমর্ণের বরাবর এক খানি খাতা অর্পণ করিল; খত যত টাকার জন্য প্রদত্ত হইল সেই টাকা সে পাইলে দেউলিয়ার অন্যান্য উত্তমর্ণ ন্যায় ও বিচার-সম্মত যত টাকা পাইত তদপেক্ষা অল্প টাকা পায়, এমত স্থলে উক্ত খত অগ্রাহ্য হইবে। আগরচাঁদ বঃ ভিরা রাঘবা। ৩ বাঃ মান্দ্রাজ রিপোর্টের ১৭২ পৃঃ।

ঈর্ষ্যা এবং শত্রুতা-নিবন্ধন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা করার জন্য চুক্তি করিলে তাহা অর্থাৎ সেই চুক্তি অগ্রাহ্য হইবে। সাধারণের হিতকল্পের বিরোধী বলিয়া এই নিয়ম অবধারিত হইয়াছে। বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বঃ হরলাল সাহা। ১০ সঃ উঃ রিঃ ১৪০ পৃঃ দেঃ নঃ।

(৪) " দলীল নিয়মিত রূপে সম্পাদন না হওন "

আইনে যে দলীল যে রূপে সম্পাদিত হওয়ার বিধান আছে তদ্রূপে সম্পাদিত না হইলে তাহা অগ্রাহ্য।

ষ্টাম্প আইন অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের ৭ আইনানুসারে যে দলীল যে রূপ ষ্টাম্প কাগজে সম্পাদিত হওয়ার বিধান আছে সাধ্যসত্ত্বে তাহা সেই রূপ না হইলে অগ্রাহ্য হইবে।

রেজিষ্টরী আইন অর্থাৎ ১৮৭১ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারার মর্ম্মমত

যে সকল দলীল রেজিষ্টরী করিতে হইবে তাহা না করিলে রীতিমত সম্পাদিত হওয়া বলা যায় না।

(৫) " চুক্তিকারী ব্যক্তির অক্ষমতা "

নূতন চুক্তি-বিষয়ক আইন অর্থাৎ ১৮৭২ সালের চুক্তি-বিষয়ক আইনে ১১ ধারার বিধান মত যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমনাঃ তাহারাই চুক্তি করিতে পারে। এই ধারার বিপর্য্যয়ার্থে যাহারা নাবালগ ও অসুস্থমনাঃ তাহারা চুক্তি করিতে অক্ষম।

বিত্ত-স্বামীর নাবালগী সময়ে তাহার সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলেই যে উহা অবশ্যই অসিদ্ধ হইবে এরূপ নহে। নাবালগের অছি দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়া থাকিলে এবং নাবালগ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া হস্তান্তর স্বীকার করিলে উহা সিদ্ধ। কমরুদ্দীন সেখ বঃ সেখ ভাদু, ১১ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ১৩৪ পৃঃ দেঃ নঃ।

প্রকাশ্য আদালতে ডেপুটি কমিশনরের সমক্ষে কোন নাবালগের কার্য্যকর্ত্তা নাবালগের সম্পত্তির বন্ধক-পত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ঐ কার্য্য নাবালগের কার্য্যরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। হরিরাম বঃ জিতনরাম। ১২ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৩৭৮ পৃঃ দেঃ নঃ।

নাবালগ স্বয়ং অক্ষম বলিয়া একটি হিসাব পরিষ্কার করিতে পারিল না; সে অন্য ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিকে হিসাব করিতে বলায় সে হিসাব করিল, এই রূপ হিসাব অগ্রাহ্য। বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী বঃ এন, পি, পোগস্। ৫ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ২ পৃঃ।

(৬) " বিনিময়ে টাকা প্রভৃতি না দেওন কি দিবার ক্রুটি হওন "

এদেশে এরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, কোন দ্রব্য ক্রয় করিলে বিক্রেতা বিক্রয়-পত্র লিখিয়া রেজিষ্টরী করিয়া দিলে তৎপরে মূল্য প্রদান করা হয়। সুতরাং রেজিষ্টরের সমক্ষে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করিলেও পরে মুল্য প্রাপ্ত না হওয়ার আপত্তি করত তাহার প্রমাণ দর্শাইতে পারে। গুরুপ্রসাদ বঃ নন্দ সিংহ। ১ বাঃ আগ্রা রিপোর্টর। ১৬০ পৃঃ।

খত প্রকৃত ও রীতিমত সম্পাদিত হইলেও তাহার লিখিত টাকা যে প্রদত্ত

হইয়াছে তাহার প্রমাণ অবশ্য কর্ত্তব্য। বাবু ঘনশ্যাম সিংহ বঃ চকোরী সিংহ। সঃ উঃ রিঃ ২৬১ পৃঃ।

এই রূপ মোকদ্দমায় প্রমাণের দায় সম্বন্ধে ১০১ ধারা পাঠ কর।

(৭) " বৃত্তান্ত কি আইন-ঘটিত ভুল থাকন "

এই রূপ ভ্রম-প্রমাদ হইলে তাহা অচিরে আদালতে প্রকাশ করিতে হইবে।

২ উপবিধি। কোন বিষয় দলীলে লিখিত না হইয়াও সেই দলীলের নিয়মের সঙ্গে অসঙ্গত না হইলে এমত বিষয়ের স্বতন্ত্র কোন বাচনিক নিয়ম থাকার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে। স্থলবিশেষে এই উপবিধি খাটে কি না, এই বিষয়ের বিবেচনা করণকালে ঐ দলীলে দলীল লিখিবার ধারা যত দূর পালন হইয়াছে আদালত ইহার প্রতি লক্ষ করিবেন।

বিহারিলাল বঃ কামিনীসুন্দরী। ১৪ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৩৯০ পৃঃ দেঃ নঃ। এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদিনী বাদীর নিকট ২০০ টাকা কর্জ্জ করে। বাদীর কাগজে এই রূপ লেখা দৃষ্ট হয় যে " কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণীকে ২০০ টাকা কর্জ্জ দেওয়া গেল, ইহার সুদ্ প্রতিশতে প্রতিদিন ।০ চারি আনা হিসাবে চলিবে " সুব্‌রডিনেট জজের আদালতে উভয় মানিত সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ হইল যে, ১৫ দিবসের মধ্যে ঐ দেনা পরিশোধ করার নিয়ম ছিল। আপীল-আদালতে আপেলাণ্ট আপত্তি করিল যে, এই চুক্তির একমাত্র প্রমাণ হাতচিঠা, তাহাতে দেনা শোধের কোন সময় অবধারিত ছিল না, সুতরাং টাকা বাদী না চাহিলে উহা দেয় হইতে পারে না; এবং লিখিত বৃত্তান্তের অন্যথা করার জন্য বাচনিক প্রমাণ গৃহীত হইতে পারে না। প্রধান বিচারপতি কাউচ সাহেব এই রূপ নিষ্পত্তি করেন যে, লিখিত চুক্তি বর্ত্তমানে তদন্যথায় বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য নয় বটে, কিন্তু দেখিতে হইবে যে, উভয় পক্ষ তাহাদের মনস্থ-প্রকাশক যাব-

তীয় বৃত্তান্ত লিপিলব্ধ করিয়াছে কি না, যে স্থলে তাহা করে নাই, দলীলের ভাব ও বৃত্তান্ত দৃষ্টে জানা যায় সে স্থলে বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য।

৩ উপবিধি। উক্ত প্রকারের কোন চুক্তিপত্র কি সম্পত্তি-দানপত্র কি নিরূপণ-পত্রের দ্বারা যে দায় বর্ত্তে তাহা বর্ত্তিবার পূর্ব্বে কোন নিয়ম পালন করিতে হইবে, এই মর্ম্মের স্বতন্ত্র কোন বাচনিক নিয়ম থাকার প্রমাণ করা যাইবে।

এক ব্যক্তি অন্যের নিকট তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করার এক চুক্তি-পত্র লিখিয়া দিয়া যদি এরূপ আপত্তি করে যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বাচনিক এই প্রকার কথাবার্ত্তা ছিল যে, অপর পক্ষ পুনরায় ঐ সম্পত্তি প্রথম পক্ষের নিকট বিক্রয় করিবে এবং সেই রূপ একরার লিখিত-পড়িত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম চুক্তি বা ...কারী হইবে না, তবে ঐ রূপ আপত্তিও আদালতের গ্রাহ্যযোগ্য হইবে। হোনাজী বঃ বাবাজী জগৎসেট, ২ বাঃ বম্বে রিপোর্টর, ৩৮ পৃঃ।

৪ উপবিধি। উক্ত প্রকারের চুক্তিপত্র বা সম্পত্তিদান কি নিরূপণ-পত্র আইনমতে লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইলে কিংবা দলীল রেজিষ্টরী-করণ-বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে সেই চুক্তি কি দান কি নিরূপণ-পত্র রেজিষ্টরী করা গেলে এমত স্থলভিন্ন উক্ত চুক্তিপত্র বা সম্পত্তিদান কি নিরূপণ-পত্র রহিত বা মতান্তর-করণ-সূচক স্পষ্ট যে বাচনিক নিয়ম পশ্চাৎ করা যায় এমন নিয়ম থাকার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

৫ উপবিধি। কোন আচার বা রীতিমতে বিশেষ প্রকারের চুক্তিপত্রে নৈমিত্তিক যে কথা লেখা গিয়া থাকে তদ্রূপ

কোন চুক্তিপত্রে সেই কথা স্পষ্ট লেখা না গেলে সেই আচারের বা রীতির প্রমাণ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু এই স্থলে প্রয়োজন যে, সেই নৈমিত্তিক কথা লেখা গেলে তাহা চুক্তিপত্রের স্পষ্ট নিয়মের বিপরীত বা অসঙ্গত না হয়।

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে পান, সুপারি এবং অম্রু প্রভৃতি দ্রব্য শত হিসাবে বিক্রয় হইয়া থাকে। পান কোন স্থানে ২৪ গণ্ডায়, কোন স্থানে ২০ গণ্ডায় একশত গণিত হয়। সুপারি ৫০০ শতে একশত গণিত হয়; অম্রু ২০০ শতে একশত গণিত হয়। কোন ব্যক্তি যদি এই রূপ চুক্তি করে যে, সে ১৲ টাকায় ৩০ শত পান, ২ শত সুপারি এবং অর্দ্ধশত অম্রু দিবে, তবে ঐ ঐ স্থানে ঐ ঐ দ্রব্যের যতটাতে শতের পরিমাণ অবধারিত আছে তাহার বাচনিক প্রমাণ দিতে পারিবে।

৬ উপবিধি। উপস্থিত বৃত্তান্তের সঙ্গে দলীলের ভাষার কি রূপ সম্বন্ধ থাকে ইহা দর্শাইবার কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) যে জাহাজ কলিকাতা হইতে লণ্ডন নগরে যাইবে সেই জাহাজের মালের উপর বিমাপত্র দেওয়া গেল। কিন্তু জাহাজের নাম উল্লেখ হইল না। মাল যে জাহাজে চালান করা যায় সেই জাহাজ খানি সমুদ্রে মারা পড়িল। বিমাপত্র করণ সময়ে বাচনিক কথা দ্বারা সেই জাহাজেই মাল না দিবার কথা হইয়াছিল ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

(খ) আনন্দ কোন নিয়ম না করিয়া "১৮৭৩ সালের মার্চ মাসের ১লা তারিখে বলরামকে ১০০০৲ টাকা দিব" এই মর্ম্মের কথা লিখিয়া দেয়। সেই সময়ে মার্চ মাসের ৩১ এ তারিখের পূর্ব্বে ঐ টাকা না দিবার কোন বাচনিক নিয়ম করা গিয়াছিল ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

(গ) "রামপুরের চা বাড়ী" নামে এক মহাল যে দলীল-ক্রমে বিক্রয় করা যায় সেই দলীলে বিক্রীত সম্পত্তির নকশা থাকে। নকশায় যাহা লেখা যায় নাই এমত আর কতক ভূমি সর্ব্বদাই ঐ মহাল-সংক্রান্ত ভূমি বলিয়া জ্ঞান হইয়া আসিতেছে, ঐ দলীলে সেই ভূমিও ধরিবার অভিপ্রায় ছিল, এই বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

(ঘ) আনন্দ কোন কোন নিয়ম করিয়া বলরামের কয়েক খনিতে কর্ম্ম করিবার চুক্তি করে। বলরাম ঐ খনির মূল্য বিষয়ে যে কথা কহিয়াছিল, আনন্দ সেই কথা শুনিয়া ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সেই কথা মিথ্যা ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) বলরাম ঠিক চুক্তি অনুসারে যেন কার্য্যসাধন করে, এই নিমিত্ত আনন্দ তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে এবং ঐ চুক্তি-পত্রের একটি নিয়ম ভুলক্রমে লেখা গিয়াছিল বলিয়া সেই নিয়ম সম্পর্কে ঐ চুক্তি-পত্র সংশোধন হইবার প্রার্থনা করে। যে প্রকারের ভুল থাকিলে আইন অনুসারে তাহার সেই চুক্তি-পত্র সংশোধন করিবার স্বত্ব থাকে, আনন্দ এমত ভুলের প্রমাণ করিতে পারিবে।

(চ) আনন্দ বলরামের নিকট পত্র লিখিয়া কয়েক দ্রব্য চালান করিবার আদেশ করে, কিন্তু সেই পত্রে ঐ দ্রব্যের মূল্য দিবার সময় নির্দ্দেশ হয় নাই। দ্রব্য পঁহুছিলে আনন্দ তাহা গ্রহণ করে। পরে বলরাম মূল্য পাইবার জন্যে আনন্দের নামে নালিশ করে। ঐ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দিবার কথা হইয়াছিল, সেই মিয়াদ অদ্যাপি ফুরাইল না, আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিয়া সেই ঘোড়া সুস্থাঙ্গ এই কথা মুখে কহে। "আনন্দের নিকট ৫০০৲ টাকাতে একটি ঘোড়া ক্রয় করা গেল" আনন্দ এই মাত্র কথা

লিখিয়া বলরামকে দেয়। ঐ ঘোড়া সুস্থাঙ্গ, বলরাম আনন্দের এই প্রতিভূ বাক্যের প্রমাণ করিতে পারিবে।

(জ) বলরামের বাটীর মধ্যে আনন্দ কয়েক ঘর ভাড়া করিয়া লইয়া "মাসে ২০০৲ টাকায় কয়েক ঘর" এই মাত্র কথা একখান কার্ডে লিখিয়া দেয়। ঐ টাকার মধ্যে আহারের খরচও ধরিবার বাচনিক নিয়ম ছিল, আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে।

আনন্দ বলরামের বাটীর মধ্যে কয়েক ঘর ভাড়া করিয়া লয় এবং নিয়মিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে উকীলের দ্বারা এক খান এগ্রীমেণ্টও লিখিয়া দেয়, তাহার মধ্যে আহারের কোন কথার উল্লেখ হয় নাই। আহারের খরচও ধরিবার কথা ছিল, আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে না।

(ঝ) বলরামের স্থানে আনন্দের টাকা পাওনা হওয়াতে আনন্দ সেই টাকার রসীদ লিখিয়া পাঠাইয়া ঐ টাকা চাহিল। বলরাম সেই রসীদ রাখিয়া টাকা দিল না। ঐ টাকা পাইবার মোকদ্দমায় আনন্দ উক্ত ব্যাপারের প্রমাণ করিতে পারিবে।

(ঞ) বিশেষ ব্যাপার ঘটিলে এই চুক্তি প্রবল হইবে বলিয়া আনন্দ ও বলরাম কোন চুক্তি লিখিয়া দেয়। সেই চুক্তিপত্র বলরামের নিকট থাকে। পরে বলরাম সেই পত্র ধরিয়া আনন্দের নামে নালিশ করে। পত্রখানি যে ভাবগতিকে দেওয়া গেল, আনন্দ ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে।

৯৩ ধারা। দলীলে যে ভাষার ব্যবহার হয় তাহা অভি-মুখেই অস্পষ্ট কি অপূর্ণ হইলে, যে বৃত্তান্ত দ্বারা তাহার অর্থ প্রকাশ কি তাহার অভাব পূর্ণ করা যাইতে পারে, সেই বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

অসপষ্ট দলীলের অর্থ করিবার কি সং-শোধন করিবার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ '১০০০৲ কি ১৫০০৲ টাকায়' বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিবার নিয়মপত্র লিখিয়া দেয়।

ঘোড়ার নিমিত্ত কত টাকা দিতে হইবে ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে না।

(খ) কোন দলীলের স্থানে স্থানে ফাঁক থাকে। সেই সেই স্থানে কি কথা লিখিবার মনস্থ ছিল ইহা দর্শাইবার বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

বিনোদিলাল রায় বঃ দলু সরকার, এই মোকদ্দমায় একখানা প্রাচীন দলীল দাখিল হয়। উহার স্থানে স্থানে কীটে নষ্ট করায় কতক কতক কথা উঠিয়া গিয়াছিল। ঐ ঐ স্থলে কোন্ কোন্ কথা ছিল তাহার বাচনিক প্রমাণ নিম্ন আদালত গ্রহণ করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। আপীলে প্রধানতম বিচারালয় নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, প্রমাণ গ্রহণ যুক্তি-যুক্ত হইয়াছে। প্রডিব, নিদর্শনতত্ত্ব। ৩৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত বৃত্তান্তের প্রতি দলীলের কথা না খাটিবার প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৯৪ ধারা। দলীলে যে ভাষার ব্যবহার হয় তাহা স্পষ্ট হইলে এবং উপস্থিত বৃত্তান্তের প্রতি ঠিক খাটিলে ঐ বৃত্তান্তের প্রতি সেই দলীল খাটিবার অভিপ্রায় ছিল না ইহা দর্শাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ বিক্রয়পত্র লিখিয়া "রামপুরে আমার ১০০ বিঘা পরিমাণের এক মহাল" বলিয়া বলরামকে এক মহাল বিক্রয় করে। রামপুরে আনন্দের ১০০ বিঘা পরিমাণের এক মহাল আছে। আনন্দ যে মহাল বিক্রয় করিতে চাহিল তাহা অন্য স্থানে কি তাহার অন্য পরিমাণ আছে, এই বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

লিখিত দলীল পরিবর্তন বা দলীলের ব্যবহৃত কথাতে যে অর্থ প্রকাশ

করে, তদন্যথা অর্থপ্রতিপাদন জন্য বাচনিক প্রমাণ অগ্রাহ্য! যে কথা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে দুই প্রকার অর্থ হয় এরূপ হইলে অর্থবোধের জন্য বাহ্য প্রমাণ গ্রহণীয়। রামলোচন সাহা বঃ অন্নপূর্ণা দাসী, ৭ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ১৪৪ পৃঃ দেঃ নঃ। রামবর্দ্ধন সিংহ বঃ প্রাণীপ্রিয় কুমার। সঃ উঃ রিঃ ১৮৬৪, ২২ পৃঃ ২৩ আঃ নঃ। গুডিব-প্রণীত নিদর্শনতত্ত্ব, ৩৯৫ পৃঃ পাঠ কর।

উপস্থিত বৃত্তান্তের পক্ষে যে দলীল অনর্থক হয় তদ্বিষয়ের সাক্ষ্যের কথা।

৯৫ ধারা। দলীলে যে ভাষার ব্যবহার হয় তাহা স্পষ্ট, কিন্তু উপস্থিত বৃত্তান্তের পক্ষে অনর্থক, এমন স্থলে বিশেষ ভাব লক্ষ্য করিয়া ঐ ভাষার ব্যবহার হইল ইহা দর্শাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

বিক্রয়পত্রে আনন্দ "কলিকাতাস্থ আমার ঘর" কেবল এই বর্ণনা লিখিয়া বলরামকে ঘর বিক্রয় করে।

কলিকাতায় আনন্দের ঘর নাই, কিন্তু হাবড়ায় তাহার একটি ঘর ছিল ও দলীল সম্পাদন হইবার কালাবধি তাহা বলরামের অধিকারে আছে।

ঐ বিক্রয়পত্রে হাবড়ার ঘরের বিষয়ে লেখা হইয়াছে, উক্ত বৃত্তান্ত দ্বারা ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারে।

কোন ব্যক্তি একটি নীলামে কিছু জমি ক্রয় করেন। বয়নামাতে যে গ্রামে ঐ জমি স্থিত আছে বলিয়া লেখা ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে সে গ্রামে ঐ জমি ছিল না। ভিন্ন গ্রামের ঐ জমীন পাওয়ার মোকদ্দমায় নীলাম-খরিদার বাদী জমির ঠিকানা লিখিতে ভ্রম হওয়া এবং যে জমি সে দাবী করে সেই জমি বিক্রয় হইবে এরূপ মনস্থ থাকার প্রমাণ দিতে পারিবে। রামগোপাল বারিক বঃ শিবপ্রসাদ সরকার। ১২ বাঃ সঃ রিঃ ৪৮৩ পৃঃ, পাট্টার ভাষা বোধগম্য না হইলে বাচনিক প্রমাণ লইয়া তাহার অর্থের খোলাসা করা যাইতে পারিবে। মোহনলাল রায় বঃ অন্নপূর্ণা দাসী দিগর। ৯ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৫৬৬।

বাবু ধনপত সিংহ দুগর রায় বাহাদুর বঃ সেখ জওহরআলি। ৮ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ১৫২ পৃঃ দেঃ নঃ পাঠ কর। এই মোকদ্দমায় পত্তনী পাট্টাতে যে গ্রামটির নাম উল্লেখ ছিল না, সেই গ্রামটি পত্তনী দেওয়ার মনস্থ যে পত্তনীদাতার ছিল তদ্বিষয়ে বাচনিক প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে।

উভয় পক্ষের আচরণ ও কার্য্য-সম্বন্ধে বাচনিক প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে। প্রধানতম বিচারালয়ের পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি। উঃ রিঃ ৬৮ পৃঃ দেঃ নঃ।

অনেক ব্যক্তির মধ্যে কেবল একের প্রতি যে ভাষা খাটিতে পারে তাহা খাটিবার সাক্ষ্যের কথা।

৯৬ ধারা। যে ভাষার ব্যবহার হয় তদ্দৃষ্টে বৃত্তান্ত কোন এক ব্যক্তির কি দ্রব্যের প্রতি খাটিতে পারে, কিন্তু অনেক ব্যক্তির কি দ্রব্যের মধ্যে একের অধিক ব্যক্তির কি দ্রব্যের প্রতি খাটিবার অভিপ্রায় হইতে পারিত না, এমন স্থলে উক্ত ব্যক্তিদের কি দ্রব্যের মধ্যে ঐ কথা কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের প্রতি খাটিবার অভিপ্রায় ছিল ইহা দর্শাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) "আমার শাদা ঘোড়া" এইমাত্র বর্ণনা লিখিয়া আনন্দ ১০০০ টাকাতে বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিতে নিয়ম করেন। কিন্তু আনন্দের দুটি শাদা ঘোড়া আছে। এই স্থলে কোন্ ঘোড়াটি উল্লেখ করিয়া উক্ত নিয়ম করা যায় ইহা দর্শাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ বলরামের সঙ্গে হয়দরাবাদে যাইতে করার করে। দক্ষিণ দেশে হয়দরাবাদ নামে এক স্থান আছে, সিন্ধু দেশেও সেই নামের এক স্থান আছে, ইহার মধ্যে কোন্ স্থানটি লক্ষ্য করিয়া ঐ করার করা যায় ইহা দেখাইবার বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

লিপি পূর্ব্বক দেনা স্বীকার করিলে ঠিক কোন্ তারিখে ঐ কার্য্যটি হইয়াছিল তদ্বিষয়ে বাচনিক প্রমাণ গৃহীত হইবে। উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বঃ ইলাইজা সেজমান (১২ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ২ পৃঃ) এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদী ইলাইজা সেজমানকে শতকরা বার্ষিক ১২ টাকা সুদ সহ টাকা দেওয়ার করারে ১০০০৲ টাকা গ্রহণের এক হাতচিঠা ১৮৬৫ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখে লিখিয়া দেয়। ১৮৬৬ সালের ১৮ ই জুলাই তারিখে সে এই মর্ম্মের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে যে "আমি এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে, আমি আপনার নিকট ১০০০৲ ও ৯০০৲ টাকার জন্য দায়ী হইতেছি। শেষোক্ত মুদ্রার সুদ শতকরা বার্ষিক ২৪৲ টাকা হিসাবে চলিবে, এই উভয় টাকাই আমি আপনাকে যত শীঘ্র হয় পরিশোধ করিব" প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পীকক সাহেব আপন নিষ্পত্তিতে এই মত প্রকাশ করেন যে, লিপি দ্বারা দুইটি দেনা স্বীকার করা হইয়াছে। লেখক কোন্ টাকার দেনা স্বীকার করিল, লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা তাহার নির্ব্বাচন অসম্ভব, এ সম্বন্ধে বাচনিক প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ অতীব প্রয়োজনীয়। গুডিব সাহেব কৃত নিদর্শনতত্ত্বের ৩৯৯ পৃঃ দ্রুষ্টব্য।

দুই প্রস্থ বৃত্তান্তের মধ্যে যে ভাষা কোন বৃত্তান্তের প্রতি ঠিক না খাটে, একতর বৃত্তান্তের প্রতি সেই ভাষা খাটিবার সাক্ষ্যের কথা।

৯৭ ধারা। যে ভাষার ব্যবহার হয় তাহা এক প্রস্থ বৃত্তান্তের একাংশের প্রতি খাটে ও অন্য প্রস্থ বৃত্তান্তের একাংশের প্রতি খাটে, কিন্তু সম্পূর্ণ কথা কোন বৃত্তান্তের প্রতি ঠিক খাটে না, এমন স্থলে ঐ দুই বৃত্তান্তের মধ্যে কোন্ বৃত্তান্তের প্রতি ঐ কথা খাটিবার অভিপ্রায় ছিল ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

"ঘোষপাড়ায় যদুর দখলে আমার যে ভূমি আছে" আনন্দ এই বর্ণনা লিখিয়া বলরামকে ভূমি বিক্রয় করিবার করার করে। ঘোষপাড়ায় আনন্দের জমি আছে; কিন্তু তাহা যদুর দখলে নাই। যদুর দখলে তাহার অন্য জমি আছে, কিন্তু তাহা ঘোষপাড়ায় নাই। এমন স্থলে আনন্দ কোন জমি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছে ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

৯৮ ধারা। যে অক্ষরাদি অপাঠ্য কি সামান্যতঃ বুঝা না যায় তাহার, এবং ভিন্ন দেশীয় ও অপ্রসিদ্ধ ও পারিভাষিক ও স্থান বিশেষের কি প্রদেশ বিশেষের ব্যবহার্য্য শব্দের ও সংক্ষিপ্ত কথার ও বিশেষ ভাবানুসারে যে শব্দের ব্যবহার হয় তাহার অর্থ জানাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

অপাঠ্য অক্ষরাদির অর্থবিষয়ক সাক্ষ্যের কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ নামক কোন যন্ত্রকার বলরামের নিকট "আমার সকল যন্ত্র" বিক্রয় করিতে করার করে। এই স্থলে তাহার নির্ম্মিত যন্ত্র, না যন্ত্রনির্ম্মাণ করিবার হাতিয়ার বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

প্রডিবকৃত নিদর্শনতত্ত্ব ৩৭৪ পৃঃ।

পাট্টায় ব্যবহৃত "মকররী ইস্তমুরারী" শব্দ সম্বন্ধে লাক্ষুকুমার বঃ হরিকৃষ্ণ রায়, ১২ বাঃ সঃ উঃ রিঃ দ্রষ্টব্য।

৯৯ ধারা। দলীলে যে ভাবের কথা তৎসমকালীন কোন নিয়ম দ্বারা ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, যাহারা ঐ দলীলের এক পক্ষ নয় কিংবা স্বার্থসম্বন্ধে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত নয় তাহারা উক্ত বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারিবে।

দলীলের ভাব পরিবর্ত্তন করিবার করারের প্রমাণ কে দিতে পারে তদ্বিষয়ের কথা।

উদাহরণ।

বলরাম আনন্দের নিকট তুলা বিক্রয় করিবে, তুলা পাইলেই মূল্য দিবে, তাহাদের এই মর্ম্মের চুক্তি-পত্র করা যায়। সেই সময়ে তিন মাস পরে ঐ মূল্য আদায় হইবে, তাহারা পরস্পর এই বাচনিক নিয়ম করে। আনন্দ ও বলরামের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে তাহারা ইহার প্রমাণ দিতে পারিবে না, কিন্তু তদ্দ্বারা

যদি চন্দ্রের কোন ক্ষতি কি লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে চন্দ্র সেই বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারিবে।

উইলের বিষয়ে উত্তরাধিকারিত্ব-বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইনের বিধান প্রবল থাকার কথা।

১০০ ধারা। উত্তরাধিকারিত্ব-বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন নামে ১৮৬৫ সালের ১০ আইনে উইলের অর্থকরণ বিষয়ের যে বিধান থাকে, এই অধ্যায়ের কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইল এমত জ্ঞান হইবে না।

উক্ত ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের

৬১ ধারা। উইলে যে রূপ ভাষা ব্যবহৃত হইবে তাহার কথা।

৬২ ধারা। উইলের উদ্দেশ্য ও বিষয়-সম্বন্ধে আদালত কি কি অনুসন্ধান করিবেন।

৬৩ ধারা। উইলে নামের ভ্রম বা উদ্দেশ্যের বিপরীত বর্ণন হইলে তাহার অর্থ করার কথা।

৬৪ ধারা। যে স্থলে কথা পূরণ করা যাইতে পারিবে।

৬৫ ধারা। বিষয়বর্ণনে ভ্রমাত্মক বৃত্তান্ত ব্যবহৃত হইলে তাহা অগ্রাহ্য হইবার কথা।

৬৬ ধারা। যে স্থলে বৃত্তান্তের আংশিক বর্ণন ভ্রমাত্মক হইলেও তাহা অগ্রাহ্য না হইবার কথা।

৬৭ ধারা। অর্থের অস্পষ্ট অনিশ্চয়তার স্থলে বাহ্য প্রমাণ গ্রাহ্য।

৬৮ ধারা। অর্থের স্পষ্ট অনিশ্চয়তার স্থলে বাহ্য প্রমাণ অগ্রাহ্য।

৬৯ ধারা। উইলের কোন এক বিশেষ স্থলের অর্থ সমুদায় স্থল দৃষ্টে করার বিষয়।

৭০ ধারা। কোন্ স্থলে কথার সঙ্কুচিত অর্থ ও কোন্ স্থলে বিস্তারিত অর্থ করিতে হইবে।

৭১ ধারা। যে স্থলে কোন অংশের দুই প্রকার অর্থ হয়, যে প্রকার অর্থ করিলে ফল হয় তাহার সেই প্রকার অর্থ অগ্রগণ্য হইবার কথা।

৭২ ধারা। সুসঙ্গত অর্থ করা যাইতে পারিলে উইলের ঐরূপ কোন অংশ অগ্রাহ্য না করিবার কথা।

৭৩ ধারা। উইলের অনেক স্থলে যেরূপ কথার ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার অর্থের কথা।

৭৪ ধারা। উইলকারকের মনস্থ যে পরিমাণে সাধিত হইতে পারে তাহা করার কথা।

৭৫ ধারা। দুই স্থল পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলে শেষ স্থল প্রবল হইবার কথা।

৭৬ হইতে ১০৫ ধারা পর্য্যন্ত পাঠ কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাক্ষ্য উপস্থিত করণের ও তৎফলের কথা।

৭ পরিচ্ছেদ।— প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

প্রমাণের ভারের কথা।

১০১ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই বৃত্তান্তের উপর আইনমত যে অধিকার কিংবা যে দায় নির্ভর করে তদ্বিষয়ে কোন আদালতে বিচার প্রার্থনা করিলে সেই ব্যক্তির ঐ বৃত্তান্তের সত্ত্বার প্রমাণ করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে আবদ্ধ হইলে, প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে ইহা-বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে, আনন্দ ইহা বলিয়া তাহার সেই অপরাধের দণ্ড হয়, আদালতের এমত নিষ্পত্তি প্রার্থনা করে।

বলরাম যে সেই অপরাধ করিয়াছে, আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) বলরামের অধিকারে ভূমিখণ্ড আছে। আনন্দ কোন কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই বৃত্তান্ত প্রযুক্ত আপনি ঐ ভূমির অধিকারী আছে, আদালতের এমত বিচার প্রার্থনা করেন, কিন্তু বলরাম কহে যে, ঐ বৃত্তান্ত সত্য নয়।

আনন্দের সেই বৃত্তান্ত প্রমাণ করিতে হইবে।

প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ৬ পৃষ্ঠা, ২ নিয়ম ও ৮ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

১০২ ধারা। মোকদ্দমায় কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সাক্ষ্য না দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি অকৃতার্থ হয়, প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে।

প্রমাণ করিবার ভার কাহার প্রতি বর্ত্তে তাহার কথা।

উদাহরণ।

(ক) ভূমি বলরামের অধিকারে আছে। চন্দ্র নামক বলরামের পিতা উইল করিয়া আনন্দকে ঐ ভূমি দিয়া গেলেন। আনন্দ ইহা বলিয়া ঐ ভূমি পাইবার নিমিত্তে বলরামের নামে নালিশ করে।

উক্ত দুই পক্ষ কোন সাক্ষ্য না দিলে ঐ ভূমি বলরামের অধিকারে থাকে।

অতএব প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের প্রতি বর্ত্তে।

(খ) খতের টাকা পাওনা আছে বলিয়া, আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করে।

ঐ খৎ লেখার বিষয়ে বিবাদ নাই, কিন্তু বলরাম বলে যে ছলনা করিয়া ঐ খৎ লওয়া গেল, আনন্দ তাহা অস্বীকার করে।

খতের বিবাদ না হওয়াতে ও কোন পক্ষ সাক্ষ্য না দিলে ছলনারও প্রমাণ না হওয়াতে আনন্দ জিতিবে।

অতএব বলরামের উপর প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

প্রথম ভাগ, ৬ ও ৮ পৃষ্ঠা পাঠ কর।

খতের মোকদ্দমায় টাকার প্রমাণ করা বাদীর কর্ত্তব্য। বাদী খতের রীতিমত সম্পাদন প্রমাণ করিলেই তাহার পক্ষে প্রচুর হইল। শিবরাম আয়ার বঃ শ্যায়ম আজার। ১ মান্দ্রাজ রিঃ ৪৪৭ পৃঃ।

খতের মোকদ্দমায় খতে লেখা আছে যে "টাকা প্রাপ্ত হইলাম" প্রতিবাদী খৎ লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করিয়া "টাকা প্রাপ্ত হই নাই" এই রূপ আপত্তি করিল। খতে যে যথার্থ কথা লেখা হয় নাই তাহার প্রমাণের ভার

প্রতিবাদীর উপর। বামাচরণ চক্রবর্ত্তী বঃ রমানাথ রায়, ১২ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ২৫ পৃঃ। রঘুনাথ দাস বঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ, ১০ বাঃ ঐ ৪০৭ পৃঃ।

নর্টন, ৫৮৫ ও ৫৮৬ ধারা দ্রষ্টব্য।

বিশেষ বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৩ ধারা। কোন বিশেষ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বর্ত্তে, আইনের এই বিধান যে স্থলে না বর্ত্তে সেই স্থলে ঐ বিশেষ বৃত্তান্ত থাকার বিষয়ে যে ব্যক্তি আদালতের বিশ্বাস জন্মাইবার ইচ্ছা করে তাহারই উপর সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার থাকে।

উদাহরণ।

বলরাম চুরি করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে নালিশ করিয়া চন্দ্রের নিকট বলরাম সেই কথা স্বীকার করিয়াছে, আদালতের এমত বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে। এই স্থানে বলরাম সেই কথা যে স্বীকার করিল, আনন্দের ইহার প্রমাণ করিতে হইবে।

আমি তৎকালে অন্যত্র ছিলাম বলরাম আদালতের এমত বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে, তাহার সেই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা প্রয়োজন সেই বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৪ ধারা। কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারিবার জন্যে অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক হইলে, ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার ঐ সাক্ষ্য দিবার ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের মুমূর্ষু বাক্যের প্রমাণ করিতে চাহে। বলরামের মৃত্যু যে হইয়াছে, আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) কোন দলীল হারাইলে আনন্দ গৌণ সাক্ষ্য দ্বারা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিতে চাহে।

ঐ দলীল যে হারাইয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির মোকদ্দমা বর্জনীয় কথার মধ্যে আইসে ইহার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৫ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, সেই কার্য্যটি যে প্রযুক্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জিত কথার মধ্যে অথবা ঐ আইনের, কিংবা অন্য যে আইনে অপরাধের অর্থ করা গেল সেই আইনের কোন ভাগের উল্লিখিত বিশেষ বর্জনীয় কথার বা উপবিধির মধ্যে ধরা যাইতে পারে, আদালত এমত গতিক না থাকাই অনুমান করিবেন। ঐ গতিক থাকার প্রমাণ করিবার ভার অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে হত্যাকরণের অভিযোগ হওয়াতে সে কহে যে, মনের বৈকৃতি প্রযুক্ত আপন ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারি নাই।

প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের উপর বর্ত্তে।

(খ) আনন্দের নামে হত্যাকরণের অভিযোগ হওয়াতে সে কহে, হঠাৎ গুরুতর ক্রোধজনক কার্য্য হওয়াতে আমি আত্মদমন করিতে পারিলাম না।

প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের উপর বর্ত্তে।

(গ) দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারার এই বিধি, ৩৩৫ ধারার উল্লিখিত স্থল ভিন্ন কোন ব্যক্তি অন্য স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও গুরুতর হানি করিলে তাহার অমুক অমুক দণ্ড হইবে।

আনন্দের নামে ৩২৫ ধারামতে ইচ্ছাপূর্ব্বক হানি করিবার অভিযোগ হয়।

সেই অভিযোগ যাহাতে ৬৩৫ ধারার অধীন আইসে ইহার প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের প্রতি বর্ত্তে।

দণ্ডবিধির ৫০০ ধারামত অপবাদের মোকদ্দমায় অভিযোক্তা যে অপবাদের কার্য্যে নির্দ্দোষী তাহার প্রমাণ প্রথমে তাহাকে করিতে হইবে। তৎপরে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারে যে, অভিযোক্তা প্রকৃত পক্ষে অপবাদের দোষে দোষী। মহীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বঃ সর্ব্বময়ী দেবী। ১১ বাঃ উঃ রিঃ ৫৩৪ পৃঃ।

১০৬ ধারা। কোন বৃত্তান্ত যদি বিশেষ কোন ব্যক্তির জানা থাকে, তবে ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার তাহারই প্রতি বর্ত্তে।

যে বৃত্তান্ত বিশেষ জানা আছে তাহার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

উদাহরণ।

(ক) কোন ক্রিয়ার ভাব ও গতিক বিবেচনায় যে অভিপ্রায় বোধ হয় ঐ ক্রিয়াকারী ব্যক্তি তদ্ভিন্ন কোন অভিপ্রায়ে ঐ কর্ম্ম করিলে সেই অভিপ্রায়ের প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে।

(খ) আনন্দ টিকেট না লইয়া রেলওয়ের গাড়ীতে চড়িয়া গিয়াছে, এই অভিযোগ হইলে সে টিকেট পাইয়াছিল ইহার প্রমাণ করিবার ভার তাহারই প্রতি থাকে।

বিনা ক্ষমতাপত্রে কারবার বা ক্রয়বিক্রয় করার অভিযোগ কোন ফেরিওয়ালার উপর হইলে তাহার ক্ষমতাপত্র থাকা সম্বন্ধে প্রমাণ করা তাহার পক্ষে যত দূর সহজ, যে ব্যক্তি অভিযোগ উপস্থিত করে তাহার পক্ষে তত সহজ হয় না, বরং উহা প্রমাণ করা তাহার পক্ষে যার পর নাই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে। সেই জন্য এমত স্থলে অভিযুক্তেরই ক্ষমতাপত্র উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে ঔষধের ব্যবসায় করার অভিযোগে অভিযুক্তের সার্টিফিকেট উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। ক্ষমতাপত্র ব্যতিরেকে সুরা বিক্রয় করার মোকদ্দমায় বিক্রয়কারীর ক্ষমতাপত্র উপস্থিত করা কর্ত্তব্য।

১০৭ ধারা। অমুক ব্যক্তি বর্ত্তমান আছে কি গত হইয়াছে, এই বিষয়ের বিবাদ হইলে যদি গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহার বর্ত্তমানতার প্রমাণ করা যায়, তবে সে গত হইয়াছে, এই কথা যে ব্যক্তি বলে তাহারই প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে বর্ত্তমান ছিল তাহার মৃত্যুর প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

বহু দিবস কোন এক ব্যক্তির সম্বাদ পাওয়া যায় না এই বৃত্তান্ত-ঘটিত তাহার মৃত্যুর যে অনুমান হয় তাহা কি কারণে সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ দ্বারা খণ্ডনীয়।

বাউডন বঃ হেণ্ডারসন, ইংলণ্ডীয় নজীর, এই মোকদ্দমায় বিচারপতি ষ্টুয়ার্ট নিম্নলিখিত মত আইনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে মুল সূত্র অবলম্বন করিয়া কোন এক ব্যক্তির সম্বাদাদি প্রাপ্ত না হওয়া গেলে তাহার মৃত্যুর অনুমান করা যায় তাহা এই "জীবিত থাকিলে সেই ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধবের নিকটে তাহার সম্বাদ আইসার সম্ভাবনা ছিল" সম্বাদ আগত হওয়ার ঐ রূপ সম্ভাবনা না থাকা প্রমাণ হইলে অবশ্যই মৃত্যুর অনুমান উত্থিত হইতে পারে না।

প্রতিবিকৃত নিদর্শনতত্ত্ব, ৬০০ ও ৬০১ পৃষ্ঠা পাঠ কর।

কোন স্বামীর সম্বাদ অনেক দিবস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাহার স্ত্রী মৃত্যু সম্বন্ধীয় ক্রিয়া-কর্ম্ম সমাপন করেন নাই বলিয়াই যে তাহার মৃত্যুর অনুমান হইবে না এ রূপ নহে। গোবি বঃ যশোদি। ২ বাঃ আগ্রা রিপোর্টর, ২২৬ পৃষ্ঠা।

১০৮ ধারা। অমুক ব্যক্তি বর্ত্তমান আছে কি গত হইয়াছে এই বিষয়ের বিবাদ হইলে সে জীবদ্দশায় থাকিলে যে ব্যক্তি সম্ভবতঃ যাহার সন্ধান পাইত এমত ব্যক্তি সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান পায় নাই ইহার প্রমাণ করা গেলে,

সাত বৎসর যাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই তাহার বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ করিবার কথা।

যে ব্যক্তি তাহাকে বর্ত্তমান কহে, তাহার প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তিবে।

১০৮ ধারার টীকা দ্রষ্টব্য।

অংশী ও প্রজা ও কর্ম্মকারক হওয়ার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১০৯ ধারা। অমুক ব্যক্তিরা পরস্পর অংশী কিংবা ভূম্যধিকারী ও প্রজা, কিংবা কর্ত্তা ও কর্ম্মকারক ভাবাপন্ন আছে, এই বিষয়ের বিবাদ হইয়া যদি তাহাদের পরস্পর সেই ভাবাপন্ন থাকার ন্যায় কার্য্য করার প্রমাণ করা যায়, তবে তাহারা পরস্পর সেই ভাবাপন্ন নহে কিংবা পূর্ব্বে থাকিলেও এখন সেই ভাবাপন্ন নহে, এই কথা যে ব্যক্তি কহে তাহার প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

কোন হিন্দুপরিবারস্থ এক ব্যক্তি এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া বলে যে, তাহারা সকলে একান্নভুক্ত। আসামী স্বীকার করে যে, তাহারা পূর্ব্বে কোন সময়ে একান্নভুক্ত ছিল; তাহাদের পার্থক্য প্রমাণের দায় প্রতিবাদীর উপর। প্রতিবাদী উহা প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি পৃথক্ নয় এই রূপ বিবেচনা করিতে হইবে। বীরনারায়ণ সরকার বঃ তিনকৌড়ি নন্দী। ১ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৩১৬ পৃষ্ঠা।

করবৃদ্ধির মোকদ্দমায় প্রজা নিষ্কর ভূমির আপত্তি করিলে নিষ্কর প্রমাণের দায় প্রজার উপর। শ্রীধর নন্দী বঃ ব্রজনাথ কুণ্ড ২ বাঃ বেঃ লাঃ রিঃ ২১১ পৃষ্ঠা।

যে জমির করবৃদ্ধির মোকদ্দমা হয় তাহা আংশিকরূপে লাখেরাজ সাব্যস্ত হইলে যে অংশ লাখেরাজ নয় বলিয়া করবৃদ্ধির প্রার্থনা হয় তাহা যে করপ্রদ ভূমি সে কথার প্রমাণের ভার জমিদারের উপর। নেহালচন্দ্র মিস্ত্রী বঃ হরিপ্রসাদ মণ্ডল, ৮ বাঃ উঃ রিঃ ১৮৩ পৃষ্ঠা।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৪ ধারার মর্ম্মমতে করবৃদ্ধির নোটিস-জারী না হওয়ার মোকদ্দমা হইলে প্রমাণের দায় প্রজার উপর। পৃথ্বীরাম চৌধুরী রায় বাহাদুর বঃ শ্রীদামচন্দ্র সাহা, ৮ বাঃ উঃ রিঃ ৮ পৃষ্ঠা।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৭ধারামতে জমির উর্ব্বরতা-নিবন্ধন কর-বৃদ্ধির মোকদ্দমা হইলে ভূমি যে অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা হইয়াছে তাহার প্রমাণের দায় বাদীর উপর। পুলিনবিহারী সেন বঃ আর, ওয়াট্সন এণ্ড কোঃ, ৯ বাঃ উঃ রিঃ ১৯০ পৃঃ।

করবৃদ্ধির মোকদ্দমায় ভূমি অন্য লোকের অধিকারভুক্ত এই রূপ আপত্তি হইলে ভূমি যে বাদীর তাহার প্রমাণের দায় বাদীর উপর। মিরজা মহম্মদ আলিঃ বঃ রাধারমণ মণ্ডল। ৪ বাঃ উঃ রিঃ ১৮ পৃঃ ১০ আঃ নঃ।

স্বামিত্ব বিষয়ে প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

১১০ ধারা। কোন দ্রব্য অমুক ব্যক্তির অধিকারে আছে ইহা দর্শান গেলেও সে ঐ দ্রব্যের স্বামী কি না, এই বিষয়ের বিবাদ হইলে সে স্বামী নয় এই কথা যে ব্যক্তি কহে তাহার প্রতি সেই কথার প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

অধিকার প্রাপ্তির মোকদ্দমায় বাদী তাহার অধিকার ও পরে অন্যায় রূপে অধিকারচ্যুত হইবার বিষয় সাব্যস্ত করিলে ভূমির স্বামিত্ব প্রমাণের ভার প্রথমে প্রতিবাদীর উপরে যায়। প্রতিবাদী তাহার স্বামিত্ব সম্বন্ধে নিদর্শন উপস্থিত করিলে পরে বাদী তাহার স্বামিত্ব প্রমাণার্থে নিদর্শন উপস্থিত করিতে পারে। রাধাবল্লভ গোস্বামী বঃ কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী, ৯ বাঃ স উঃ রিঃ ৭১ পৃষ্ঠা।

অধিকার প্রাপ্তির মোকদ্দমা। বাদী প্রতিবাদী কর্ত্তৃক অধিকারচ্যুত হইয়াছে। প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, বাদী নিষ্কর ভূমি বলিয়া অধিকারচ্যুত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু দর্শায় যে, তাহার নিষ্কর স্বত্ব ১৭৯০ সালের পরে হইয়াছিল, বাস্তবিক ঐ ভূমি তাহার করদ ভূমির অংশ মাত্র; এমত স্থলে বাদীর স্বত্ব সম্বন্ধে বিচার অনাবশ্যক, প্রতিবাদী যাহা বলে তাহার প্রমাণের ভার তাহারই উপরে। উত্তমচরণ দত্ত বঃ রামলাল দোন। ৫ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৯১ পৃঃ।

এক ব্যক্তি এই বলিয়া নালিশ উপস্থিত করিল যে, তাহার পিতা অন্য কোন ব্যক্তির নামে একটি সম্পত্তি বিনামী করাতে বিনামীদার তাহাকে অধিকারচ্যুত করিয়াছে। বাদী তাহার পূর্ব্ব সময়ের নির্ব্বিবাদী অধিক দিনের

অধিকারের প্রমাণ করাতে প্রতিবাদীর দাবী যে প্রকৃত তাহা প্রমাণ করিবার ভার প্রতিবাদীরই উপরে থাকিবে। সে একথা বলিতে পারে না যে, বাদীর ঐ রূপ বলিবার অধিকার নাই। মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঃ শ্রীমতী বরদা দেবী। ২ বাঃ বেঃ লাঃ রিঃ ২৭৪ পৃঃ।

যাহারা অনেক কাল পর্য্যন্ত কোন সম্পত্তি অধিকার করিতেছে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করার মোকদ্দমায় আইনানুসারে পরিশুদ্ধ স্বামিত্ব প্রমাণের ভার বাদীর উপরে। টেকনারায়ণ সিংহ বঃ রঘুনাথ সহায়। ২ বাং উঃ রিঃ ২৬৮ পৃঃ।

অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির মোকদ্দমায় স্বামিত্ব প্রমাণ বাদীর কর্ত্তব্য। বঙ্গচন্দ্র বসু বঃ কাশীচন্দ্র বসু। ৫ নঃ উঃ রিঃ ২১৮ পৃঃ।

কোন ব্যক্তি অন্যের বিশ্বাস-ভাজন হইলে কোন ব্যাপারে তাঁহার সারল্যের প্রমাণের কথা।

১১১ ধারা। কর্ম্ম-সম্পর্কে এক ব্যক্তি অন্যের বিশ্বাস-ভাজন হইলে অমুক কোন ব্যাপার সরল ভাবে করা গিয়াছে কি না, এই বিষয়ে যদি তাহাদেরই মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে, তবে যে ব্যক্তি বিশ্বাসভাজন, ঐ ব্যাপারটির সরলতার প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে।

উদাহরণ।

(ক) মওক্কেল উকীলের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করে। সেই বিক্রয় ব্যাপার সরলভাবাপন্ন কি না, মওক্কেলের উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় এই প্রশ্ন হইলে, ঐ ব্যাপারের সরলতার প্রমাণ করিবার ভার উকীলের প্রতি বর্ত্তে।

(খ) পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতার নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করে। সেই বিক্রয় ব্যাপার সরলভাবাপন্ন কি না, পুত্রের উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় এই প্রশ্ন হইলে ঐ ব্যাপারের সরলতার প্রমাণ করিবার ভার পিতার প্রতি বর্ত্তে।

১১২ ধারা। জননীর সঙ্গে পুরুষের পতি-পত্নী-ভাব থাকিতে কিংবা সেই সম্বন্ধ বিলোপ হইবার পর দুইশত অষ্টাশী দিনের মধ্যে জননী অবিবাহিতা থাকিতে যদি সন্তান জন্মে, তবে যে সময়ে গর্ভসঞ্চার হয় সেই সময়ে উক্ত পুরুষের ও স্ত্রীর সমাগম ছিল না ইহার প্রমাণ না হইলে, উক্ত বৃত্তান্ত ঐ সন্তানের ঔরসজাত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হয়।

বিবাহিতাবস্থায় যে সন্তান জন্মে তাহার ঔরস হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণের কথা।

মোসলমানদিগের শাস্ত্রানুসারে বিবাহসম্বন্ধ প্রবল থাকা সময়ে যে সন্তান জন্মে তাহাকে জননীর স্বামীর ঔরসজাত জ্ঞান করিতে হয়। যশমন্ত সিংহ বঃ জেত সিংহ। ৬ বাঃ উঃ রিঃ ৪৬ পৃঃ।

বিবাহের বন্ধন প্রবল না থাকা সময়ে সন্তান জন্মিলেও তাহাকে সন্তান বলিয়া স্বীকার করিলেই সে সুজাত রূপে গণনীয়। বিবী নজীবুন্নেছা বঃ বিবী জমীরণ দিগর, ১১ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৪২৬ পৃঃ দেঃ নঃ।

সুজাত বিষয়ে এক আদালত কর্তৃক মীমাংসা হইলে অন্য সকল আদালতেও ঐ মীমাংসা বলবৎ হইবে। কিন্তু তঞ্চকতা বা প্রবঞ্চনার স্পষ্ট প্রমাণ থাকিলে অন্য রূপ হইবে। রাজকৃষ্ণ রায় বঃ কিশোরীমোহন মজুমদার। ৩ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ১৪ পৃঃ দেঃ নঃ।

১১৩ ধারা। ব্রিটনীয় দেশের কোন অংশ এতদ্দেশীয় কোন রাজ্যাধিকারে বা রাজ্যের বা কর্ত্তার দেশভুক্ত করা গিয়াছে, ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্ম্মের জ্ঞাপন-পত্র প্রকাশ হইলে ঐ জ্ঞাপন-পত্রের নির্দ্দিষ্ট তারিখে সেই দেশ সিদ্ধরূপে দত্ত হইয়াছে, ঐ জ্ঞাপন-পত্রই ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ।

দেশ দত্ত হওয়ার প্রমাণের কথা।

১১৪ ধারা। স্বাভাবিক কোন ব্যাপার ও লোকাচার এবং সাধারণের ও ব্যক্তিবিশেষের ব্যবসায়াদি সামান্যতঃ যে ধারামতে হইয়া থাকে, আদালত কোন বিশেষ বৃত্তান্ত সহিত সেই ব্যাপারাদির সম্বন্ধ বিবেচনায় যে বৃত্তান্ত ঘটা সম্ভব বোধ করেন তাহা ঘটিযাছে এমত অনুমান করিতে পারিবেন।

কোন বৃত্তান্ত থাকার বিষয়ে আদালতের অনুমান করিবার কথা।

উদাহরণ।

আদালত এই এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ক) কোন দ্রব্য চুরী করা যাইবার অল্পকাল পরে তাহা যে ব্যক্তির নিকট পাওয়া যায়, সে কি প্রকারে পাইল ইহা জানাইতে না পারিলে সেই চোর, অথবা চোরাদ্রব্য জানিয়া সেই দ্রব্য ব্যবহার করিয়াছে।

(খ) গুরুতর নানা বিষয়ে সহায়ের সাক্ষ্য প্রতিপন্ন না হইলে সে বিশ্বাসের যোগ্য নয়।

(গ) হুণ্ডী সাকরাইয়া দেওয়া গেলে কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করা গেলে উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ না করিয়া তাহা সাকরাইয়া দেওয়া যায় নাই কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করা যায় নাই।

(ঘ) কোন বিষয় কি কোন বিষয়ের ভাব বহুকাল স্থায়ী হওয়াতে তদপেক্ষা অল্পকালের মধ্যে আছে ইহার প্রমাণ করা গেলে সেই বিষয় কি সেই বিষয়ের সেই ভাব অদ্যাপি আছে।

(ঙ) আদালত-সংক্রান্ত ও রাজকীয় পদ-সংক্রান্ত কার্য্য নিয়মমতে করা গেল।

(চ) বিশেষ স্থলে কার্য্য করিবার চলিত ধারামতে কার্য্য করা গেল।

(ছ) প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারিলেও না করা গেলে

যে ব্যক্তি তাহা গোপনে রাখে, ঐ প্রমাণ উপস্থিত হইলে তাহার অপকার হয়।

(জ) যে ব্যক্তি আইনমতে কোন এক প্রশ্নের উত্তর দিতে বদ্ধ নয়, সে যদি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে, তবে উত্তর দিলে তাহা তাহার বিপক্ষ হয়।

(ঝ) যে দলীলের দ্বারা দায় সৃষ্ট হয় তাহা দায়ী ব্যক্তির হাতে থাকিলে সেই দায় শোধ হইল।

কিন্তু স্থলবিশেষে উক্ত নিয়ম খাটে কি না, আদালত নিম্ন-লিখিত প্রকারের বৃত্তান্ত লক্ষ্য করিয়া তাহা বিবেচনা করিবেন।

(ক) উদাহরণের স্থলে।—টাকাতে কোন চিহ্ন দেওয়া গেল, চুরী হইবার কিঞ্চিৎ পরে ঐ টাকা কোন দোকানদারের বাক্সের গেব্যাতে পাওয়া গেল, কিন্তু ব্যবসায়ক্রমে সে অনেক টাকা পাইয়া থাকে, অতএব সেই টাকাটি কাহার কাছে পাইল তাহা জানে না।

(খ) উদাহরণের স্থলে।—কোন কল স্বস্থানে সাজাইয়া রাখিবার সময়ে কোন কার্য্যে অমনোযোগ হওয়াতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইল বলিয়া বধাপরাধে আনন্দ নামে অতিভদ্র এক ব্যক্তির বিচার হয়। বলরাম নামক তাঁহার তুল্য ভদ্র আর এক ব্যক্তি সেই কল সাজাইয়া রাখিবার কার্য্যের অংশী ছিলেন ও কি কি কার্য্য হইয়াছে তাহা বিশেষমতে উল্লেখ করিয়া আনন্দ ও আমি উভয়ের অমনোযোগ হইয়াছিল, এই কথা স্বীকার করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেন।

(খ) উদাহরণের স্থলে।—অনেক ব্যক্তি মিলিয়া কোন অপ-রাধ করিলে আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র নামক তিন জন অপরাধী তৎস্থানেই ধৃত হইয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রাখা গেল। প্রত্যেক জন ঐ অপরাধের বর্ণনা করিয়া সহায় বলিয়া দীননাথের নাম দিল এবং তাহাদের বর্ণনা পরস্পর যে রূপে মিলে তাহা দেখিয়া তাহাদের কোন ষট্‌চক্রের সম্ভাবনা বোধ হয় না।

(গ) উদাহরণের স্থলে।—আনন্দ নামক যে ব্যক্তি হুণ্ডী লিখিয়াছিল সে ব্যবসায়ী। বলরাম নামক যে ব্যক্তি তাহা সাকরাইয়াছিল সে যুবা ও অপটু ও সম্পূর্ণরূপে আনন্দের বশতাপন্ন।

(ঘ) উদাহরণের স্থলে।—পাঁচ বৎসর গত হইল কোন নদীর স্রোত বিশেষ খাত দিয়া বহিয়া যাইত ইহার প্রমাণ হইল, কিন্তু তৎপরে কয়েকবার বন্যা হওয়াতে তাহার প্রবাহের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

(ঙ) উদাহরণের স্থলে।—আদালতের কোন কার্য্য নিয়ম মতে হইল কি না, এই বিবাদ হওয়াতে অসাধারণ ভাবগতিকে সেই কার্য্য করা গিয়া থাকিবে।

(চ) উদাহরণের স্থলে।—অমুক পত্র পাওয়া গিয়াছে কি না, এই প্রশ্ন হওয়াতে সেই পত্র ডাকে দেওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণ করা যায়, কিন্তু কোন হঙ্গমা প্রযুক্ত রীতিমতে ডাকপত্র চালানের ব্যাঘাত হইল।

(ছ) উদাহরণের স্থলে।—অল্পকার্য্যের কোন এক চুক্তিপত্রের উপর কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হয়, কিন্তু তাহা উপস্থিত করিলে তাহার পরিবারস্থ লোকদের দুঃখ ও তাঁহাদের মানের হানি হইতে পারে বলিয়া তিনি ঐ দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করেন।

(জ) উদাহরণের স্থলে।—অমুক ব্যক্তি আইনমতে অমুক প্রশ্নের উত্তর দিতে বদ্ধ না হন, কিন্তু যে ব্যাপার সম্পর্কে ঐ প্রশ্ন করা যায়, উত্তর দিলে তদ্ভিন্ন অন্য ব্যাপারে তাহার হানি হইতে পারে।

(ঝ) উদাহরণের স্থলে।—দায়ী ব্যক্তির হাতে খৎ পাওয়া গেল ভাবগতিক বিবেচনায় সে তাহা চুরী করিয়া লইয়া থাকিবে।

প্রথম ভাগ, সম্ভাবন অধ্যায় পাঠ কর।

"(খ)" গুরুতর নানা বিষয়ে সহায়ের সাক্ষ্য প্রতিপন্ন না হইলে সে বিশ্বাসের যোগ্য নয়।"

পুরাতন কার্য্যবিধান অর্থাৎ ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের ২০৯ ধারার বিধানে সহায়কে মার্জ্জনা করিয়া সাক্ষীরূপে পরীক্ষা করার বিধান ছিল। নূতন কার্য্যবিধান আইন, ১৮৭২ সাঃ ১০ আঃ ৩৪৭ ধারায় ঐ রূপ বিধান করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানপ্রমাণ-বিষয়ক আইনের ৩০ ধারায় বিধান করা হইয়াছে যে, সহায়ের দোষ-স্বীকারোক্তি তাহার অন্যান্য সহায়কারীর বিরুদ্ধেও প্রমাণ-রূপে গণ্য হইতে পারিবে। এ স্থলে তাহাকে উক্ত ২০৯ বাঃ ৩৪৭ ধারা মতে মার্জ্জনা করিবার প্রয়োজন নাই।

সহায়ের সাক্ষ্য গুরুতর নানা বিষয়ে প্রতিপন্ন না হইলেও তাহা প্রমাণরূপে গণ্য, হাইকোর্ট (৫ বাঃ উঃ রিঃ ৯৮ পৃঃ) এলাহি বক্সের মোকদ্দমায় এই রূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আবার (৫ বাঃ উঃ রিঃ ১৮ পৃঃ) দ্বারিকার মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলিয়াছেন যে, এক কিংবা একাধিক সহায়ের সাক্ষ্যের পোষকতা আবশ্যক। প্রকৃত প্রস্তাবে মোকদ্দমার অবস্থানুসারে পোষকতার আবশ্যক কি অনাবশ্যক তাহাই স্থির করিতে হইবে। পোষক প্রমাণ পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা বিচারক-গণের একান্ত প্রয়োজনীয়; অন্যথা অনেক স্থলে অবিচার হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।—স্বকীয় কার্য্য জন্য বাধা-বিষয়ক কথা।

স্বকীয় কার্য্য জন্য বাধার কথা।

১১৫ ধারা। কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞান পূর্ব্বক আপনার কথার বা ক্রিয়ার দ্বারা কিংবা কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করণ দ্বারা কোন বিষয় সত্য বলিয়া অন্য ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মায় কিংবা জন্মাইতে দেয় ও সেই বিশ্বাসানুসারে তাহাকে কার্য্য করায় বা তাহাকে কার্য্য করিতে দেয়, তবে তাহার এবং সেই ব্যক্তির কিংবা তদীয় স্থলাভিষিক্তের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে কিংবা মোক-দ্দমা-ঘটিত কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে, সেই প্রথমোক্ত ব্যক্তি

কিংবা তাহার স্থলাভিষিক্ত ঐ কথা সত্য নয় বলিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পাইবে না।

উদাহরণ।

কোন ভূমিখণ্ড আমার বলিয়া আনন্দ ইচ্ছা-পূর্ব্বক ঐ অসত্য কথায় বলরামের বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সেই ভূমি ক্রয় করিয়া মূল্য দিবার প্রবৃত্তি দেয়।

পশ্চাৎ ঐ ভূমি যথার্থই আনন্দের সম্পত্তি হইলে, বলরামের নিকট তাহা বিক্রয় করিবার সময়ে ঐ ভূমিতে আমার স্বত্ব ছিল না বলিয়া আনন্দ ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই স্থলে পূর্ব্বে তাহার স্বত্ব না থাকার প্রমাণ করিবার অনুমতি হইবে না।

প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, ও নিয়ম "বাধা" দ্রষ্টব্য। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন অবস্থার সত্তা-সম্বন্ধে অন্যের বিশ্বাস জন্মাইয়া সেই বিশ্বাসানুসারে তাহার সহিত কার্য্য করিলে সে কিংবা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরা অবস্থার বর্ণিত রূপ সত্তাবিষয়ে যে যে রূপ বলা হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য থাকিবে। মুন্সী সৈয়দ আমিরালি বঃ সায়েতালি, ৫ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ২৪৯ পৃঃ।

"যদি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে আপনার স্ত্রী পরিচয় দিয়া কোন দোকানদারকে তাহার নিমিত্ত দ্রব্যাদি যোগাইতে লওয়ায়, ও পরে ঐ দোকানদার কর্ত্তৃকই দ্রব্যাদির মূল্যের জন্য তাহার নামে নালিশ হয়, তবে সে ব্যক্তি ঐ স্ত্রীলোক তাহার বিবাহিতা স্ত্রী থাকার বিষয় অস্বীকার করিতে অশক্ত।"

"পিকাউ বঃ পিয়র্স প্রতিবাদীর মোকদ্দমায় লার্ড ডেনম্যান যে উক্তি করেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

"আইনে পরিষ্কার রূপে এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে স্থলে কোন ব্যক্তি তাহার বাক্য বা ব্যবহারের দ্বারা ইচ্ছা করিয়া অন্য কোন ব্যক্তির মনে কোন প্রকার অবস্থার স্থিতিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় ও সেই বিশ্বাসে কার্য্য করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মায়,

যদনুসারে সেই ব্যক্তির অবস্থান্তর ঘটে, সে স্থলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি আর তৎকালে অন্য এক রূপ অবস্থা থাকা উক্তি করিতে পারে না।" নর্টন, ৭২ পৃঃ ৯৫ ধারা।

১১৬ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তির প্রজা যে সময়ে প্রজা হয় সেই সময়ের প্রারম্ভে ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না, ঐ প্রজার যত কাল অধিকার থাকে তত কাল সে কিংবা তাহার দ্বারা কোন দাওয়াদার ইহা কহিতে পাইবে না; ও কোন স্থাবর সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তাহার অনুমতি-পত্রদ্বারা অন্য ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইলে, ঐ অনুমতি দেওন সময়ে সেই ব্যক্তির অধিকারের স্বত্ব ছিল না ইহা কহিতে পাইবে না।

প্রজার স্বকীয় কার্য্য জন্য বাধার কথা।

"অনেক স্থলে ব্যক্তিবিশেষ পূর্ব্বে যে কথা স্বীকার করিয়াছে অথবা যাহা বলিয়াছে তাহা অস্বীকার করিতে অসমর্থ। যদি কোন ব্যক্তি কাহার প্রজা থাকা স্বীকার করে তবে খাজানা পাইবার জন্য বা জোত বরখাস্ত করার জন্য তাহার নামে নালিশ হইলে সেই নালিশে সে ব্যক্তি তাহার ভূম্যধিকারীর স্বত্বের আপত্তি করিতে পারে না।" নর্টন, ৭২ পৃঃ ৯৫ ধারা।

১১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি হুণ্ডী সাকরাইয়া দিলে ঐ হুণ্ডীর লেখক তাহা লিখিতে কিংবা তাহার পৃষ্ঠে লিখিতে সক্ষম নয় ইহা কহিতে পাইবে না; ও দ্রব্য যে সময়ে ন্যস্ত করা যায় বা অনুমতি-পত্র যে সময়ে দেওয়া যায় সেই সময়ে ন্যাসদাতার বা অনুমতিদাতার ন্যাস বা অনুমতি দিবার ক্ষমতা ছিল না, ঐ ন্যাসধারী কি অনুমতি-প্রাপ্ত ব্যক্তি ইহা কহিতে পাইবে না।

যে ব্যক্তি হুণ্ডী সাকরাইয়া দেয় তাহার বা ন্যাসধারীর বা অনুমতি প্রাপ্তির স্বকীয় কার্য্য জন্য বাধার কথা।

১ ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি হুণ্ডী সাকরাইয়া দেয় হুণ্ডী যাহার লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় সেই ব্যক্তির লিখিত নয় ইহা বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিবে।

২ ব্যাখ্যা। ন্যাসধারী যদি ন্যাসদাতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি ন্যস্ত দ্রব্য সমর্পণ করিয়া থাকে, তবে ন্যাস-দাতার বিপক্ষে সেই ব্যক্তির স্বত্ব প্রবল আছে, এই কথার প্রমাণ করিতে পারিবে।

"ন্যাসধারী" ন্যাস শব্দে গচ্ছিত, যাহার নিকট কোন দ্রব্য গচ্ছিত থাকে তাহাকে ন্যাসধারী বলে। ন্যস্ত শব্দও একি ধাতু হইতে উৎপন্ন।

ইংরেজী "বিল অব্ এক্সচেঞ্জ" ও এদেশের হুণ্ডীর শহিত সম্পূর্ণ ভাবগত ঐক্য হইলে ইংলণ্ডীয় আইন তদ্বৎ স্থলে খাটিবে, শম্ভুনাথ ঘোষ বঃ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। ২ বাঃ হাইডের রিপোর্ট, ২৫৯ পৃঃ।

হুণ্ডী সাকরাইলেই হুণ্ডীলেখকের স্বাক্ষর ও হুণ্ডী করার ক্ষমতা স্বীকার করা হয়। এই রূপে স্বীকার করত হুণ্ডী চালাইয়া পরে স্বাক্ষর কৃত্রিম ইত্যাদি আপত্তি করিতে পারে না। প্রাইস বঃ নীল, ইংলণ্ডীয় নজির।

নবম পরিচ্ছেদ।—সাক্ষীদের কথা।

কাহারা সাক্ষ্য দিতে পারে এই বিষয়ের কথা।

১১৮ ধারা। কোমল বয়স্ কিংবা অত্যন্ত বার্দ্ধক্য কিংবা শরীরের রোগ কি মনের বৈকৃতি কিংবা তাদৃশ অন্য কারণে কোন ব্যক্তি আদালতের বিবেচনায় জিজ্ঞাসিত কথা বুঝিতে অক্ষম হইলে কিংবা সুবুদ্ধিমতে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে এমত ব্যক্তি ভিন্ন সকলেই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম।

ব্যাখ্যা।—ক্ষিপ্ত ব্যক্তির নিকট যে প্রশ্ন করা যায় ক্ষিপ্ত-মনাঃ প্রযুক্ত সে তাহা বুঝিতে ও সুবুদ্ধিমতে সেই প্রশ্নের

উত্তর দিতে পারে না, এমন স্থল ভিন্ন ক্ষিপ্ত ব্যক্তিও সাক্ষ্য দিবার অক্ষম নহে।

বালক যাহারা সংসারের কুটিলচক্রে ঘূর্ণিত হয় নাই ও যাহারা স্বার্থাস্বার্থ অনুরোধে অবিকৃত তাহারা যে সচরাচর সত্যবর্ণন করিবে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভাব্য। নর্টন বলেন " কথায় বলে, নির্ব্বোধ ও বালকেরাই সত্য কহে। এবং এই প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্ব্বে এই স্থলেই বলা আবশ্যক যে, হিন্দুজাতীয় শিশুরা অত্যন্ত সুবোধ ও সত্যবাদী সাক্ষী, এবং বোধ হয় সচরাচর এদেশীয় বিচারালয়ে যত প্রকার সাক্ষী উপস্থিত হইয়া থাকে সকলের অপেক্ষা উৎ-কৃষ্ট। "

পূর্ব্ব সময়ে লোকের পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস না থাকিলে তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাণ যাইত না। কিন্তু ১৮৫৫ সালের ২ আইনের ১৫ ধারায় বিধান হইয়াছিল যে " সত্য বলিব " এই রূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া উপরোক্ত মনুষ্যদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইবে।

সুবিখ্যাত মিল সাহেব তাঁহার কৃত স্বাধীনতা প্রবন্ধের ৫৫৩ পৃষ্ঠায় বলেন " নাস্তিকতা জন্য নাস্তিকের এজাহারে প্রত্যয়ের লঘুতা ব্যতীত একবারে তাহা বহির্ভূত করা উচিত কি না সন্দেহের স্থল। সত্যকথন পক্ষে এ স্থলে চারিটির মধ্যে কেবল একটি কারণের অভাব আছে, অপর তিনটি কারণ যথেষ্টরূপে ফলদায়ক হইলেও হইতে পারে। অবস্থা মাত্রেই ঐ রূপ হয় কি না, বিচারকর্ত্তাকে স্থির করিতে দেওয়া উচিত। "

১৮৫৫ সালের ২ আইনের ১৪ ধারায় সপ্তম বর্ষের ন্যূন বয়স্ক সন্তান-গণের সাক্ষ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। এ আইনে বয়সের সীমা নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। সীমানির্দ্ধারণের ভার অতিশয় সঙ্গতমতেই বিচারকগণের প্রতি অর্পিত হইয়াছে।

কোচবিহারের নিয়মানুসারে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত-ব্যক্তিগণের সাক্ষ্যগ্রহণের নিষেধ ছিল। কিন্তু ইদানীং সে নিয়ম রহিত হইয়াছে।

গুডিবকৃত নিদর্শনতত্ত্ব, ১২৪ ও ১২৫ পৃষ্ঠা পাঠ কর।

মুসলমানগণের আইনানুসারে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় ছিল না।

১১৯ ধারা। কোন সাক্ষী কথা কহিতে না পারিলেও লিখন বা সঙ্কেত প্রভৃতি কোন প্রকারে ভাব বোধগম্য করিতে পারিলে সেই প্রকারে সাক্ষ্য দিতে পারিবে। কিন্তু লিখিয়া দিলে মুক্তদ্বার আদালতে লিখিতে হইবে ও সঙ্কেত করিলে মুক্তদ্বার আদালতে সঙ্কেত করিতে হইবে। তদ্রূপ যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা বাচনিক সাক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে।

মুক সাক্ষীদের কথা।

১২০ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমা-ঘটিত সকল কার্য্যে উভয় পক্ষ এবং অন্যতর পক্ষের স্বামী বা ভার্য্যা যোগ্য সাক্ষী হইবে। কোন ব্যক্তির নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা-ঘটিত কার্য্যে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী যোগ্য সাক্ষী হইবে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমায় বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের কথা।

১৮৫০ সালের ৯ আইনের ৪৬ ধারা পাঠ কর।

মহারাণী বঃ খএরুল্যা, ৬ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ২১ পৃঃ, এই মোকদ্দমায় ১৮৬৬ সালে প্রধানতম বিচারালয়ের পূর্ণাধিবেশনে নিষ্পত্তি হইয়াছিল যে, স্ত্রী স্বামীর স্বপক্ষে বা বিরুদ্ধে, সাক্ষী দিতে পারিবে। মফস্বল আদালতের সম্বন্ধে ঐ বিধান হইয়াছিল।

১২২ ধারা পাঠ কর।

১২১ ধারা। কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট আদালতে যদ্রূপ আচরণ করেন কিংবা আদালতে জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ অধিবিষ্ট হইয়া যে বিষয় অবগত হন তদ্বিষয়ে তাঁহার নিকট কোন প্রশ্ন করা গেলে তিনি যে আদালতের অধীন থাকেন সেই আদালত হইতে বিশেষ আজ্ঞা না পাইলে, তাঁহার স্থানে বলক্রমে সেই প্রশ্নের উত্তর লওয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু জজ কি

জজের কি মাজিষ্ট্রেটের কথা।

মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ অধিবিষ্ট হওন কালে তাঁহার সাক্ষাৎ অন্য যে ব্যাপার ঘটিল তদ্বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) সেশন আদালতে আনন্দের বিচার হইতেছে এমন সময়ে সে কহে যে, বলরাম নামক মাজিষ্ট্রেট যে সাক্ষ্য লন তাহা অনুচিতমতে লওয়া গিয়াছে। সেশন আদালতের স্পষ্ট আজ্ঞা না হইলে সেই বিষয়ে বল-পূর্ব্বক বলরামের উত্তর লওয়া যাইতে পারিবে না।

(খ) বলরাম নামক মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিল বলিয়া সেশন আদালতে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়। আনন্দ কি কহিয়াছিল, সেশন আদালতের স্পষ্ট আজ্ঞা না থাকিলে বলরামের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হইতে পারিবে না।

(গ) বলরাম নামক সেশন জজের সম্মুখে আনন্দের বিচার হইতেছে এমন সময়ে সে পোলিসের কর্ম্মকারককে বধ করিতে চেষ্টা করিল, সেশন আদালতে তাহার নামে এই অভিযোগ হইলে সেই ব্যাপারের বিষয়ে বলরামের সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে।

নর্টন, ৪৬৬ ধারা, দ্বিতীয় বাঃ ১১ ও ১২ পৃঃ পাঠ কর। বিচারকগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা না করিলে কোনক্রমেই বিচার কার্য্য সুনির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে ষ্টরকির মত, নর্টন ১২ পৃঃ, পাঠ কর।

বিবাহিতাবস্থায় স্ত্রীর ও স্বামীর পরস্পর উক্তির কথা।

১২২ ধারা। স্বামীর ও স্ত্রীর মধ্যে যে মোকদ্দমা হয়, কিংবা মোকদ্দমা-ঘটিত যে ব্যাপারে স্ত্রীর বা স্বামীর বিপক্ষে স্বামীর বা স্ত্রীর কোন অপরাধের অভিযোগ হয়, তদ্ভিন্ন স্থলে পুরুষ ও স্ত্রী বিবাহিত অবস্থায় পরস্পর যে কথা কহে তাহা তাহাদের একতর ব্যক্তি দ্বারা বলক্রমে প্রকাশ

করাইতে পারা যাইবে না, এবং যে ব্যক্তি ঐ কথা কহিল সে কিংবা স্বার্থপক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্ত সম্মত না হইলে তাহার প্রতি উক্ত কথা প্রকাশ করিবার অনুমতি হইবে না।

সাধারণ লোকসমাজের মঙ্গলার্থ এই বিধান করা হইয়াছে। নর্টন বলেন "যদি ক্ষণকালের মধ্যে স্বামি-ভার্য্যার গুপ্তকথা ভেদ হইতে পারিত, তবে কোন্ গৃহস্থের সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা না হইত?"

এই বিষয়ের বাহুল্য জ্ঞানার্থে নর্টন ৬৯—৭২ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

রাজব্যাপার-বিষয়ক সাক্ষ্যের কথা।

১২৩ ধারা। রাজ্যের কোন কর্ম্মবিভাগে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃপক্ষ হন, তাঁহার অনুমতি না হইলে কোন ব্যক্তি সেই বিভাগ-সংক্রান্ত রাজকীয় কোন অপ্রকাশিত কাগজ-পত্রের উল্লিখিত কোন রাজব্যাপারের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পাইবে না। ঐ অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাধীন।

যদ্দ্বারা রাজমন্ত্রণা সকল প্রকাশ পাইতে পারে, সাধারণের শুভাশুভ বিবেচনায় আইনের দ্বারা তাহা বর্জ্জিত হইয়াছে। নর্টন বলেন "প্রাগুক্ত বিষয়ের যথাচ্ছাদন করার উপর সংসারের সুখ ও স্থিতিত্ব নির্ভর করে। কারণ যদি যে ইচ্ছা সরকারের নামে নালিশ করিয়া রাজমন্ত্রণা সকল প্রকাশ করিতে পারিত, তবে রাজকার্য্য চলিবার পক্ষে কি হইত?"

নর্টন ৭০ ধারা, ৪৯—৫২ দ্রষ্টব্য।

রাজকীয় কার্য্য-ঘটিত উক্তি-বিষয়ক কথা।

১২৪ ধারা। রাজকীয় কার্য্যক্রমে কোন ব্যক্তির নিকট বিশ্বাস পূর্ব্বক যে কথা কহা যায়, তাহা প্রকাশ করিলে যদি তদীয় বিবেচনায় সাধারণের স্বার্থের হানি হয়, তবে ঐ রাজকীয়

কার্য্যকারক দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কথা প্রচার করাণ যাইবে না।

কুর্গের রাজা বাদী, কোম্পানি বাহাদুর প্রতিবাদী; ২০ জুরিষ্ট ৫০৭ পৃঃ। এই মোকদ্দমার আপীলে নিম্নলিখিত মতে নিষ্পত্তি হইয়াছে।

" এক ব্যক্তি স্বীয় স্বত্ত্ব স্থাপন জন্য কোম্পানি বাহাদুরের নামে নালিশ করে। কোম্পানি বাহাদুর আরজীর লিখিত দস্তাবেজ দখলে থাকা স্বীকার করেন, কিন্তু এই হেতু তাহা দাখিল করিতে অস্বীকার করেন যে, তাহার মধ্যে কতকগুলি রাজকার্য্য-সম্পর্কীয় চিঠি-পত্র ছিল, ঐ সকল পত্র কোম্পানি বাহাদুর ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত রাজকার্য্যের অনুরোধে রাজ্যশাসনের নিমিত্ত লিখিত হয়। অবশিষ্ট পত্র সকল কোম্পানি বাহাদুরের নিযুক্ত ভারতবর্ষীয় কর্ম্মাধ্যক্ষদের মধ্যে সরকারী রাজকার্য্যের অনুরোধে ও ভারতবর্ষের রাজশাসন নিমিত্ত লিখিত হয়। হুকুম হইল যে, এবম্প্রকার দস্তাবেজ উপস্থিত করিতে আদেশ করা আদালতের কর্ত্তব্য হয় না। "

"অধিকন্তু হুকুম হইল যে, রাজকার্য্য-সম্পর্কীয় দস্তাবেজ দাখিল করাইবার যে নিষেধ আছে তাহা, যাহার হস্তে ঐ সকল দস্তাবেজ থাকে, সে কোন এক পক্ষ কি না, এ বিবেচনায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহা দস্তাবেজ প্রকাশিত হইলে সাধারণের পক্ষে অমঙ্গল ঘটিবে, এই বিবেচনাতেই নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

নর্টন ৭০ ধারা, ৪৯, ৫০, ৫১ পৃষ্ঠা পাঠ কর।

গুডিব ১৬৯—১৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অপরাধ-বিষয়ক সন্ধান দেওয়ার কথা।

১২৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট্ বা পোলিসের কর্ম্মকারক অপরাধ হওয়ার সন্ধান কোথায় পাইলেন, তাহা তাঁহার দ্বারা বলক্রমে প্রচার করাণ যাইতে পারিবে না।

এই বিধান নূতন করা হইয়াছে। এই বিধানে অনেক অপরাধের নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। মাজিষ্ট্রেটদিগকে এবং পোলিস-কার্য্যকারকগণকে সময়ে সময়ে এরূপ নিগূঢ় অনুসন্ধান দ্বারা অপরাধ ও অপরাধীর

সন্ধান লইতে হয় যে, তাহা বল করিয়া আদালতে প্রকাশ করাইবার বিধি থাকিলে কেহই সে সকল প্রণালীর অনুসন্ধানে লিপ্ত হইতে চাহিত না। কোন একটি বিখ্যাত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট একদা একটি নষ্টা স্ত্রীর প্রিয় হইয়া তাহার উপপতিপ্রধান এক জন ডাকাইতকে ধৃত করণার্থ সেই স্ত্রীর সহিত একত্রে বসিয়া গাঞ্জা খাইয়াছিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদালতে প্রকাশিত হইবার বিধি থাকিলে ভদ্রলোকে যে সমধিক লজ্জা প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কায় ঐ রূপ কার্য্যে পবৃত্ত হইতে বিরত থাকিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

উকীল প্রভৃতির নিকট প্রকাশিত বাক্যের কথা।

১২৬ ধারা। কোন বারিষ্টার কিংবা মোক্তার কিংবা প্লীডর কিংবা উকীল স্বরূপ কোন বারিষ্টরের কি মোক্তারের কিংবা প্লীডরের কি উকীলের কার্য্যকরণ কালে ও সেই কার্য্যের উদ্দেশে তাঁহার মওক্কেল কিংবা তৎপক্ষ কোন ব্যক্তি তাঁহাকে যে কথা কহে, মওক্কেলের স্পষ্ট অনুমতি না হইলে তিনি কস্মিন্‌কালে তাহা প্রকাশ করিতে পাইবেন না এবং আপনার সেই কার্য্যক্রমে কিংবা আপন পদের কার্য্যের উদ্দেশ্যে কোন দলীলের মর্ম্মের কি অবস্থার বিষয়ে যাহা জ্ঞাত হন তাহা প্রকাশ করিতে পাইবেন না এবং আপনার উক্ত কার্য্যক্রমে বা ঐ কার্য্যের উপলক্ষে মওক্কেলকে যে পরামর্শ দেন তাহা প্রচার করিতে পাইবেন না। (১)

পরন্তু এই ধারাক্রমে নিম্নলিখিত কথা গোপনে রাখিবার অনুমতি নাই।

(১) অপরাধ-ঘটিত কোন কার্য্যসাধন করিবার উদ্দেশে উক্ত প্রকারের যে কথা কহা যায় তাহা।

(২) কোন বারিষ্টার কি প্লীডার কি মোক্তার কি

উকীল কোন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে পর যে বৃত্তান্ত দ্বারা কোন অপরাধ কি প্রতারণার কার্য্য হওয়া দৃষ্ট হয় কার্য্যক্রমে এমত বৃত্তান্ত তাহার জ্ঞান-গোচর হইলে তাহা।

সেই বৃত্তান্তের প্রতি মওক্কেলের দ্বারা বা তাহার স্বপক্ষীয় অন্য ব্যক্তির দ্বারা বারিষ্টরের বা উকীলের মনোযোগ করাণ গেলে বা না গেলেও ইহা অকিঞ্চিৎকর।

ব্যাখ্যা।—উক্ত কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পরও এই ধারার নির্দ্দিষ্ট দায় প্রবল থাকে।

(১) এই ধারার ব্যবহৃত মোক্তার শব্দে সাধারণ মোক্তার না বুঝাইয়া (আটর্ণী) বুঝাইবে। আটর্ণী শব্দ ইংরেজীতে ব্যবহৃত হইয়াছে। মোক্তার ও তাহার মওক্কেলের মধ্যে পরস্পর যে কথোপকথন হয় তাহা প্রকাশ করিয়া লওয়ার বাধা নাই। মহারাণী বঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী। ১ বাঃ বেঃ লাঃ রিঃ ৮ পৃঃ।

নর্টন বলেন " প্রাগুক্ত কয়েকটি বিষয়ের যথাচ্ছাদন করার উপর সংসারের সুখ ও স্থিতিত্ব নির্ভর করে। যদি বিপক্ষ পক্ষ যখন ইচ্ছা উকীল মওক্কেলের নিকট তাহাদের মওক্কেলের গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লইতে পারিত, তবে কোন্ ব্যক্তি স্বীয় জীবন সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত আইন-ব্যবসায়ীদিগের পরামর্শ লইতে সাহস করিত। " নর্টন ৫১ পৃঃ পাঠ কর।

যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত আছে কি হইবে, কেবল তৎসম্বন্ধীয় কথোপকথনই যে যথাচ্ছাদিত থাকিবে এরূপ নহে, এই বিধি সাধারণতঃ সকল রূপ পরামর্শের প্রতি খাটিবে।

আইন ব্যবসায়ের সম্মান রক্ষার্থ যে এই বিধির সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ মনে করিতে হইবে না। সর্ব্বসাধারণ লোকে প্রাজ্ঞ লোকের উপদেশ গ্রহণ করত জীবন সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে, এই মঙ্গলভাবসম্পন্ন উদ্দেশ্য-জনিতই এই বিধান প্রণয়ন হইয়াছে।

গুডিব নিদর্শনতত্ত্ব, ১৫৩ পৃঃ পাঠ কর।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামক মওক্কেল বলরাম নামক মোক্তারকে কহে, আমি জালকরণ অপরাধ করিয়াছি, আপনি আমার পক্ষ সমর্থন করুন।

যাহাকে অপরাধী বলিয়া জানা গেল তাহার পক্ষ সমর্থন করা অপরাধ-ঘটিত অভিপ্রায় নয়, অতএব উক্ত কথা গুপ্ত রাখা যাইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ নামক মওক্কেল বলরাম নামক উকীলকে কহে, আমি কৃত্রিম দলীল দেখাইয়া কোন সম্পত্তির অধিকার পাইতে চাহি, তুমি সেই দলীলের উপর নালিশ কর।

অপরাধ সফল করিবার উদ্দেশে এই কথা কহা গেল, অতএব তাহা অপ্রকাশ থাকিবার কথা নয়।

(গ) আনন্দের নামে তহবিল ভাঙ্গিবার অভিযোগ হওয়াতে তিনি আপনার পক্ষে উত্তর দিবার জন্য বলরাম নামক উকীলকে নিযুক্ত করেন। আনন্দের নামে তহবিল ভাঙ্গিয়া যত টাকা লইবার অভিযোগ হয়, আনন্দের খাতাবহীতে তত টাকা তাহার নামে খরচ লেখা আছে, বলরাম মোকদ্দমার চলন সময়ে ইহা দেখিতে পান, কিন্তু মোকদ্দমার আরম্ভে খাতায় সেই কথা ছিল না।

বলরাম মোকদ্দমার কার্য্য চলন সময়ে উক্ত ব্যাপার অবগত হইলেও কার্য্যানুষ্ঠানের আরম্ভ হইবার পর ঐ প্রতারণা-কার্য্য করা গেল ইহা দেখা যায়, অতএব তাহা অপ্রকাশ থাকার কথা নয়।

দোভাষী প্রভৃতির প্রতি ১২৬ ধারা বর্ত্তিবার কথা।

১২৭ ধারা। দোভাষীদের প্রতি এবং বারিষ্টরদের ও প্লীডারদের ও মোক্তারদের ও উকীলদের কেরাণী ও চাকরদের প্রতিও ১২৬ ধারার বিধান বর্ত্তে।

উকীল আটর্ণীর কেরাণী ও চাকরদের সম্বন্ধেও যখন ১২৬ ধারার বিধান খাটান হইয়াছে, তখন সাধারণ মোক্তারদিগকে যে বর্জ্জিত করা হইবে

আইন কর্ত্তাগণের এরূপ অভিপ্রায় কোনক্রমেই অনুভব করা যায় না। মহারাণী বঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর মোকদ্দমায় হাইকোর্ট যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া মোক্তারগণকে বর্জ্জিত করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয় এখনও সন্দেহাশ্রিত আছে বলিতে হইবে। ১৮৫৫ সালের ২ আইনের ২৪ ধারা সম্বন্ধে উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐ আইনে ১২৭ ধারার অনুরূপ কোন বিধান ছিল না।

এই ধারার যে রূপ ব্যাপক ভাব তাহাতে মোক্তারেরা যে বর্জ্জিত এরূপ বোধ হয় না। ইংলণ্ডে যত প্রকারের আইন ব্যবসায়ী আছে তাহাদের ও তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তিদিগের পর্য্যন্ত যখন উক্ত অধিকার রহিয়াছে, তখন ভারতবর্ষে যাহারা রীতিমত আইন ও সচ্চরিত্রতার পরীক্ষা দিয়া আইনের ব্যবসায় চালাইতেছে, তাহাদিগকে বর্জন করার অভিপ্রায় হইতে পারে না।

কোন পক্ষ স্বইচ্ছাতে সাক্ষ্য দিলে বিশেষ ক্ষমতা রহিত না হইবার কথা।

১২৮ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ আপন ইচ্ছামতে কিংবা অন্য কারণে সাক্ষ্য দিলে তৎপ্রযুক্ত ১২৬ ধারায় লিখিত কথা প্রকাশ করণ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে না। মোকদ্দমার কিংবা মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের কোন পক্ষ আপনার উক্ত বারিষ্টরকে বা মোক্তারকে বা উকীলকে সাক্ষিস্বরূপ আহ্বান করিয়া যদি তাঁহাকে কোন বিষয়ের প্রশ্ন করেন, তবে সেই প্রশ্ন না করিলে ঐ বারিষ্টর প্রভৃতি যে যে বিষয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেন না, জিজ্ঞাসিত কেবল সেই সেই বিষয় প্রকাশ করিতে পারিবেন, মওক্কেলের এই বিষয়ে সম্মতি হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

মওক্কেলদিগের অর্থাৎ সাধারণ লোকদিগের মঙ্গল কামনাতেই এই রূপ যথাচ্ছাদনের নিয়ম হইয়াছে, তাহারা যদি স্বয়ং নিয়মের ফলভোগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তাহাতে কোন রূপ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না।

১২৯। কোন ব্যক্তি ব্যবহারাজীবের সঙ্গে পরামর্শ করণ কালে, বিশ্বাস পূর্ব্বক যে যে কথা জ্ঞাত করে, আদালতে তাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই সেই কথা প্রচার করাণ যাইতে পারিবে না (কিন্তু যদি নিজে সাক্ষী হইবার প্রস্তাব করে, তবে যে সাক্ষ্য দেয় তাহার ব্যাখ্যা করণার্থে উক্ত কথার যে অংশ আদালতের বিবেচনায় প্রকাশ করা আবশ্যক হয়, তাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কথা প্রকাশ করাইতে পারা যাইবে, অন্য কথা নয়।

উকীল প্রভৃতির নিকট বিশ্বাসপূর্ব্বক যে কথা কহা যায় তাহার কথা।

ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে বিচারকগণ এই রূপ সাক্ষীদিগকে তাহাদিগের অধিকার বিষয়ে সতর্ক করিতে বাধ্য নহেন, কিন্তু ইচ্ছা করিলে সতর্ক করিতে পারেন। সাক্ষী ঐ রূপ কোন কথা বলা আরম্ভ করিয়া এবং কতক বলিয়া পরে ক্ষান্ত হওত আপন অধিকারের দাবী করিতে পারে। সে যত দূর বলিতে ইচ্ছা করে তদধিক তাহা দ্বারা বলান যাইতে পারে না। গুডিব, নিদর্শনতত্ত্ব, ১৫০ পৃঃ পাঠকর।

১৩০ ধারা। মোকদ্দমার একপক্ষ ভিন্ন কোন সাক্ষীর সম্পত্তির যে আগম-পত্র থাকে কিংবা যে দলীলের শক্তিতে সে বোধ কি বন্ধক-গৃহীতা স্বরূপ কোন সম্পত্তি ভোগ করে কিংবা অন্য যে দলীল উপস্থিত করা গেলে তাহাকে অপরাধী করা যাইতে পারিবে, সে ঐ দলীল উপস্থিত করিবার প্রার্থকের নিকট কিংবা তাঁহার দ্বারা অন্য দাওয়াদারের নিকট ঐ দলীল উপস্থিত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা লিখিয়া নাদিলে তাহর দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই দলীল উপস্থিত করাণ যাইতে পারে না।

সাক্ষীর আগম-পত্র উপস্থিত করিবার কথা।

"আগম-পত্র" সম্পত্তির স্বত্বসংস্থাপক দলীল।

১৮৫৫ সালের ১০ আইনের ৯ ধারানুসারে মোকদ্দমায় অসংলিপ্ত সাক্ষী তাহার আপনার বিষয়-সংক্রান্ত দলীল উপস্থিত করিতে লিখিত স্বীকার না করিয়া থাকিলে তাহা উপস্থিত করিতে হইবে না।

নর্টন, ৫৭৪ ধারা পাঠ কর।

"নিদর্শন সম্বন্ধে এক দৃঢ়তর নিয়ম এই যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় স্বত্ব প্রকাশ করিতে বাধ্য নহে। লোকের নিকট তাহাদের স্বত্বসংস্থাপক দলীলাদি দাখিল করাইয়া লইলে অতিশয় অনিষ্ট ও দুর্ঘটনার উৎপত্তি হইবেক। কেননা দিদৃক্ষু ব্যক্তিরা মোকদ্দমার সহিত নিঃসম্বন্ধ কোন ব্যক্তির স্বত্বে ছিদ্র দৃষ্টি করিয়া প্রতিবাদীর নামে নূতন নূতন নালিশ করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত অথবা নির্যাতন করিতে পারে। লোকে যখন ইচ্ছা যদি কোন গৃহ বা ভূম্যধিকারকে আক্রমণ করিয়া তাহার স্বত্বস্থাপক দলীল সমস্ত দাখিল করাইয়া লইতে পারে, তবেত আর কাহার রক্ষা থাকে না, আর এমনও হইতে পারে যে, দ্বেষপরায়ণ হইয়া অথবা অন্যের স্বত্বের ছিদ্রান্বেষণ উদ্দেশেই লোকে নালিশ উপস্থিত করিতে পারে। সুতরাং ইহাতে কোন সম্পত্তিই স্থিরতর থাকিতে ও কাহারই স্বত্ব রক্ষা পাইতে পারে না।" ছোট আদালতের আইন, ৯১ ধারা দ্রষ্টব্য। (১৮৫০ সাঃ ৯ আঃ)

১৩১ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকট দলীল থাকিলে যদি তাহা দেখাইতে তাহার অস্বীকার করিবার অধিকার থাকে, তবে তাহার অনুমতি না হইলে অন্য ব্যক্তির নিকট তাহার সেই দলীল বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাণ যাইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তি যে দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, সেই দলীল অপর ব্যক্তির নিকট থাকিলে তাহা উপস্থিত করিবার কথা।

১৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কিংবা দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমা-ঘটিত কোন কার্য্যে ইস্যু-ঘটিত বিষয়ের প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ের প্রশ্ন হইলে সাক্ষী

প্রশ্নের উত্তর দিলে সাক্ষীকে অপরাধী করা যায়, এই কারণে উত্তর দেওয়ার ক্ষমা না হইবার কথা।

সেই প্রশ্নের উত্তর দিলে তাহার অপরাধী হইতে হইবে, কিংবা তদ্দ্বারা তাহাকে স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে অপরাধী করা যাইতে পারিবে, কিংবা তাহার অর্থ কি সম্পত্তি দণ্ড হইবে কিংবা তদ্দ্বারা তাহাকে স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে ঐ দণ্ডের দায়ী করা যাইতে পরিবে, ইহা বলিয়া তাহার ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমা হইবে না।

উপবিধি। কিন্তু সাক্ষীর স্থানে বলপূর্ব্বক সেই প্রশ্নের উত্তর লওয়া গেলেও, সেই উত্তর ক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার যে অভিযোগ হইতে পারে, তদ্ভিন্ন ঐ সাক্ষী তদ্ধেতুক ধৃত হইতে কিংবা তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে না ও ফৌজদারী মোকদ্দমা প্রভৃতিতে তাহার বিপক্ষ সেই উত্তরের প্রমাণ করা যাইবে না।

ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে সাক্ষী ঐ রূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নয়। আয়ার লণ্ডের আইনে এরূপ বিধানও হইয়াছে যে, দুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদ করিয়া এক ব্যক্তি হত হইলে তাহার উৎসাহী কোন ব্যক্তি যদি ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তবে সে ঐ রূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নয়।

নিউইয়োর্ক দেশের আইনে কেবল যে উত্তরে উত্তরদাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর অপরাধ সাব্যস্ত হয়, তদ্ব্যতীত অন্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিধিসিদ্ধ।

১৮৫৫ সালের ২ আঃ ৩২ ধারায় এই বিধান ছিল।

১৩৩ ধারা। সহায়ের কথা। সহায় ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যথাযোগ্য সাক্ষী হইবে এবং সহায়ের সাক্ষ্যের প্রতিপোষণ না হইলেও সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া দোষ-নির্ণয় হইল, কেবল ইহা বলিয়া ঐ দোষ নির্ণয় বে-আইনী নয়।

১১৪ ধারার (খ) দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ ও টীকা পাঠ কর।

৩০ ধারা পাঠ কর।

পূর্ব্বে এই বিষয়ে স্পষ্ট এবং দৃঢ় বিধান কোন আইনেই ছিল না। পুরাতন কার্য্যবিধান আইনের ২০৯ ধারার সহায়কে সাক্ষী রূপে পরীক্ষার ও ১৮৫৫ সালের ২ আইনের ২৮ ধারায় এক সাক্ষীর জবানবন্দী প্রমাণ পক্ষে প্রচুর হইবার বিধান ছিল। এই দুই বিধান একত্র করিয়া কোন সময়ে প্রধানতম বিচারালয় সহায়ের বক্তৃতার পোষকতা আবশ্যক বলিয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন, কখন বা অনাবশ্যক বলিয়াছেন। মহারাণী বঃ এলাহিবক্‌স ও মহারাণী বঃ দ্বারিকা এই উভয় মোকদ্দমা দৃষ্টি করিলেই উক্ত বিবরণ অবগত হওয়া যায়। ৫বাঃ সঃ উঃ রিঃ ১৮ পৃঃ। ৯ বাঃ উঃ রিঃ ১৮ পৃঃ। ২ আঃ ২৮ ধারার বর্জ্জিত বিধিতে যে কথা ছিল তাহা কেবল সুপ্রিমকোর্ট সম্বন্ধেই খাটিত। বর্ত্তমান আইনের এই বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছে।

গুডিব, নিদর্শনতত্ত্ব, ৩০৭ পৃঃ পাঠ কর।

সাক্ষীদের সংখ্যার কথা।

১৩৪ ধারা। কোন বৃত্তান্তের প্রমাণার্থ সাক্ষীদের কোন বিশেষ সংখ্যা ধরিবার প্রয়োজন নাই।

সংখ্যা সম্বন্ধে বিচারাদালতের বিবেচনার প্রতি নির্ভর করা হইয়াছে। এটি উৎকৃষ্ট বিধান। এমত অনেক সাক্ষী আছেন যাঁহাদের একজনের কথাই বৃত্তান্তের যাথার্থ্য সম্পাদন পক্ষে প্রচুর।

১৮৫৫ সাঃ ২ আইনের ২৮ ধারায় এই বিধান ছিল।

১০ পরিচ্ছেদ।—সাক্ষীদের পরীক্ষার কথা।

সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইবার ও সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

১৩৫ ধারা। দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধান সম্পর্কে যৎকালীন যে বিধি ও ব্যবহার প্রচলিত থাকে তদনুসারে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইয়া তাহাদের পরীক্ষা করিবার ক্রম ধার্য্য হইবে। বিধি না থাকিলে আদালতের বিবেচনামতে করা যাইবে।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের

১৪৯ ধারা—সাক্ষীর নাম লেখান ও সমনজারীর দরখাস্ত।

১৫০ ধারা—ষ্ট্যাম্প হওয়া প্রয়োজন নাই (১৮৬৭, ২৬ আঃ ৪ ধাঃ দৃঃ)।

১৫১ ধারা—বারবরদারী আমানত করিতে হইবে।

১৫২ ধারা—সমনে সময় প্রভৃতি বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

১৫৩ ধারা—দলীল দাখিল করিবার বিষয়ে সমন।

১৫৪ ধারা—সমন কি রূপে জারী করিতে হইবে।

১৫৫ ধারা—সাক্ষীর উপর কি কোন জ্ঞাতি-কুটম্বের উপর।

১৫৬ ধারা—জারী না হইলে ফেরৎ দিতে হইবে।

১৫৭ ধারা—জারী হওয়ার কৈফিয়ৎ লিখিতে হইবে।

১৫৮ ধারা—ভিন্ন,আদালতের অধিকারস্থ সাক্ষীর উপর জারী করার বিষয়।

১৫৯ ধারা—সাক্ষী পলায়ন করিলে কি রূপে জারী করিতে হইবে।

১৬০ ধারা—হাজির হইলে আদালতকে কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

১৬১ ধারা—বাদী প্রতিবাদীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবার বিষয়।

১৬২ ধারা—বিশেষ দরখাস্ত করিতে হইবে।

১৬৩ ধারা—আদালত কাহার আপত্তি থাকিলে তাহা জানাইবার নিমিত্ত এত্তালা জারী করিতে পারেন।

১৬৪ ধারা—কারণ দর্শাইতে পারিলে লিখিত এজাহার লওয়া যাইতে পারিবে।

১৬৫ ধারা—বিশিষ্ট কারণ দর্শাইতে না পারিলে সমন বাহির হইবে।

১৬৬ ধারা—আপন ইচ্ছায় আদালত সমন জারী করিতে পারেন।

১৬৭ ধারা—যাহাদিগকে তলব হয় তাহাদিগকে অবশ্য হাজির হইতে হইবে।

১৬৮ ধারা—হাজীর না হইবার ফল।

১৬৯ ধারা—সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করার ফল।

১৭০ ধারা—বাদী প্রতিবাদী হইলে।

১৭১ ধারা—বাদী প্রতিবাদী আদালতে উপস্থিত থাকিলে অবশ্য সাক্ষী দিতে হইবেক।

১৭২ ধারা—বিচারালয়ে সর্ব্বসমক্ষে সাক্ষীর জবানবন্দী করিতে হইবে। যে মোকদ্দমার আপীল আছে তাহাতে কি রূপে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে। জবানবন্দী কখন পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রশ্নের প্রতি আপত্তি। সাক্ষীর বাক্যের চুম্বক করা। যে মোকদ্দমায় আপীল নাই তাহাতে জবানবন্দী করিবার পদ্ধতি। সার মর্ম্ম চুম্বক করিতে অপারগ হইলে বিচারক কারণ লিখিবেন।

১৭৩ ধারা—ভদ্দণ্ডে জবানবন্দী করার বিষয়।

১৭৪ ধারা—শপথ পূর্ব্বক সাক্ষ্যগ্রহণ করার বিষয়।

১৭৫ ধারা—অনুপস্থিত সাক্ষীদিগের কমিশনের দ্বারা পরীক্ষা হওয়ার বিষয়।

১৭৬ ধারা—সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যে থাকিলে।

১৭৭ ধারা—সন্ধিবদ্ধ রাজাদিগের রাজ্যে বাস করিলে।

১৭৮ ধারা—সন্ধিবদ্ধ নহেন এমন রাজার রাজ্যে থাকিলে।

১৭৯ ধারা—সেই সকল জবানবন্দী পাঠ করা যাইতে পারে।

১৮০ ধারা—সরেজমীন তদারক জন্য প্রেরিত ব্যক্তির এজাহার লইতে পারে।

১৮১ ধারা—হিসাব মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য।

১৮২ ধারা—প্রেরিত ব্যক্তির বারবরদারী।

১৮৬১ সালের ২৩ আইনের

৯ ধারা
১৬—
১৭— } আদালতের ক্ষমতা কি রূপ।

ফৌজদারীকার্য্যবিধানের

১৮৬ ধারা—মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সাক্ষীর উপর সমনজারী হইবার বিষয়। (৩৫০ ধারা নূতন কার্য্যবিধি। ১৮৭২, ১০ আঃ)

১৮৭ ধারা—সমন লিখিবার ধারা।

১৮৯ ধারা—যদি দস্তক পরওয়ানা জারী না হইতে পারে। (৩৫৩)

১৯০ ধারা—কখন স্থানি ক্রোক করিতে ও ক্রোকের হুকুম প্রতিপালন করিতে হইবে। (৩৫৪)

১৯১ ধারা—সমন অমান্য হইলে দস্তক পরওয়ানা জারী হইবে। (৩৫৫)

১৯২ ধারা—সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে সপরদ্দ হইবার উপযুক্ত। (৩৫৬)

১৯৩ ধারা—ফরিয়াদী ও তাহার পক্ষের সাক্ষীর এজাহার গ্রহণ করিবার বিষয়। (১৯০)

১৯৪ ধারা—অভিযুক্ত ব্যক্তির সমক্ষে হওয়া আবশ্যক। তাহার জেরা সওয়াল করিবার ক্ষমতার বিষয়। (১৯১)

১৯৫ ধারা—তাহাদের জবানবন্দী লিখিয়া লইবার প্রথা ও ভাষার বিষয়। (৩৩৫)

১৯৬ ধারা
১৯৭— } এতৎ সম্বন্ধে অঞ্চল বিশেষের শাসনকর্ত্তাদিগের ক্ষমতা। (৩৩৫)

১৯৮ ধারা—কি রূপে সাক্ষ্য লিখিতে হইবে। (৩৩২)

১৯৯ ধারা—চুম্বক জবানবন্দীর সহিত রাখিতে হইবে। (৩৩৪)

২০০ ধারা—ভাষা ব্যাখ্যা করার বিষয়। (৩৪০)

২০১ ধারা
২৬২—
২৬৩— } মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং তলব করিবার বিষয়। (৩৫১) (১৯২)

২০৮ ধারা—আসামীর পক্ষের সাক্ষীদিগের সম্বন্ধে কোন কোন ধারা খাটে।

২২৮ ধারা—অনাবশ্যক সাক্ষীদিগকে তলব করা যাইবে না। (৩৫৯)

২৩০ ধারা—অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জবানবন্দীর নকল পাইবার হকদার। (২০১)

২৪৭ ধারা—আসামী সাক্ষীদিগকে পুনরায় তলব করিতে পারে। (৩৬৩)

২৫৩ ধারা—আসামীর পক্ষের প্রমাণ। (২০০)

২৫৪ ধারা—আসামীর পক্ষের সাক্ষী। (২০০)

২৫৬ ধারা—আদালতে উপস্থিত থাকিলে তৎসম্বন্ধে নিয়ম।

২৩৭ ধারা—কি প্রকারে জবানবন্দী লিখিতে হইবে। (৩৬২)

২৬৩ ধারা—স্থল বিশেষে। (২২৭, ২২৮)

২৬৪ ধারা—দণ্ড বা বিচারে। (২৪৭)

৩৬৫ ধারা—সাক্ষী উত্তর প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে। (৩৬৪)

৩৬৭ ধারা—আদালত সাক্ষী তলব করিতে পারেন। (৩৫১)

৩৭২ ধারা—আসামীকে কখন নিদর্শন উপস্থিত করিতে হইবে।

৪৩৮ ধারা—সাক্ষীর বারবরদারী খরচ দিবার বিষয়। (৪২১)

১৪৪ ধারা—মুচলিকা লইয়া সাক্ষী ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা। (৩৬০)

১৪৫ ধারা—পুলিস-কর্ম্মচারীর সাক্ষী তলব করিবার ক্ষমতা। (১১৮)

কমিশনের দ্বারা সাক্ষীর জবানবন্দী হইতে পারে।

(১৮৭২) সাঃ ১০ আঃ ৩৩০ ধারা)

প্রত্যেক দওরার মোকদ্দমার বিচার সময়ে আসামীর সমক্ষে সাক্ষিগণের জবানবন্দী গ্রহণ করিতে হইবে। মোকদ্দমা একের অধিকবার আদালতের সমক্ষে উপস্থিত থাকিলেও উহা সম্পূর্ণ নূতন মোকদ্দমা বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে সাক্ষী যে জবানবন্দী দিয়াছে তাহা তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইলে ঐ জবানবন্দী আসামীর সমক্ষে হওয়া বলা যাইতে পারে না। মহারাণী বঃ সেখ কেয়ামত। সঃ উঃ রি। ১৮৬৪। ১৩ পৃঃ ফৌঃ নঃ।

যে সময়েই আসামীকে বিচারস্থলে দণ্ডায়মান করা হয় তখনই সাক্ষিগণের জবানবন্দী গ্রহণ করিতে হইবে। মহারাণী বঃ চারু। ঐ ঐ ৩২ পৃঃ।

সাক্ষ্য গ্রাহ্য কি না এই বিষয় বিচারপতির নির্ণয় করণের কথা।

১৩৬ ধারা। কোন এক পক্ষ কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে প্রস্তাব করিলে, ঐ কথিত বৃত্তান্ত প্রমাণিত হইলে কি প্রকারে প্রাসঙ্গিক হয়, বিচারপতি ঐ সাক্ষ্য দেওনের প্রস্তাবকারীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন; ও সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে তাহা প্রাসঙ্গিক হয়, বিচারপতি এমত জ্ঞান করিলে ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবেন নতুবা করিবেন না।

যে বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় অন্য বৃত্তান্তের

প্রমাণ ভিন্ন তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য না হইলে সেই পক্ষ ঐ বৃত্তা-ন্তের প্রমাণ দিতে অঙ্গীকার না করিলে, ও আদালত সেই অঙ্গীকার হৃদ্বোধজনক জ্ঞান না করিলে প্রথমোক্ত বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার পূর্ব্বে শেষোক্ত বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে।

কথিত এক বৃত্তান্তের প্রমাণ না হইলে যদি কথিত অন্য বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক না হয়, তবে বিচারপতি স্বীয় বিবেচনা মতে দ্বিতীয় বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে প্রথম বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার অনুমতি দিবেন কিংবা প্রথম বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবায় আদেশ করি-বেন।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে কথিত হইয়া প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের বিষয়ে সেই ব্যক্তির উক্তি প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়, ও ৩২ ধারামতে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

এই স্থলে, যে ব্যক্তি ঐ উক্তির প্রমাণ দিতে চাহে, ঐ উক্তির প্রমাণ দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির যে মৃত্যু হইয়াছে তাহার এই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) কোন দলীল হারাইয়াছে বলিয়া প্রতিলিপি দ্বারা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

যে ব্যক্তি প্রতিলিপি দেখাইবার প্রস্তাব করে প্রতিলিপি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে মূল পত্র যে হারাইয়াছে তাহার এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

(গ) আনন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল।

ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই তাহার এই উক্তি প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

ঐ দ্রব্য প্রকৃত সেই দ্রব্য কি না তদনুসারে তাহার অস্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। অতএব ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই, এই কথার প্রমাণ হইবার পূর্ব্বে আদালত ঐ দ্রব্য নিশ্চিত করিবার আজ্ঞা দিবেন, অথবা আপনার বিবেচনামতে ঐ দ্রব্য নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বে ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই, এই কথার প্রমাণ করিবার অনুমতি দিবেন।

(ঘ) ইসু-ঘটিত কোন বৃত্তান্তের কারণ কি ফল বলিয়া অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়। সেই বৃত্তান্ত ইশু-ঘটিত বৃত্তান্তের কারণ কি ফল স্বরূপ জ্ঞান করিবার পূর্ব্বে অন্য তিনটি বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক। আদালত ঐ তিন বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন অথবা ঐ অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ লইবার পূর্ব্বে ঐ তিন বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মুখ্যপরীক্ষার কথা।

১৩৭ ধারা। যে পক্ষ সাক্ষীকে আহ্বান করে তাহার দ্বারা সাক্ষীর যে পরীক্ষা হয় তাহা মুখ্যপরীক্ষা বলা যায়।

কূটপরীক্ষার কথা।

বিপক্ষ পক্ষদ্বারা ঐ সাক্ষীর যে পরীক্ষা হয় তাহা কূট-পরীক্ষা কহা যায়।

পুনঃপরীক্ষার কথা।

যে ব্যক্তি সাক্ষীকে আহ্বান করে, কূটপরীক্ষার পর তাহার দ্বারা ঐ সাক্ষীর যে পরীক্ষা হয় তাহা পুনঃপরীক্ষা বলা যায়।

প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ব্যক্তি-সম্ভূত নিদর্শন পাঠ কর। "সাক্ষীর পরীক্ষাপ্রণালী ও তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম" অধ্যায় পাঠ্য। "মুখ্যপরীক্ষা" প্রথম পরীক্ষা বলিয়া ও "কূটপরীক্ষা" প্রতিপরীক্ষা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

নর্টন, ৩৭২—৩৮০ ধারা পাঠ কর। নর্টন প্রথম পরীক্ষাকে প্রশ্নারম্ভ কহেন। ৩৭১ ধারাও পাঠ্য।

পরীক্ষা লইবার ক্রম। পুনঃপরীক্ষার লক্ষ্যের কথা।

১৩৮ ধারা। প্রথমে সাক্ষীদের মুখ্যপরীক্ষা লওয়া যাইতে পারে, বিপক্ষ পক্ষের ইচ্ছা হইলে তাহার কূটপরীক্ষা হইবে। যে পক্ষ তাহাকে আহ্বান করিল তৎপশ্চাৎ তাহার ইচ্ছা থাকিলে সাক্ষীর পুনঃপরীক্ষা হইবে।

পরীক্ষা ও কূটপরীক্ষা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ধরিয়া করিতে হইবে। কিন্তু মুখ্যপরীক্ষাকালে সাক্ষী যে বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেয়, কূটপরীক্ষাকালে সেই বৃত্তান্ত ভিন্ন অন্য বৃত্তান্তেরও সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পরিবে।

কূটপরীক্ষাকালে যে যে বিষয়ের উল্লেখ হয় তাহার ব্যাখ্যা করণোদ্দেশে পুনঃপরীক্ষা হইবে। পুনঃপরীক্ষা-কালে আদালতের অনুমতিক্রমে কোন নূতন বিষয় উপস্থিত করা গেলে বিপক্ষ পক্ষ পুনরায় সেই বিষয় ধরিয়া কূটপরীক্ষা করিতে পারিবেন।

প্রথমভাগ—ব্যক্তি-সম্ভূত নিদর্শন।

সাক্ষীর পরীক্ষাপ্রণালী ও তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম পাঠ কর।

দলীল দেখাইবার জন্যে আহূত ব্যক্তির কূটপরীক্ষার কথা।

১৩৯ ধারা। কোন সাক্ষী দলীল দেখাইবার জন্যে আহূত হইয়া দলীল দেখায়, কেবল এই কারণে সে সাক্ষী হয় না। ও সাক্ষী স্বরূপ তাহাকে আহ্বান করা না গেলে তাহার কূটপরীক্ষা হইতে পারিবে না।

১৪০ ধারা। চরিত্র-বিষয়ক সাক্ষীদের কূটপরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা হইতে পারিবে।

চরিত্র-বিষয়ক সাক্ষীদের কথা।

১৪১ ধারা। প্রশ্নকারী ব্যক্তি প্রশ্নের যে বিশেষ উত্তর পাইবার ইচ্ছা বা আশা রাখে, প্রশ্ন দ্বারাই তাহা জানা গেলে তাহাকে উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন বলা যায়।

বিশেষ উত্তরলক্ষ্য প্রশ্নের কথা।

প্রথম ভাগে "পথপ্রদর্শক" প্রশ্ন বলা হইয়াছে।

১৪২ ধারা। উত্তরলক্ষ্য কোন প্রশ্নবিষয়ে বিপক্ষ পক্ষের আপত্তি হইলে আদালতের অনুমতি বিনা মুখ্যপরীক্ষা বা পুনঃপরীক্ষা কালে ঐ প্রশ্ন করা যাইবে না।

যে স্থলে তদ্রূপ প্রশ্ন করা অবিধেয় তাহার কথা।

কোন কথা উপস্থিত করণোদ্দেশে যে বিষয় ব্যক্ত হয় সেই বিষয়ের কিংবা অবিবাদীয় বিষয়ের কিংবা আদালতের বিবেচনায় যে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ হইল, আদালত সেই সেই বিষয়ের উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন করিতে দিবেন।

১৪৩ ধারা। কূটপরীক্ষা কালে উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে।

যে স্থলে ঐ প্রশ্ন বিধেয় তাহার কথা।

প্রথম ভাগ পাঠ কর।

১৪৪ ধারা। কোন সাক্ষীর পরীক্ষা হইতেছে এমন সময়ে তিনি যে চুক্তির কি সম্পত্তি-দান কি নিরূপণের সাক্ষ্য দিতেছেন তাহা কোন দলীলে লেখা আছে কি না, তাহার নিকট এই

লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্যের কথা।

প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে ও সে স্বীকার করিলে কিংবা যে কোন দলীলের মর্ম্ম বিষয়ে কোন কথা কহিতে উদ্যত হইলে ও আদালতের বিবেচনায় সে দলীল উপস্থিত করা কর্ত্তব্য হইলে সেই দলীল যত কাল উপস্থিত না করা যায় কিংবা যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে সাক্ষীর আহ্বানকারী ব্যক্তির গৌণ সাক্ষ্য দিবার অধিকার হয়, যত কাল সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ না করা যায় বিপক্ষ পক্ষ তত কাল ঐ সাক্ষ্য দেওনের আপত্তি করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—দলীলের মর্ম্ম বিষয়ে অন্য ব্যক্তিদের উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হইলে সাক্ষী সেই ব্যক্তির বাচনিক সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের প্রতি আক্রমণ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল, বলরাম পত্র লিখিয়া আমার নামে চৌর্য্যাপরাধের অভিযোগ করিয়াছে, আমিও তাহার প্রতিহিংসা করিব, আনন্দ দীননাথকে এই কথা কহিল, চন্দ্র কহে আমি সেই কথা শুনিয়াছি। এই কথার দ্বারা আনন্দের মনে আক্রমণ করিবার প্রবর্ত্তক ভাব প্রকাশ হয়, অতএব প্রাসঙ্গিক কথা হওয়াতে ঐ পত্রের অন্য সাক্ষ্য না দেওয়া গেলেও উক্ত কথার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

লিখিত পূর্ব্ব উক্তির কূটপরীক্ষার কথা।

১৪৫ ধারা। সাক্ষী যদি লিখিয়া কোন উক্তি করে কিংবা করিবার পর তাহা লিখিয়া দেয় তবে সেই কথা বিবাদীয় বিষয়ে প্রাসঙ্গিক হইলে ঐ লিখন তাহাকে না দেখাইয়া ও তাহা প্রমাণিত না হইয়া তাহার সেই কথার বিষয়ে কূটপরীক্ষা হইতে পারিবে। কিন্তু যদি সেই লিখন দ্বারা তাহার উক্তি খণ্ডন

করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে ঐ লিখনের যে যে কথা দ্বারা তাহার কথা খণ্ডিবার অভিপ্রায় হয়, সেই সেই কথার প্রতি তাহাকে মনোযোগ না করাইলে ঐ লিখনের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

গুডিব নিদর্শনতত্ত্ব, ২৫৮ পৃঃ পাঠ কর।

কূটপরীক্ষাকালে যে প্রশ্ন বিধেয় হয় তাহার কথা।

১৪৬ ধারা। সাক্ষীর কূটপরীক্ষা হওন কালে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নাতিরিক্ত অন্য যে যে প্রশ্নের দ্বারা

(১) তাহার সত্যবাদিতার পরীক্ষা হয়,

কিংবা (২) সে কে ও সংসার পক্ষে তাহার কি অবস্থা আছে ইহা জানা যাইতে পারে,

কিংবা (৩) তাহার চরিত্রের দোষ প্রকাশ করণ দ্বারা তাহার বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ জন্মাইতে পারে,

সেই প্রশ্ন তাহাকে স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে অপরাধী করিবার ভাবাপন্ন হইলেও কিংবা তদ্দ্বারা তাহার অর্থ কি সম্পত্তি দণ্ড হইবার সম্ভাবনা হইলে কিংবা স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে তাহার সেই দণ্ড হইবার সম্ভাবনার প্রবর্ত্তক হইলেও, তাহাকে ঐ প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে।

১৫৩ ধারার সহিত একত্রে পাঠ কর।

যে স্থলে সাক্ষীর উত্তর বলক্রমে লওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৪৭ ধারা। উক্ত কোন প্রশ্ন মোকদ্দমার কিংবা মোকদ্দমা-ঘটিত কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রশ্ন হইলে তাহার প্রতি ১৩২ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

১৪৮ ধারা। যে স্থলে প্রশ্ন করা যাইবে ও সাক্ষীর উত্তর বলক্রমে লওয়া যাইবে, এই কথা আদালতের নির্ণয় করিবার কথা।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন দ্বারা যদি সাক্ষীর চরিত্রের দোষ প্রকাশ হইয়া তাহার বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ জন্মাইতে পারে, কিন্তু তদ্ভিন্ন সেই প্রশ্ন মোকদ্দমার কিংবা মোকদ্দমা-ঘটিত কার্য্যের অপ্রাসঙ্গিক হয়, তবে এমন বিষয়ের প্রশ্ন হইলে সাক্ষীর স্থানে বলক্রমে উত্তর লওয়া যাইবে কি না, আদালত এই কথা নির্ণয় করিবেন, এবং সাক্ষী তাহার উত্তর দিতে আবদ্ধ নয়, আদালত উচিত বোধ করিলে তাহাকে এই কথা কহিয়া সতর্ক করিতে পারিবেন। স্বীয় বিবেচনাধীন উক্ত কার্য্যকরণ কালে আদালতের এই এই বিষয় বিবেচ্য।

(১) প্রশ্নের ভাব দৃষ্টে যে দোষাদির অনুভূতি হয় তাহা যথার্থ হইলে সাক্ষী যদ্বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে তৎসম্পর্কে তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে আদালতের অভিমতের গুরুতর বৈলক্ষণ্য হইতে পারে এমন স্থলে সে প্রশ্ন উপযুক্ত।

(২) প্রশ্ন দ্বারা যে অনুভূতি হয় তাহা বহুকাল-গত বিষয়-সম্পর্কীয় হওয়া প্রযুক্ত কিংবা ভাবদৃষ্টে অনুভূতি যথার্থ হইলেও সাক্ষী যদ্বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছেন তৎসম্পর্কে তাহার বিশ্বাস-যোগ্যতা বিষয়ে আদালতের অভিমতের বৈলক্ষণ্য হয় না কিংবা কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয়, এমন স্থলে সেই প্রশ্ন অনুপযুক্ত।

(৩) প্রশ্ন দ্বারা সাক্ষীর চরিত্র পক্ষে যে দোষানু-

ভূতি হয় তাহার গুরুত্বের ও তদীয় সাক্ষ্যের গুরুত্বের মধ্যে যদি অত্যধিক বৈষম্য থাকে, তবে সেই প্রশ্ন অনুপযুক্ত।

(৪) সাক্ষীরা যদি উত্তর দিতে অস্বীকার করে, তবে উত্তর দিলে তাহাদের অপকার হইবে, আদালত উচিত বোধ করিলে এই অনুভূতি করিতে পারিবেন।

উপযুক্ত কারণ না থাকিলে প্রশ্ন করিবার কথা।

১৪৯ ধারা। কোন প্রশ্ন দ্বারা যে অনুভূতি হয় তাহা সমূলক, প্রশ্নকারীর এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ না থাকিলে ১৪৮ ধারার উল্লিখিত প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নয়।

উদাহরণ।

(ক) গুরুতর কোন এক জন সাক্ষী দস্যু, মোক্তার কি উকীল বারিষ্টরকে এই কথা জ্ঞাত করিলে তুমি দস্যু কি না, প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে।

(খ) গুরুতর কোন সাক্ষী দস্যু, আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তি উকীলকে এই কথা জানাইলে উকীল তাহার স্থানে আর আর সন্ধান লইয়া তাহার উক্তির হৃদ্বোধ-জনক কারণ দেখিতে পান। এমন স্থলে তুমি দস্যু কি না, এই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে।

(গ) কোন সাক্ষীর বিষয়ে কেহ কিছুই জানে না, তুমি দস্যু কি না, হঠাৎ তাহাকে এই প্রশ্ন করা যায়। এই স্থলে সেই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই।

(ঘ) কোন সাক্ষীর বিষয়ে কেহ কিছুই জানে না, কিন্তু তাহার জীবিকা চালাইবার উপায়ের প্রশ্ন হইলে সে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। এমন স্থলে তুমি দস্যু কি না, এই প্রশ্ন করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকিতে পারে।

১৫০ ধারা। যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা উক্ত প্রকারের কোন প্রশ্ন করা গেল, আদালতের যদি এই অভিমত হয়, তবে বারিষ্টর কি প্লীডর কি উকীল কি মোক্তার সেই প্রশ্ন করিলে আদালত হাইকোর্টে কিংবা ঐ বারিষ্টর কি প্লীডর কি উকীল কি মোক্তার আপনার বৃত্তি-সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনে অন্যায় কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞাধীন থাকেন তাঁহাকে সেই ব্যাপারের ভাবগতিক জ্ঞাত করিবেন।

যুক্তিসিদ্ধ কারণ না থাকিলেও প্রশ্ন করা গেলে আদালতের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৫১ ধারা। আদালতের সম্মুখে বিবাদীয় যে যে বিষয় উপস্থিত থাকে, কোন প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা তৎসম্পর্কীয় হইলেও আদালত তাহা লজ্জাকর কি নিন্দাজনক জ্ঞান করিলে, সেই জিজ্ঞাসা কি প্রশ্ন করিবার নিষেধ করিতে পারিবেন। কিন্তু ইস্যু-ঘটিত বৃত্তান্ত সম্পর্কীয় প্রশ্ন হইলে, কিংবা ইস্যু-ঘটিত বৃত্তান্ত সত্য কি না, ইহা নির্ণয় করণার্থে যে কথা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, ঐ জিজ্ঞাসা কি প্রশ্ন সেই কথা-সম্পর্কীয় হইলে নিষেধ করিবেন না।

লজ্জাকর নিন্দা-জনক প্রশ্নের কথা।

১৫২ ধারা। অপমান করিবার কিংবা বৈরক্তি জন্মাইবার উদ্দেশে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা গেল কিংবা সেই কথার দোষ না থাকিলেও যে ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায় তাহাতে অনাবশ্যক বৈরক্তি জন্মিতে পারে, আদালত ইহা বোধ করিলে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিবেন।

অপমান কি বৈরক্তি-জনক প্রশ্নের কথা।

সত্যবাদিতার পরীক্ষার্থ প্রশ্নের উত্তর খণ্ডন করিবার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবার কথা।

১৫৩ ধারা। অনুসন্ধানার্থ কার্য্যের প্রাসঙ্গিক কোন প্রশ্নদ্বারা সাক্ষীর চরিত্র-দোষ প্রকাশ হইয়া তাহার বিশ্বাস-যোগ্যতার যত দূর হানি হয় তত দূর সেই প্রশ্ন করা গেলেও তাহার উত্তর দেওয়া গেলে পর, ঐ সাক্ষীর কথা খণ্ডাইবার কোন সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না। কিন্তু যদি তাহার উত্তর-বাক্য সত্য না হয়, তবে তৎপরে তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে।

১ বর্জ্জনীয় কথা। ইহার পূর্ব্বে তোমার অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়াছিল কি না, সাক্ষীর নিকট এই প্রশ্ন হইলে যদি তাহা অস্বীকার করে, তবে পূর্ব্বে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হওয়ার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

২ বর্জ্জনীয় কথা। যে প্রশ্ন দ্বারা সাক্ষীকে পক্ষপাতী জানা যাইতে পারে তাহার নিকট এমত প্রশ্ন হইলে সে যদি উত্তর দিয়া প্রস্তাবিত বৃত্তান্ত অস্বীকার করে, তবে তাহার কথা খণ্ডান যাইতে পারিবে ।

উদাহরণ।

(ক) যে ব্যক্তি জাহাজের বিমাপত্র দেয় তাহার উপর টাকার দাওয়া হইলে প্রতারণা হইয়াছে বলিয়া সে ঐ দাওয়ার বিপক্ষতা করে। ইহার পূর্ব্ব কোন ব্যাপারে দাওয়াদার প্রতারণা-পূর্ব্বক কোন দাওয়া করিয়াছিল কি না, তাহার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে অস্বীকার করিবে।

কিন্তু সেই প্রকারের দাওয়া করিয়াছিল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(খ) প্রবঞ্চনা হেতুক তোমাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল কি না, কোন সাক্ষীর নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে তাহা অস্বীকার করিল।

প্রবঞ্চনা হেতুক তাহাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(গ) অমুক দিন লাহোরে বলরামকে দেখিলাম, আনন্দ এই কথা কহিল।

তাহাতে তুমিই সেই দিনে কলিকাতায় ছিলে কি না, আনন্দের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে অস্বীকার করিল। আনন্দ সেই দিনে কলিকাতায় ছিল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য। ফলতঃ যে কথার দ্বারা আনন্দের বিশ্বাসযোগ্যতার হানি হইতে পারে তদ্বিষয়ে আনন্দের কথা খণ্ডাইবার জন্যে তাহা গ্রাহ্য নয়, কিন্তু সেই দিনে বলরামকে লাহোরে দেখিল, তাহার এই কথা খণ্ডাইবার জন্যে ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

উক্ত অন্যতর স্থলে সাক্ষী অস্বীকার করিয়া যে কথা কহিয়াছিল তাহা যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধে অভিযোগ হইতে পারিবে।

(ঘ) আনন্দ বলরামের বিপক্ষ সাক্ষ্য দিতেছে এমত সময়ে বলরামের বংশের সঙ্গে তোমার বংশের বৈরিভাব আছে কি না, তাহার নিকট এই প্রশ্ন করা যায়।

আনন্দ তাহা স্বীকার করে। ঐ প্রশ্ন দ্বারা তাহার পক্ষপাতিতা দোষ প্রকাশ হইতে পারে বলিয়া তাহার সেই অস্বীকার-বাক্য খণ্ডান যাইতে পারে।

১৫৪ ধারা। বিপক্ষ পক্ষ কূটপরীক্ষা করিয়া যে প্রশ্ন করিতে পারে, যে ব্যক্তি সাক্ষীকে আহ্বান করে, আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহাকেও সাক্ষীর নিকট সেই প্রকারের প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

কোন পক্ষের নিজ সাক্ষীর প্রতি প্রশ্নের কথা।

১৫৫ ধারা। বিপক্ষ পক্ষ কিংবা আদালতের অনুমতি হইলে যে ব্যক্তি সাক্ষীকে আহ্বান করে, সেই ব্যক্তিও নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ করিতে পারিবে।

সাক্ষীর বিশ্বাস-যোগ্যতা ভঙ্গ করণের কথা।

(১) আমরা পূর্ব্বাবধি এই সাক্ষীকে জানিয়া তাহাকে বিশ্বাসের অযোগ্য জ্ঞান করি, এই সাক্ষ্য দায়ী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দ্বারা।

(২) সাক্ষীকে উৎকোচ দেওয়া গিয়াছে কিংবা তাহাকে উৎকোচ দিবার প্রস্তাব হইয়াছে কিংবা সাক্ষ্য দিবার প্রবর্ত্তনা স্বরূপ অন্য কোন কুটিল কার্য্য হইয়াছে ইহার প্রমাণ করণ দ্বারা।

(৩) তাহার সাক্ষ্যের যে অংশ খণ্ডান যাইতে পারে সেই অংশ সহিত তাহার পূর্ব্ব যে উক্তি অসঙ্গত হয়, সেই উক্তির প্রমাণ করণ দ্বারা।

(৪) কোন ব্যক্তির নামে বলাৎকারের কিংবা বলাৎকার করিবার উদ্যোগের অভিযোগ হইলে স্ত্রী ভ্রষ্টাচারিণী ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এক সাক্ষী অন্য সাক্ষীকে বিশ্বাসের অযোগ্য

কহিলে, সে মুখ্যপরীক্ষা কালে আপনার সেই জ্ঞানের হেতু জানাইতে আবদ্ধ নয়। কিন্তু কূটপরীক্ষা কালে তাহাকে সেই হেতুর প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে ও তাহার উত্তর খণ্ডান যাইবে না, কিন্তু মিথ্যা হইলে পশ্চাৎ তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের অভিযোগ হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় হইয়া তাহাকে দেওয়া গেলে আনন্দ ঐ দ্রব্যের মূল্য পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে নালিশ করে।

চন্দ্র কহে আমি বলরামকে ঐ দ্রব্য দিয়াছিলাম।

কিন্তু বলরামকে ঐ দ্রব্য দিই নাই সে পূর্ব্বে এই কথা কহিয়াছিল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

(খ) বলরামের বধকরণাপরাধে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়। যে আঘাতে আমার প্রাণবিয়োগ হইতেছে, আনন্দ দ্বারা আমার সেই আঘাত হইয়াছে, বলরাম মুমূর্ষু কালে এই কথা কহিল, চন্দ্রের এই সাক্ষ্য।

কিন্তু আনন্দের দ্বারা কিংবা তাহার সাক্ষাৎ ঐ আঘাত করা যায় নাই, চন্দ্র পূর্ব্ব কোন সময়ে এই কথা কহিল, ইহার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত-বিষয়ক সাক্ষ্যের প্রতিপোষণ সূচক প্রশ্ন গ্রাহ্য হইবার কথা।

১৫৬ ধারা। যে সাক্ষীর কথা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায় থাকে সে প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিলে, সেই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যে সময়ে ও স্থানে ঘটিয়াছিল, তৎসন্নিহিত কোন সময়ে ও স্থানে অন্য যে ভাবগতিক

দেখিতে পাইয়াছে, সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইলে সাক্ষী প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের যে সাক্ষ্য দেয়, সেই সাক্ষ্যের প্রতিপন্ন হইতে পারে, আদালতের এই অভিমত থাকিলে সেই ভাবগতিকের বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন দস্যুতা ব্যাপারের সহায় হইয়া সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত কহে ও যে স্থানে দস্যুক্রিয়া হইয়াছিল সেই স্থানে যাইবার ও তথা হইতে আসিবার সময়ে যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল এমত অনেক ব্যাপারের বৃত্তান্ত কহে, কিন্তু ঐ দস্যুক্রিয়ার সহিত ঐ ব্যাপারের সম্পর্ক নাই।

ঐ দস্যুতা বিষয়ে যে সাক্ষ্য দেয় তাহার প্রতিপাদনার্থে ঐ ঐ বৃত্তান্তের স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

একি বৃত্তান্তের বিষয়ে সাক্ষীর পশ্চাৎ উক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্যে তাহার পূর্ব্ব উক্তির প্রমাণ করিবার কথা।

১৫৭ ধারা। কথিত বৃত্তান্ত যে সময়ে ঘটিয়াছিল সেই সময়ে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে সাক্ষী সেই বিষয়ের যে কথা কহিয়াছিল কিংবা আইনমতে ঐ বৃত্তান্তের অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে যে কথা কহিয়াছিল, সেই বিষয়ে সেই সাক্ষীর পশ্চাৎ উক্তির প্রতিপোষণার্থ সেই পূর্ব্ব কথার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

মহারাণী বঃ বিষ্ণুনাথ দিগর। ৭ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ৩১ পৃঃ ফৌঃ নঃ দ্রষ্টব্য।

প্রমাণিত যে উক্তি ৩২ কি ৩৩ ধারামতে প্রাসঙ্গিক হয় তৎসম্পর্কীয় যে যে বিষয়ের প্রমাণ করা যাইতে পারে তাহার কথা।

১৫৮ ধারা। কোন উক্তি ৩২ কি ৩৩ ধারামতে প্রাসঙ্গিক হইয়া প্রমাণ করা গেলে, যে ব্যক্তি সেই উক্তি করিল তাহাকে সাক্ষিস্বরূপ আহ্বান করা গেলে সে কূটপরীক্ষা কালে লক্ষিত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার

করিলে যে যে বিষয়ের প্রমাণ করা যাইত, ঐ ব্যক্তির সেই উক্তি খণ্ডিবার কি প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অথবা তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ কি সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত সেই সেই বিষয়ের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

স্মরণের সাহায্যের কথা।

১৫৯ ধারা। সাক্ষীর নিকট যে ব্যাপারের প্রশ্ন করা যায় সেই ব্যাপার ঘটিবার সময়ে কিংবা তৎপশ্চাৎ যৎকালের মধ্যে আদালতের বিবেচনামতে তাহার মনে ঐ ব্যাপারের স্পষ্ট স্মরণ থাকিতে পারে তৎকালে যে কথা লিখিয়া রাখিল, পরীক্ষা-হওন সময়ে সে ঐ লিখন দেখিয়া আপন স্মরণের সাহায্য পাইতে পারিবে।

আরো যদি অন্য কোন ব্যক্তি ঐ কথা লিখিয়া থাকে এবং সাক্ষী উক্ত কালের মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া তাহা যথার্থ জানিয়া থাকে, তবে সেই লিখনও দেখিয়া স্মরণের সাহায্য পাইতে পারিবে।

স্মরণের সাহায্যের নিমিত্তে দলীলের প্রতিলিপি ব্যবহার করিবার অনুমতির কথা।

যে স্থলে সাক্ষীর প্রতি দলীল দেখিয়া স্মরণের সাহায্য পাইবার অনুমতি হইতে পারে, সাক্ষী সেই স্থলে আদালতের অনুমতিক্রমে ঐ দলীলের প্রতিলিপিও দেখিতে পারিবে। কিন্তু এই স্থলে মূলপত্র উপস্থিত না করিবার উপযুক্ত কারণ আছে, আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথা জ্ঞাত করা আবশ্যক।

প্রবীণ ব্যক্তি বিদ্যাঘটিত পুস্তক দৃষ্টে আপনার স্মরণের সাহায্য পাইতে পারিবেন।

নর্টন, ৩৯২—৯৭, ৪১১ ও ৪১৩ ধারা পাঠ কর।

নূতন কার্য্যবিধান আইনের ১২৬ ধারার বিধানমতে পোলিস-কার্য্যকারক জবানবন্দী দেওয়ার সময় তাহার দৈনিক রিপোর্ট দৃষ্টে স্মৃতি মার্জ্জন করিতে পারে।

১৫৯ ধারার উল্লিখিত দলীলে যে বৃত্তান্ত থাকে তদ্বিষয়ের সাক্ষ্যের কথা।

১৬০ ধারা। ১৫৯ ধারায় যে প্রকারের দলীলের উল্লেখ হইয়াছে তন্মধ্যে যে বৃত্তান্ত লেখা থাকে সাক্ষীর নিজমনে সেই বৃত্তান্তের স্পষ্ট স্মরণ না থাকিলেও ঐ দলীলে সেই বৃত্তান্ত শুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে ইহা যদি নিশ্চয় জানেন, তবে সেই বৃত্তান্তেরও সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

মুহরীর কার্য্যের ধারাক্রমে শুদ্ধ রূপে খাতা লিখিয়া থাকেন ইহা জানিলে যদি উপস্থিত বিশেষ ব্যাপার তাহার স্মরণে না থাকে তথাপি ঐ বহীতে আপনার লিখিত কথার সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

স্মরণের সাহায্যার্থে যে যে লিপির ব্যবহার হয় তৎসম্পর্কে বিপক্ষ পক্ষের অধিকারের কথা।

১৬১ ধারা। ইহার পূর্ব্বে দুই ধারায় যে লিপির উল্লেখ হইয়াছে, বিপক্ষ পক্ষ তাহা দেখিতে চাহিলে তাহা উপস্থিত করিয়া তাহাকে দেখাইতে হইবে ও সে ইচ্ছা করিলে সেই দলীল ধরিয়া সাক্ষীর কূটপরীক্ষা করিতে পারিবে।

নূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধান আইন অর্থাৎ ১৮৭২ সাঃ ১০ আঃ ১২৬ ধারায় বিধান হইয়াছে যে, কোন পোলিস-কর্ম্মচারী তাহার দৈনিক কার্য্যবিধান দৃষ্টে স্মরণ-শক্তির উদ্দীপনা করিলে বিপক্ষ পক্ষ ঐ দৈনিক কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে কূটপ্রশ্ন করিতে পারিবে।

১৬২ ধারা। সাক্ষীকে দলীল দেখাইবার জন্য শমন করা গেলে, সেই দলীল যদি তাহার অধিকারে কিংবা তাহার ক্ষমতাধীন থাকে, তবে ঐ দলীল দেখাইবার কি গ্রাহ্য করিবার যে আপত্তি হউক তাহার ঐ দলীল আদালতে আনিতেই হইবে। সেই আপত্তি যথার্থ কি না, আদালত ইহা নির্ণয় করিবেন।

দলীল উপস্থিত করিবার কথা।

আদালত যদি বিহিত বোধ করেন, তবে রাজকীয় ব্যাপার-বিষয়ক দলীল না হইলে তাহাতে দৃষ্টি করিতে পারিবেন কিংবা ঐ দলীল গ্রাহ্য কি না ইহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত অন্য সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

উক্ত কার্য্যহেতুক দলীল অনুবাদ করা প্রয়োজন হইলে কিন্তু সাক্ষ্য স্বরূপ উপস্থিত করিতে না হইলে আদালত বিহিত বিবেচনায় অনুবাদককে ঐ দলীলের মর্ম্ম কাহাকেও না জানাইতে আজ্ঞা করিবেন। অনুবাদক সেই আজ্ঞা না মানিলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬৬ ধারামত অপরাধ করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে।

দলীলের অনুবাদের কথা।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি অর্থাৎ ১৮৫৯ সাঃ ৮ আইনের ১৫৩ ধারার বিধান মত দলীল উপস্থিত করণের জন্য আদালত সাক্ষীর প্রতি সমন করিতে পারেন।

নূতন ফৌজদারীর কার্য্যবিধান আঃ অর্থাৎ ১৮৭২, ১০ আঃ।

৩১৫ ধারা।—যে প্রণালীতে নিদর্শন স্বরূপ দলীল উপস্থিত করা হইবে।

৩১৬ ,, —ঐ রূপ দলীল অন্বেষণার্থ খানাতালাসী কোন সময়ে হইতে পারিবে।

৩১৭ ,, —উপস্থিত করা দলীল বন্ধ করিয়া রাখা আদালতের ক্ষমতাধীন।

দণ্ডবিধির ১৬৬ ধারা। সরকারী কার্য্যকারক আইনের আদেশ অমান্য করিলে বিনা পরিশ্রমে ১ বৎসর কয়েদ বা তাহার অর্থদণ্ড হইবে।

১৬৩ ধারা। এক পক্ষ দলীল আনাইবার আদেশ করিয়া অপর পক্ষকে তাহা আনিবার নোটিস দিলেও সেই দলীল উপস্থিত করা গেলেও যে ব্যক্তি উপস্থিত করিবার আদেশ করিল সে তাহা দেখিলেও যে পক্ষ উপস্থিত করে সে ঐ পত্র সাক্ষ্য স্বরূপে সমর্পণ করিবার আদেশ করিলে সেই ব্যক্তি সাক্ষ্য স্বরূপ তাহা দিতে আবদ্ধ আছে।

নোটিস দিয়া যে দলীল তলব হইয়া উপস্থিত করা যায় তাহা সাক্ষ্য স্বরূপ দিবার কথা।

১৬৪ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রতি দলীল উপস্থিত করিবার নোটিস দেওয়া গেলেও যদি সে তাহা দেখাইতে অস্বীকার করে তবে বিপক্ষ পক্ষের সম্মতি কিংবা আদালতের আজ্ঞা না হইলে সে পশ্চাৎ সাক্ষ্য-স্বরূপ ঐ দলীল উপস্থিত করিতে পারিবে না।

নোটিস পাইলেও যে দলীল উপস্থিত করিবার অস্বীকার হয় তাহা সাক্ষ্য-স্বরূপ উপস্থিত করিবার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন নিয়ম-পত্রের উপর বলরামের নামে নালিশ করিয়া তাহাকে সেই পত্র আনিতে নোটিস দেয়। বিচারকালে আনন্দ ঐ পত্র দেখাইতে বলিলে বলরাম তাহা দেখাইতে স্বীকার করে না। আনন্দ সেই পত্রের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য দেয়, পরে বলরাম আনন্দের ঐ গৌণ সাক্ষ্য খণ্ডিবার জন্যে কিংবা নিয়মপত্রে ষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই ইহা দেখাইবার জন্যে ঐ পত্র দেখাইবার উদ্যোগ করিতে পারিবে না।

১৬৫ ধারা। বিচারপতি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের উপযুক্ত প্রমাণের সন্ধান লইবার জন্যে কিংবা সেই প্রমাণ পাইবার উদ্দেশে যখন যে প্রশ্ন ইচ্ছা করেন প্রাসঙ্গিক কিংবা অপ্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্ত বিষয়ে কোন প্রকারে কোন সাক্ষীর নিকট সেই প্রশ্ন করিতে ও কোন দ্রব্য কি দলীল উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। ও অন্যতর পক্ষ কিংবা তাঁহাদের মোক্তারেরা উক্ত প্রশ্নের কি আজ্ঞার উপর কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। ও সাক্ষী সেই প্রশ্নের যে উত্তর দেয় তদ্বিষয়ে আদালতের অনুমতি ভিন্ন তাহার কূটপরীক্ষা করিতে পারিবে না।

প্রশ্ন করিবার কিংবা দলীল আনিতে আজ্ঞা দিবার আদালতের ক্ষমতার কথা।

কিন্তু এই আইনে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, নিষ্পত্তি নিয়মিত রূপে প্রমাণিত সেই বৃত্তান্ত-মূলক হইবে।

পরন্তু বিপক্ষ পক্ষ সেই প্রশ্ন করিলে কিংবা সেই দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ করিলে যদি এই আইনের ১২১ অবধি ১৩১ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারামতে তাহার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে কিংবা দলীল দেখাইতে অস্বীকার করিবার অধিকার থাকিত, তবে এই কথাক্রমে সেই প্রশ্ন করিতে কিংবা সেই দলীল দেখাইবার আজ্ঞা করিতে বিচারপতির ক্ষমতা হইবে না। এবং ১৪৮ বা ১৪৯ ধারা মতে অন্য ব্যক্তির যে প্রশ্ন করা অনুচিত হয়, বিচারপতি সেই প্রশ্ন করিবেন না। এবং পূর্ব্ব বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে বিচারপতি এই

ধারার বলে কোন দলীলের মুখ্য সাক্ষ্য উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

১৬৬ ধারা। বিচারপতি আপনি যে প্রশ্ন করিতে পারেন ও যাহা উপযুক্ত বোধ করেন জুরী কিংবা আসেসরেরা বিচারপতির দ্বারা কিংবা তাঁহার অনুমতিক্রমে প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

জুরীর বা আসেসরদের প্রশ্ন করিবার ক্ষমতার কথা।

ফৌজদারীর কার্য্যবিধি অর্থাৎ ১৮৬১ সাঃ ২৫ আঃ ৩২৯ হইতে ৩৪১ ধারা, ৩৫৪ ধারা, ৩২২, ৩২৩, ৩২৫—২৭, ৩৪২ হইতে ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫০—৫২ ও ৩৭৯ ধারা পাঠ কর। এই সকল ধারায় কি নিয়মে কোন্ কোন্ স্থানে কাহা কর্তৃক জুরী নির্ব্বাচন, কি প্রণালীতে বিচার হইবে, আসেসর কি রূপে বিচার করিবেন তাহার পরিষ্কার ও সম্পূর্ণ বিধান করা হইয়াছে। নূতন কায্যবিধান আইন অর্থাৎ ১৮৭২ সাঃ ১০ আইনের ২৩৬, ২৩৯ হইতে ২৪৬, ২৫৩—৫৫, ২৫৭—৬১, ২৬৩ ও ২৬৫ এবং ২৯ অধ্যায়ের ৪০০ হইতে ৪১৪ ধারা দ্রষ্টব্য।

১১ পরিচ্ছেদ।—সাক্ষ্য অনুচিতমতে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবার কথা।

১৬৭ ধারা। সাক্ষ্য অনুচিত মতে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হইল বলিয়া আপত্তি করা গেলে, গ্রাহ্য করা যে সাক্ষ্যের বিষয়ে আপত্তি করা গেল সেই সাক্ষ্য না থাকিলেও নিষ্পত্তি প্রবল রাখার যথোচিত সাক্ষ্য আছে ও অগ্রাহ্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা গেলেও নিষ্পত্তির মতান্তর করা উচিত নয়, আদালতের এই রূপ জ্ঞান থাকিলে সেই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য বা অনুচিত

সাক্ষ্য অগ্রাহ্য বা অনুচিতমতে গ্রাহ্য হওনপ্রযুক্ত নূতন বিচার না হইবার কথা।

মতে গ্রাহ্য করা নূতন বিচারের কিংবা নিষ্পত্তি অসিদ্ধ করিবার কারণ হইবে না।

ফৌঃ কার্য্যবিধান আইনের ৪২৬ ধারায় বিধান হইয়াছে যে, ভ্রম বা মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালীর বা অভিযোগের অসম্পূর্ণতা-নিবন্ধন কোন নিষ্পত্তি রহিত হইবে না। ৪৩৮ ধারাতেও ঐ রূপ বিধান আছে। ইহাতে বিশেষ এই বিধান আছে যে, যদ্যপি ভ্রম বা অনিয়ম বশতঃ ন্যায়-বিচারের ব্যাঘাত হইয়া থাকে, তবে নিষ্পত্তি রহিত হইতে পারিবে। নূতন কার্য্যবিধানের (১৮৭২, ১০ আঃ) ২৮৩ ধারা পাঠ কর। সামান্য সামান্য ভ্রম বা অনিয়মের জন্য বিচার নিষ্পত্তি রহিত করিবার বিধান থাকিলে তাহা লোক-সমাজের বিশেষ ক্ষতি ও অনিষ্টের কারণ হইত। সমন রীতিমত জারী হয় নাই বা মোকদ্দমা মুলতবীর কারণ লেখা হয় নাই কিংবা বিচারক কোন হুকুমের নিম্নভাগে স্বাক্ষর করিতে ভুলিয়াছেন ইত্যাদি সামান্য ছল ধরিয়া অনেক পরিশ্রমের ফল ও শান্তির কারণ বিনাশ প্রাপ্ত হইত।

প্রমাণ অগ্রাহ্য বা গ্রাহ্য করার হেতুতে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি রহিত সম্বন্ধে জগদীন্দ্র বনওয়ারী বঃ ভবতারিণী দাসী, ১৪ বাঃ সঃ উঃ রিঃ ১৯ পৃঃ দেঃ নজীর পাঠ কর।

তফসীল।

নম্বর ও সাল	নাম	যত দূর রহিত হইল
তৃতীয় জর্জের ২৬ বৎসরের ৫৭ অধ্যায়।	ভারতবর্ষে যে ব্যক্তিদের নামে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহাদের বিচার হইবার বিধান করণার্থে এবং (ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ও ভারতবর্ষের অন্তর্গত বৃটনীয় অধিকারের কার্য্য-ব্যাপারের উৎকৃষ্ট বিধান ও অধ্যক্ষতাকরণ ও ভারতবর্ষে যে ব্যক্তিদের নামে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহাদের ত্বরায় ও ফলজনক রূপে বিচার করিবার আদালত স্থাপনার্থ আইন নামে) তৃতীয় জর্জের ২৪ বৎসরের যে আইন প্রণীত হয়, তাহার যে কথানুসারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্যকারকদিগের সম্পত্তির ও দ্রব্যের নির্ঘণ্টপত্র দেওয়া প্রয়োজন, সেই কথা রহিত করণার্থ ও যে ব্যক্তিরা বে-আইনীমতে ভারতবর্ষে যান তাহাদের বিপরীত আইন আরো ফলোপধায়ক করণার্থ, এবং গ্রেট বৃটনে কিম্বা ভারতবর্ষে যে দলীল ও লেখ্য সম্পাদন করা যায়, স্থলবিশেষে তাহার অনায়াসে প্রমাণ করণার্থ আইন।	৩৮ ধারায় ভারতবর্ষের আদালত সম্পর্কীয় সমস্ত কথা।

তফসীল।

নম্বর ও সাল	নাম	যত দূর রহিত হইল
বিক্টোরিয়া ১৪ ও ১৫ বৎসরের ৯৯ অধ্যায়।	সাক্ষ্যবিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।	১১ধারা এবং ১৯ ধারায় ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ-সম্পর্কীয় সমস্ত কথা।
১৮৫২ সালের ১৫ আইন।	সাক্ষ্যবিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮৫৩ সালের ১৯ আইন।	বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন দেশস্থ কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতে সাক্ষ্য-বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।	২৯ ধারা।
১৮৫৫ সালের ২ আইন।	প্রমাণ-বিষয়ক আইন আরো উত্তম করিবার আইন।	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮৬১ সালের ২৫ আইন।	ফৌজদারী যে সকল আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই, সেই সকল আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সুগম করণের আইন।	২৩৭ ধারা
১৮৬৮ সালের ১ আইন।	সাধারণ ধারা-বিষয়ক ১৮৬৮ সালের আইন।	৭ ও ৮ধারা।

এচ, এস, কলিংহ্যাম

আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল

সাহেবের মন্ত্রি ভার একটীং সেক্রেটারী।

১৮৪০ সালের ৫ আইন।

---

১ ধারা। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদের গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া অথবা কোরাণের দ্বারা অথবা তাহাদের ধর্ম্ম ও ইষ্টের বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকারে শপথ করিতে হওন প্রযুক্ত যথার্থ বিচারের ব্যাঘাত এবং অন্য অন্য ক্লেশ হইতেছে।

একারণ হুকুম হইল যে, নীচের লিখিত নির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যতিরিক্ত এক্ষণে আইনক্রমে যে শপথ বা স্বকৃতি করিতে অনুমতি বা হুকুম আছে তাহার পরিবর্ত্তে কোম্পানী বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি নীচের লিখিতমতে প্রতিজ্ঞা করিবেক।

"আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এক্ষণে যাহা কহিব তাহা সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য হইবেক এবং সত্য ভিন্ন হইবেক না।"

এই আইনের ২ ও ৩ ধারা ১৮৬২ সালের ১৭ আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে।

৪ ধারা। এবং হুকুম হইল যে, ইংরেজী ১৮৩৭ সালের ২১ আইনের ক্ষমতানুসারে যে কোন স্বকৃতি হয়

তাহার এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে হওয়া কোন স্বকৃতি বা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে এ আইন চলিবেক না।

১৮৪৭ সালের ২ আইনে বিধান হইয়াছে যে "শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালত" ১৮৪০ সালের ৫ আইনের এই কথা জষ্টিস্-অফ্-দি-পীসের আদালত বুঝিবার এবং তাহার বিষয়ে খাটিবার অভিপ্রায় নাই, এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।

১৮৭২ সালের ৬ আইন।

শপথ ও প্রতিজ্ঞাবিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।

হেতুবাদ।

শপথ ও প্রতিজ্ঞাবিষয়ক আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত, এই নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "শপথ-বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যে যে স্থানে ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে এবং এতদ্দেশীয় রাজ্যাধিকারে ব্রিটনীয় প্রজারা যে শপথ কি প্রতিজ্ঞা করেন কি তাঁহাদের দ্বারা যে শপথ কি প্রতিজ্ঞা করাণ যায় তাহার প্রতি বর্ত্তিবে।

যে অবধি চলিবে তাহার কথা।

এই আইন বিধিবদ্ধ হইলেই প্রচলিত হইবে।

এই আইন ১৮৭২ সালের ৫ই এপ্রেল দিবসে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সেই দিবস হইতেই প্রচলিত হওয়া গণ্য করিতে হইবেক।

প্রমাণবিষয়ক আইনের ১ ধারার ৩৪ পৃষ্ঠার টীকা পাঠ কর।

৩ ধারা। যে কোন অবস্থা উপলক্ষে আইন মতে যে ব্যক্তিদের শপথ করাণ যাইতে পারে কিংবা যাঁহাদের প্রতি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিবার আজ্ঞা হইতে পারে তাঁহারা যদি শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতে আপত্তি করেন, তবে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞার মর্ম্মানুসারে "এই বিষয়ে পরমেশ্বর আমার সহায় হউন," "সর্ব্ব-শক্তিমান পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ মানিয়া" ইত্যাদি ভাবের অন্য অন্য কথা ছাড়িয়া সামান্য প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যাঁহাদিগকে শপথ করাণ যাইতে পারে তাঁহাদের আপত্তি থাকিলে সামান্য প্রতিজ্ঞা করিবার কথা।

সামান্য প্রতিজ্ঞা করিয়া মিথ্যা কথা বলা প্রমাণ হইলেও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধ হইবে ও তাহা দণ্ডবিধান আইনের ১৯৩ ধারার অন্তর্গত অপরাধ হইবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইলে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভয়ের কঠিন শাসন হইতে সাক্ষীকে যথাকথঞ্চিৎ মুক্ত করাণ হইবে। ঈশ্বরের নামোল্লেখ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে এদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যে পর্য্যন্ত সুফল ফলিবার অর্থাৎ সত্য কথা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল, কেবল প্রতিজ্ঞা পাঠে তদ্রূপ হইবে না। এই ধারার বিধানানুসারে কার্য্য করিতেই যে হইবে ইহার ভাব সে রূপ নহে। "সামান্য প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবেন" এই শব্দ গুলির প্রয়োগে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, আদালত এই রূপ স্থলে আপনার স্বাধীনতা খাটাইতে পারিবেন। অতএব দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যত অল্প পরিমাণে হয়, সাক্ষীদিগকে সামান্য প্রতিজ্ঞা পাঠ করাইলে ভাল হয়।

৪ ধারা। আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে এক-তর পক্ষ বা সাক্ষী যে জাতীয় লোক কিংবা যে ধর্ম্মমতাবলম্বী হন সেই জাতীয় লোকদের বা সেই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সাধারণ্যে যে প্রকারের শপথ

বাদী কি প্রতিবাদী কি সাক্ষিগণ বিশেষ প্রকারে শপথ করিতে চাহিলে আদালতের ক্ষমতার কথা।

হইয়া থাকে, কিংবা তাঁহারা যে প্রকারের শপথ অতি মান্য জ্ঞান করেন, সেই পক্ষ বা সেই সাক্ষী সেই প্রকারের শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিতে চাহিলে ও তাহা ন্যায়-বিচারের ও লজ্জা-জ্ঞানের বিপক্ষ না হইলে ও তদ্দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে কোন ব্যাঘাতের ভাব দৃষ্ট না হইলে আদালত বিহিত বোধ করিলে তাঁহাকে তদ্রূপে শপথ করাইবেন।

যে মোকদ্দমা-ঘটিত কার্য্যের এক পক্ষ কিংবা সাক্ষী এই ধারার প্রথম প্রকরণের উল্লিখিত শপথ গ্রহণ করিলে আমি সেই শপথ ক্রমে আপনাকে বদ্ধ জ্ঞান করিব, মোকদ্দমা-ঘটিত কার্য্যের অন্য পক্ষ যদি এই রূপ কহেন, তবে সেই পক্ষ কি সাক্ষী ঐ রূপ শপথ করিবেন কি না, আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

যদি সেই পক্ষ কি সাক্ষী তদ্রূপে শপথ করিতে স্বীকার করেন, তবে আদালত তাঁহাকে শপথ করাইবেন। কিন্তু শপথের ভাব বিবেচনায় তাহা সুবিধামতে আদালতের বাহিরে করা যাইতে পারিলে, আদালত শপথ করাইবার জন্য কোন ব্যক্তিকে কমিশ্যন্ দিতে পারিবেন, ও যাঁহার শপথ করাইতে হইবে তাঁহার সাক্ষ্য লইয়া আদালতে অর্পণ করণার্থ ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, যে ব্যক্তি সেই সাক্ষ্য দ্বারা আপনাকে বদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাঁহার বিপক্ষে সেই সাক্ষ্য কথিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

৫ ধারা। কোন শপথ কি ধর্ম্মতঃ কি সামান্য প্রতিজ্ঞা না করা গেলেও ও তন্মধ্যে একের পরিবর্ত্তে অন্যটি করা গেলেও এবং শপথ কি প্রতিজ্ঞা যে প্রথামতে করা যায় তাহাতে নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেও, যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য কি সাক্ষ্য সম্পর্কে সেই অস্বীকার বা পরিবর্ত্তন বা নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, সেই কার্য্য অসিদ্ধ ও সেই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে না।

শপথ না করা প্রযুক্ত কিম্বা অনিয়মিত কোন কার্য্য হেতু আনুষ্ঠানিক কার্য্য ও সাক্ষ্য অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভা-বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের বিধান মতে মন্ত্রিসভাধিপতি শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরেল সাহেবের যে আইন রহিত করিবার ক্ষমতা না থাকে এমত কোন আইন দ্বারা যে শপথ কি প্রতিজ্ঞা অবধারিত হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইনের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

কোন কোন শপথ ও প্রতিজ্ঞা প্রবল থাকার কথা।

যদি সেই পক্ষ কি সাক্ষী শপথ করিতে সম্মত না হন, তবে তাঁহাকে বল পূর্ব্বক শপথ করাণ যাইতে পারিবে না, কিন্তু প্রস্তাবিত শপথের ভাব ও সেই পক্ষ কি সাক্ষী শপথ করিবেন কি না, তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা গেল ও তিনি সম্মত হইলেন না, এই এই কথা, এবং তিনি শপথ না করিবার যে হেতু জ্ঞান করিয়া থাকেন, আদালত সেই হেতু আনুষ্ঠানিক কার্য্যের একাংশ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

মনোনীত কমিটির রিপোর্টের ও তাঁহাদের অবধারিত আইনের নিম্নলিখিত পাণ্ডুলিপি ১৮৭১ সালের মার্চ মাসের ৩১ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় অর্পণ করা গেল।

মনোনীত কমিটির অন্তর্গত

দেশীয় ডিমার্টমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৮ সালের অকটোবর মাসের ২৩ তারিখের ৪২৩ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি।

ফরিন ডিপার্টমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখের ৩৩৩ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্র।

বোম্বাইয়ের মান্যবর চীফ্ জষ্টিস সাহেবের মন্তব্য (তারিখ নাই।)

মান্যবর জষ্টিস ফিয়র সাহেবের ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখের মন্তব্য।

ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখের ৫৯৫—৯ নম্বরের পত্র।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখের ৩৭ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্র।

সৈন্য-সম্পর্কীয় ডেপুটি জজ আড্‌বোকেট জেনরল সাহেবের ১৮৬৯

আমাদের প্রতি সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি অর্পিত হওয়াতে আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি ও পার্শ্বলিখিত পত্রাদি বিবেচনা করিলাম।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক কমিশ্যনরগণ যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন, আমরা অত্যন্ত মনোযোগে তাহা বিবেচনা করিয়া এতদ্দেশের অভাব পূরণের অনুপযুক্ত জ্ঞান করিলাম।

সেই মতের হেতু অন্য রিপোর্টে লিখিয়াছি। তাহার সংক্ষেপ এই ঃ—কমিশ্যনরদের উক্ত আইন যে কার্য্যকারকদের ব্যবহারার্থ প্রণীত হয় তাঁহাদের প্রথম পাঠোপযুক্ত নয়। ফলতঃ লিখনের ভাব দৃষ্টে বোধ হয় যে, এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারকেরা ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থা যেন অভ্যাস করিয়াছেন এই অনুভবে লেখা

সালের জানুয়ারি মাসের ২৬ তারিখের পত্র ও তৎসহিত পত্র।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখের ২৫৮ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত হাবড়ার মোক্তারদের ও রেবিনিউ এজেণ্টদের ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখের প্রার্থনাপত্র।

ভারতবর্ষের লা কমিশ্যনের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখের পত্র।

মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৯ সালের মার্চ মাসের ১৮ তারিখের ১২০ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি।

বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখের ২৯৭১ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি।

বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখের ৩১৮৮ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি।

পাণ্ডুলিপির উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষের লা কমিশ্যনরদের পঞ্চম রিপোর্ট।

পঞ্জাবের পোলিসের একটিং ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের ১৮৭০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের ২৬৫৭ নম্বরের পত্র।

হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৭০ সালের অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখের ৯৮৯২ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত বৃটিশ ব্রহ্মদেশের প্রধান কমি- গেল। কিন্তু তাঁহারা যে ঐ ব্যবস্থা অভ্যাস করিলেন প্রায় এমত অপেক্ষা করা যাইতে পারে না। আমাদের এই পাণ্ডুলিপির বিধি বিন্যাস করিবার নিয়ম ভিন্ন হইলেও পূর্ব্ব পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ বিধান ইহাতেও গৃহীত হইয়াছে। সাক্ষ্যবিষয়ক ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থা কোন কোন অংশে মতান্তর করণ পূর্ব্বক প্রচার করা আমাদের সাধারণ উদ্দেশ্য। যে যে অংশ মতান্তর করিলাম তাহাও প্রায় কমিশ্যনরদের পরামর্শমতে করা গেল, কিন্তু সর্ব্বস্থলে নয়। আমাদের বিবেচনায় সাক্ষ্যবিষয়ক ইংলণ্ডীয় আইন কোন নিয়ম অবধারণ পূর্ব্বক লেখা যায় নাই। এক কারণ এই ঃ—মূল কএক শব্দের ভিন্নভাব প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্য কারণ এই ঃ—সাক্ষ্য-বিষয়ক উক্ত আইন এককালে লেখা যায় নাই, ক্রমশঃ নানা প্রকারের মূল বিধি ধরিয়া, বিশেষতঃ কমন লা আদালতে উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার ইংলণ্ডীয় ও সেই আদালতের নিত্য প্রবর্ত্তমান রীতি

শ্যানর সাহেবের ১৮৭০ সালের আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখের ৬১ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি।

দৃষ্টে তাহা প্রণীত হইল। ইহার উদাহরণ এই :—যে যে বিষয় ধরিয়া ইস্থ হয়, কেবল সেই সেই বিষয়ের সাক্ষ্য লইতে হইবে, উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার নিয়ম এই বিধির মূল। শ্রুত বাক্য সাক্ষ্য নয়, এই বিধি আদালতের রীতির একাংশ। কিন্তু উক্ত দুই প্রকারের বিধি পরস্পর এমন অনিয়মিত রূপে মিলিয়া যায় যে, নিয়ম অবধারণ পূর্ব্বক তাহা বোধগম্য করা সুকঠিন। ফলতঃ উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার যে মূল বিধান দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, সেই মূল বিধান সুবিদিত না হইলে এবং কমন লা আদালতের প্রাত্যহিক যে রীতিমতে কার্য্য নিয়ত না করিলে আয়ত্ত করা যায় না, সেই রীতি সুবিদিত না হইলে উক্ত দুই বিধি বুঝা যায় না। আরো তাহা বুঝিবার নিমিত্ত কএক পুস্তক অভ্যাস করা প্রয়োজন। সেই পুস্তকও নিয়মাবধারণ-পূর্ব্বক প্রায় লেখা যায় নাই।

আরো নানাবিধ গতিক দ্বারা উক্ত সাধারণ ফলোদয় হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন নাই। একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া ব্যবস্থার অত্যন্ত জটিলতার এবং সর্ব্বাংশে নিয়মের অভাবের প্রমাণ করি। বিশেষতঃ সাক্ষ্য বিষয়ে পিটটেলর সাহেবের পুস্তকে এই কথা লেখা আছে। বহুকালীন অধিকারের প্রমাণার্থ অতি প্রাচীন দলীল উপস্থিত করা গেলে, শ্রুতবাক্য অগ্রাহ্য করিবার বিধির বর্জ্জিত কথার মধ্যে ঐ দলীলই তৃতীয় কথা বলিয়া উল্লেখ্য। আনন্দ জলকর পাইবার অধিকারী কি না, এই প্রশ্ন হইলে তিনি অতি পুর্ব্বপুরুষের নামে ঐ জলকরের সনন্দ দেখান। ব্যবস্থাতে এই বৃত্তান্ত বিশেষ বর্জ্জিত বিধিমতে গ্রাহ্য বিশেষ প্রকারের শ্রুতবাক্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। ফলতঃ এই প্রকারের বাক্য শিক্ষা দিবার প্রথামতে ব্যবহার হয় নাই।

ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থাগ্রন্থলেখকেরা যে শব্দের ব্যবহার করিয়া

থাকেন, উক্ত কারণে আমরা তাহা ত্যাগ করিয়াছি এবং তাঁহাদের সংগৃহীত বহু মোকদ্দমার ও ভঙ্গ ভঙ্গ বিধির মধ্যে যে যে মূল বিধির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা নৈসর্গিক নিয়মে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; তাহার ফল এই এই নিয়ম।

কোন প্রকারের স্বত্ব কিংবা দায় নির্ণয় করা সকল বিচার-কার্য্যের উদ্দেশ্য। অপরাধ-ঘটিত মোকদ্দমা প্রভৃতি হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ডযোগ্যতা নির্ণয় করা, ও অর্থ-ঘটিত মোকদ্দমা প্রভৃতি হইলে সম্পত্তিতে কিংবা পদ বিশেষে কোন ব্যক্তির স্বত্বনির্ণয়, কিংবা উপকার প্রাপণার্থে এক ব্যক্তির ও অপর ব্যক্তির দায় নির্ণয় করা উদ্দেশ্য।

সকল প্রকারের স্বত্ব ও দায় বৃত্তান্তের প্রতি নির্ভর করে ও বৃত্তান্ত হইতে উদিত হয়। বৃত্তান্ত এই প্রকারের, এক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, অন্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বৃত্তান্তের উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বৃত্তান্ত গ্রাহ্য নয় তাহা এই এই:—কল্পনা, প্রতারণা, সরলতা, জ্ঞান ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় দ্বারা কিংবা ইন্দ্রিয় ভিন্ন হউক, উক্ত দুই প্রকারের বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে ও উভয় এক মূলক এই প্রযুক্ত উভয়ই বৃত্তান্ত নামে ব্যক্ত হইতে পারে। ইহার উদাহরণ, আমি অমুক সময়ে ও স্থানে অমুক ব্যক্তিকে দেখিলাম, কোন ব্যক্তি যে মূলে এই মর্ম্মের সাক্ষ্য দিতে পারেন, সেই মূল ধরিয়া অমুক সময়ে আমার মনে অমুক কল্পনা ছিল এই সাক্ষ্যও দিতে পারেন। অর্থাৎ উভয় স্থলে স্পষ্ট ভূতানুভূতির বর্ত্তমান স্মরণ আছে। অধিকন্তু বিচারকরণকালে উক্ত দ্বিবিধ বৃত্তান্ত নিশ্চিত করা সমানরূপে আবশ্যক, এবং প্রায় সর্ব্ব স্থলে ঐ দুই প্রকারের নিশ্চিত করিবার একি পদ্ধতি।

স্বত্বের ও দায়ের সঙ্গে বৃত্তান্তের দ্বিবিধ সম্পর্ক।

১। কোন বৃত্তান্ত দ্বারাই অপর বৃত্তান্ত ভিন্ন কিংবা অন্য বৃত্তা-ন্তের সংযোগে এমন অবস্থা উদ্ভূত হয় যে, বৈধমতে বিবাদীয় স্বত্বের কি দায়ের অনুভূতি হইতে পারে, যথা, আনন্দ বলরামের

জ্যেষ্ঠপুত্র, এই বৃত্তান্তদ্বারা ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থামতে আনন্দ বলরামের উত্তরাধিকারী হইয়া জ্যেষ্ঠত্ব হেতুক যে পদ হয়, আনন্দ অবশ্য সেই পদস্থ, ইহার অনুভূতি হইল। অন্য উদাহরণ এই ঃ—গতিক বিশেষে ও বিশেষ কল্পনা ও জ্ঞানাধীনে আনন্দের দ্বারা বলরামের মৃত্যু হয়, সুতরাং আনন্দ বলরামকে বধ করিল ও আইনেতে বধাপরাধের যে দণ্ড আনন্দের সেই দণ্ড হইতে পারে ইহার অনুভূতি হয়।

মোকদ্দমার সহিত বৃত্তান্তের তদ্রূপ সম্পর্ক থাকিলে, যদি ঐ বৃত্তান্তের প্রতিবাদ হয়, তবে তাহা ইশু-ঘটিত অর্থাৎ বিচার্য্য বৃত্তান্ত বলা যায়।

২। কোন বৃত্তান্ত পূর্ব্বোক্তমতে ইশু-ঘটিত বৃত্তান্ত না হইলেও তদ্দ্বারা ইশু-ঘটিত অন্য বৃত্তান্তের উপকার বা অপকার হইতে পারে। তাহা হইলে তাহা প্রতিপোষক বৃত্তান্ত বলা যায়।

আমাদের বিবেচনায় এই দুই প্রকারের বৃত্তান্ত ভিন্ন কোন গতিকেই অন্য প্রকার বৃত্তান্তের সহিত আদালতের সম্পর্ক রাখার আবশ্যক নাই। অতএব যে মোকদ্দমায় সেই সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করা প্রয়োজন তৎসম্পর্কীয় সমস্ত বৃত্তান্ত উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে আইসে।

এই স্থলে প্রমাণের কথা বিবেচ্য হইতে পারে। কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত হইলে, তাহা ইশু-ঘটিত কিংবা প্রতিপোষক বৃত্তান্ত হউক, আদালত যত কাল ঐ বৃত্তান্তে প্রত্যয় না করেন তত কাল তন্মূলক অনুভূতি করিতে পারিবেন না, ইহাই স্পষ্ট। আরো যে মোকদ্দমায় কোন বৃত্তান্ত নির্ণয় করিতে হইবে সেই মোকদ্দমার উদ্দেশ্যের ও ভাবের সহিত ঐ বৃত্তান্তের যে সম্পর্ক থাকে তদ্ভিন্ন সম্যক্ রূপে স্বতন্ত্র হেতু মূলে ঐ বৃত্তান্তে আদালতের প্রতীতি জন্মাইতে হইবে। যথা, আনন্দ অমুক পত্র লিখিলেন কি না। সেই পত্রে কোন চুক্তির নিয়ম প্রকাশ হইতে পারে। কিংবা অপবাদ-সূচক কথা থাকিতে পারে। কিংবা ঐ পত্র

বলরামের দ্বারা কোন অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি-জনক পত্র হইতে পারে। কিংবা আনন্দের ভিন্ন স্থানে থাকার প্রমাণ হইতে পারে। কিংবা অপরাধ স্বীকার-সূচক পত্র হইতে পারে। অথবা মোকদ্দমার সহিত ঐ বৃত্তান্তের অন্য সম্পর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু আনন্দই যে সেই পত্র লিখিল, এই কথায় যত কাল আদালতের প্রতীতি না হয় তত কাল আদালত সেই পত্রানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন না। আরো উপরোক্ত অন্যতর স্থলে উক্ত প্রতীতি জন্মাইবার একি রূপ পদ্ধতি আছে ইহাই স্পষ্ট। যথা, কোন পত্র লেখাই অপরাধ, এমন স্থলে যদি আদালত মূলপত্র আনাইবার আজ্ঞা দিতে পারেন, তবে কোন পত্র লেখাই অপবাদ করিবার প্রবৃত্তিজনক বিষয় হইলে সেই পত্রের প্রতিলিপি মাত্র আদালতের গ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই। সংক্ষেপতঃ বৃত্তান্ত কিরূপে সপ্রমাণ করা যাইবে, এই কথা মোকদ্দমার সহিত ঐ বৃত্তান্তের সম্পর্ক অনুসারে নিরূপণ করা যাইবে না। বৃত্তান্তের স্বতন্ত্র ভাবানুসারে নিরূপণ করা যাইবে।

আদালত যে উপায় দ্বারা বৃত্তান্ত সত্য জানেন তাহাকে সাক্ষ্য বলে। অনেক স্থলে তাহার দুই শ্রেণী করা গিয়াছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও আনুষঙ্গিক। কিন্তু আমরা তাহা গ্রাহ্য করি নাই।

প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দ্বারা ইষ্ট-ঘটিত বৃত্তান্ত ও আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিপোষক বৃত্তান্ত স্থাপিত হয়, উক্ত দুই শ্রেণীর এই রূপ বিভিন্নতা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু যেমন কাগজ শব্দের অর্থ করিতে হইলে তাহা যে যে দ্রব্যে নির্ম্মিত হয় তাহার বর্ণনা না করিয়া লিখিবার কিংবা ছাপিবার কর্ম্মে ব্যবহার্য্য দ্রব্য বলিয়া নির্ণয় করিলাম, উক্ত স্থলে তেমনি সাক্ষ্য সাত্ত্বিক গুণানুসারে শ্রেণীবদ্ধ না হইয়া যে কার্য্যে লাগে সেই কার্য্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইল। কিন্তু বৃত্তান্ত যে কার্য্যে বর্ত্তিবে তদনুসারে তাহার প্রমাণ করিতে হইবে না, ভাবানুসারে প্রমাণ করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে

হইবে তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া সাক্ষ্যের অর্থ করিতে হইবে না, সাক্ষ্যেরই ভাবানুসারে অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে।

সময়ান্তরে উক্ত দুই শ্রেণীর এই রূপ বিভেদ নির্ণয় হয়, যথা, কোন ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিয়া কিংবা স্বকর্ণে শুনিয়া যাহা কহে তাহাকে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, ও অন্য যে যে বিষয় দ্বারা ইশু-ঘটিত বৃত্তান্তের অনুভূতি হয় তাহাকে আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য কহিতে হইবে। পরন্তু সাক্ষ্য শব্দের এই রূপ ব্যবহার হইলে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ও আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য পরস্পর বিপরীত এই দুই কথায় সাক্ষ্য শব্দের বিভিন্ন অর্থ হয়। প্রথম স্থলে সাক্ষ্য বুঝায়। দ্বিতীয় স্থলে যে বৃত্তান্ত অনুভূতির মূল স্বরূপ সেই বৃত্তান্ত বুঝায়। এই অর্থ ধরিতে গেলে "প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দ্বারা আনুষঙ্গিক সাক্ষ্যের প্রমাণ করিতে হইবে" এই কথা কহিলেও দোষ হয় না। কিন্তু এই রূপ কথা অত্যন্ত অপটু। পরন্তু ইহাতে সাক্ষ্য শব্দের অর্থের অস্পষ্টতার উপলব্ধি হয়। ফলতঃ

(১) কোন ব্যাপার যে ঘটিয়াছে, এই বিষয়ে আদালতের নিশ্চিত জ্ঞান জন্মাইবার নিমিত্তে যে কথা কহা যায় কিংবা যে দ্রব্য উপস্থিত করা যায় তাহা সাক্ষ্য, অথবা

(২) পূর্ব্বোক্ত মতে আদালত যে বৃত্তান্ত নিশ্চিত জ্ঞান করিলেন তদ্দ্বারা অন্য অন্য বৃত্তান্তের অনুভূতির উপলব্ধি হইলে তাহাই সাক্ষ্য।

আমরা সাক্ষ্য শব্দের কেবল প্রথমোক্ত অর্থ ধরিয়াছি। সেই অর্থানুসারে তাহার তিন ভাগ করা গেল অর্থাৎ ১, বাচনিক সাক্ষ্য। ২, লিখিত সাক্ষ্য। ৩, দ্রব্যাত্মক সাক্ষ্য।

উপসংহার স্থলে, যে সাক্ষ্য দ্বারা বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইবে তাহা আদালতে জ্ঞাত করাইয়া বিচারার্থে সমর্পণ করিতে হইবে এবং আদালত তদ্বিষয়ের নির্ণয় করিবেন।

এই সাধারণ কথানুসারে লক্ষিত বিষয় সুনিয়ম মতে ও সম্যক্ রূপে বিভাগ করিবার নিম্নলিখিত মূলাঙ্গ পাওয়া গেল।

প্রথম।—পরিভাষা।

দ্বিতীয়।—বিবাদীয় বিষয়ের সহিত বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতা।

তৃতীয়।—বৃত্তান্তের ভাবানুসারে বাচনিক বা লিখিত বা দ্রব্যাত্মক সাক্ষ্য দ্বারা তাহার প্রমাণ।

চতুর্থ।—সাক্ষ্য উপস্থিত করণ।

পঞ্চম।—কার্য্যপ্রণালী।

উক্ত মূলাঙ্গ ধরিয়া লক্ষিত বিষয় অংশাংশ করিলাম। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা এই ঃ—

প্রথম।—পরিভাষা।

এই স্থলে আমরা বৃত্তান্ত, ইশু-ঘটিত বৃত্তান্ত প্রতিপোষক বৃত্তান্ত, দলীল, সাক্ষ্য, প্রমাণ ও প্রমাণীকৃত, অবশ্যানুভূতি ও অনুমান, এই এই শব্দের অর্থ করিলাম। এবং সাধারণ শব্দ প্রয়োগ করিয়া আদালতের কর্ত্তব্যকর্ম্মও নির্দ্দেশ করিলাম।

বৃত্তান্ত, ইশু-ঘটিত বৃত্তান্ত, প্রতিপোষক বৃত্তান্ত, ও সাক্ষ্য এই এই শব্দের যে যে অর্থ করিলাম তদ্বিষয়ে এই মাত্র বক্তব্য, পূর্ব্বোক্ত মুল বিধি ধরিয়া সেই সেই শব্দের অর্থ করা গেল। কিন্তু সাক্ষ্য শব্দের যে অর্থ করা গেল তাহার ফলের সংক্ষেপ উদাহরণ লেখা যাইতেছে।

ইংলণ্ডীয় আইনে ঐ শব্দের যদ্রূপ ব্যবহার হইয়াছে তদ্দারা শব্দের অর্থ অনির্দ্দিষ্ট হওয়াতে অনেক বিষয় অস্পষ্ট হইল। এই বিধি দ্বারা তাহা স্পষ্ট করা যাইবে। আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য মূলাংশে বিভক্ত হইলে তদ্ঘটিত কার্য্য এই রূপ হয়, যথা, আনন্দ অমুক অপরাধ করিয়াছে কি না, এই প্রশ্ন হইল। বৃত্তান্ত এই এই ঃ— নিজ কথানুসারে তাহার সেই কর্ম্ম প্রবর্ত্তক হেতু ছিল। যে স্থানে অপরাধ করা গেল সেই স্থানে তাহার পায়ের পরিমাণ মত পদচিহ্ন আছে। সেই অপরাধ দ্বারা যে দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারিত সেই রূপ দ্রব্য তাহার অধিকারে আছে। ও সে আপন অপরাধ অনুসূচক পত্র লিখিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়

দৃষ্টে এই সকল বৃত্তান্ত প্রবৃত্তিজনক কিংবা ইশু-ঘটিত বৃত্তান্তের নৈমিত্তিক ব্যাপার কিংবা ইশু-ঘটিত বৃত্তান্তের ফলসূচক কিংবা ইশু-ঘটিত বৃত্তান্ত দ্বারা প্রবর্ত্তিত কার্য্যসূচক বলিয়া প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়। উক্ত প্রত্যেক বৃত্তান্তের প্রমাণ কিরূপে লওয়া যাইবে তৃতীয় অধ্যায় দৃষ্টে তাহা জানা যায়। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি আমার শ্রুতিগোচরে ঐ প্রবৃত্তিপ্রকাশক কথা কহিয়াছে, কোন ব্যক্তির এই মর্ম্মাত্মক বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা সেই প্রবৃত্তি-সূচক বাক্যের প্রমাণ করা যাইবে। যে ব্যক্তি ঐ পদচিহ্ন দেখিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহার বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা ঐ পদচিহ্নের প্রমাণ করা যাইবে. আদালতে উক্ত দ্রব্য উপস্থিত করণ দ্বারা এবং প্রতিবাদীর অধিকারে সেই দ্রব্য দেখিয়াছি, কোন ব্যক্তির এই মর্ম্মাত্মক বাচনিক প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দ্বারা ঐ দ্রব্য তাহার অধিকারে থাকার প্রমাণ করা যাইবে। এবং উক্ত পত্র উপস্থিত করণ দ্বারা, অথবা মোকদ্দমায় গৌণসাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারিলে গৌণ সাক্ষ্য দ্বারা পত্রের প্রমাণ করা যাইবে।

ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থালেখকগণ অতি অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট ভাবে "শ্রুত-সাক্ষ্য" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, ব্যবস্থাপক কমিশ্যনরগণ ইহা কহিলেন। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে সেই শব্দ নাই। ও তৎসম্পর্কে যে অস্পষ্টতা সম্ভব হয় তাহারও প্রতিকার করিয়াছি এমত আশা হইল। প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত বিষয়ে তৃতীয় ব্যক্তির কথা ও অভিমত কোন্ স্থলে ২ই প্রাসঙ্গিক হইবে, কোন্ স্থলে প্রাসঙ্গিক না হইবে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইল। এবং স্থল বিশেষে সেই নির্দ্দেশ-বাক্য মতান্তর হইয়া ইংলণ্ডীয় আইনের সহিত মিলে। আরো বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের এই বিধান, বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা যে বৃত্তান্ত প্রতিপন্ন করা যাইবে, সেই বৃত্তান্ত যে কোন হেতুতে বিবাদের প্রাসঙ্গিক হউক, ঐ বাচনিক সাক্ষ্য সর্ব্বদাই

প্রত্যক্ষ হইবে। অর্থাৎ বৃত্তান্ত দৃশ্য হইলে তাহা ইশু-ঘটিত হউক বা প্রতিপোষক হউক, যে ব্যক্তি দেখিয়াছে সে তাহা প্রতিপন্ন করিবে। শুনা যাইতে পারিলে যে শুনিয়াছে সে তাহা প্রতিপন্ন করিবে। আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য শব্দে যে যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা যেমন অন্য অন্য বিধানে বিভক্ত করিয়া দেওয়া গেল, শ্রুত সাক্ষ্য শব্দে যে যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাও এই বিধানক্রমে তেমনি বিভক্ত করিয়া দেওয়া গেল।

তদ্রূপেও মুখ্য ও গৌণ সাক্ষ্য বলিয়া সাক্ষ্য শব্দের দুই অর্থ দ্বারা যে অস্পষ্টতা হয়, পূর্ব্বোক্ত অর্থ দ্বারা সেই অস্পষ্টতা রহিত করা গেল। কোন কোন স্থলে মুখ্য সাক্ষ্য শব্দে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত বুঝায়, স্থলান্তরে লিপির প্রতিলিপি দ্বারা প্রমাণ না করিয়া লিপি উপস্থিত করণ দ্বারা তাহার প্রমাণ করা মুখ্য সাক্ষ্য বলা যায়। এই পাণ্ডুলিপিতে মুখ্য ও গৌণ শব্দের স্পষ্ট অর্থ করা গেল। ও তাহার দ্বিবিধ অর্থ হইতে পারে না। প্রত্যেক স্থলে সাক্ষ্য শব্দেতে আদালতে ব্যক্ত কথা কিংবা লিপি প্রভৃতি দর্শিত দ্রব্য বুঝায়।

শেষতঃ আমরা " সিদ্ধান্ত সাক্ষ্য " শব্দ ত্যাগ করিয়া " অবশ্যানুভূতি " শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। অস্পষ্ট কিংবা দ্ব্যর্থযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত সাক্ষ্য শব্দের বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আমরা সাক্ষ্য শব্দের যে অর্থ করিয়া থাকি, এই স্থলে উক্ত সাক্ষ্য শব্দের সেই অর্থ নয়, বরং সাক্ষ্য দ্বারা যে বৃত্তান্ত প্রতিপন্ন হইয়া অবশ্যাই অনুভূতি হয় এই স্থলে সাক্ষ্য শব্দেতে সেই বৃত্তান্ত বুঝায়। অতএব সিদ্ধান্ত সাক্ষ্য শব্দের ব্যবহার হইলে তাহা এই পাণ্ডুলিপির অন্য অন্য শব্দের সহিত সঙ্গত হয় না, অবশ্যানুভূতি শব্দ সঙ্গত হয়।

প্রমাণ, প্রমাণীকৃত ও যুক্তিমত নিশ্চয় এই এই শব্দের যে যে অর্থ করা গেল তাহার যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রমাণ শব্দের অর্থ প্রমাণীকৃত শব্দের অর্থাধীন। বৃত্তান্ত প্রামাণীকৃত

হইয়াছে, এই কথা দুই স্থলে বলা যায়, যথা, আদালত উক্ত বৃত্তান্ত বিষয়ের সাক্ষ্য শুনিয়া

১। সেই বৃত্তান্তে যদি প্রত্যয় করেন। অথবা

২। স্থল বিশেষের ভাবগতিক বিবেচনায় যদি সেই বৃত্তান্ত অত্যন্ত সম্ভবপর প্রযুক্ত তাহা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির কার্য্য করা কর্ত্তব্য হয়।

সেই দৃঢ় সম্ভাবনা আমরা যুক্তিমত নিশ্চয় বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। বৃত্তান্ত বিশেষ না হওয়া অসম্ভব, সাক্ষ্য দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন না হইলে তাহা যুক্তিমত নিশ্চয় বলিয়া জ্ঞান না হয় এই বিধান করিলাম। ইংলণ্ডীয় বিচারপতিরা জুরির বিচারার্থে বৃত্তান্ত অর্পণ করিলে, সাধারণ্যে " যুক্তিমত সন্দেহ " আছে বলিয়া তাহা অপণ করিয়া থাকেন। আমরাও যুক্তিমত নিশ্চয় শব্দ ব্যবহার করিয়া সাধ্যমতে ঐ শব্দের বিলোম শব্দ নির্ণয় করিলাম। সন্দেহ কি প্রকারে যুক্তিমত হয়, এই প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া অসাধ্য। ফলতঃ তাহা বিজ্ঞানমূলক প্রশ্ন নয়, পরিণাম দৃষ্টিমূলক প্রশ্ন। অতএব প্রমাণীকৃত শব্দের যে অর্থ নির্ণয় করিলাম তাহাতে সেই ভাব স্পষ্ট করিবার উদ্যোগ হইল। পরন্তু তৎসহিত চিহ্নসূচক নিয়মও সংযোগ করিলাম, বিশেষতঃ অনেক অনুমান সম্ভবপর হইলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তন্মধ্যে একটি অনুমান সম্ভবপর বলিয়াই তাহা যুক্তিমত নিশ্চয় বলিতে পারিবেন না। এই নিয়মের সাধারণ মূল ব্যক্ত করিতে গেলে অতি বিস্তারিত তর্কের কথা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই স্থলে তাহা অনুচিত। অতএব উদাহরণ দ্বারা ব্যক্ত করা সহজ। সেই উদাহরণের এই উদ্দেশ্য। আনন্দ কিংবা বলরাম কোন এক অপরাধ করিয়াছে, এই স্থলে বলরামের দ্বারা সেই কর্ম্ম হওয়া অসম্ভব, আকার প্রকার দৃষ্টে ইহা নিশ্চয় না হইলে বিচারপতিরা আনন্দকে অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করিবেন না। ইহার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করি নাই। বিচারপতিরা নিষ্পত্তি করণোপলক্ষে ভ্রমে পতনের কত দূর সংশয়

স্বীকার করিবেন, ইহা যেমন সর্ব্বত্র তাঁহাদের বিবেচনাধীন রাখা উচিত তেমনি অন্যান্য দেশাপেক্ষা এই দেশে আরো উচিত। ইহা কেবল পরিণাম-দর্শিতা ও অনুশীলনযুক্ত বিষয়। তাঁহাদের বিবেচনা-শক্তি সঙ্কুচিত করণাভিপ্রায়ে নয় কেবল প্রণালী দর্শনাভিপ্রায়ে ইহার বিধি করা গেল।

পারিভাষিক অধ্যায়ের আর একটি বিষয় উল্লেখ্য। বৃত্তান্ত-ঘটিত কথা নিষ্পত্তি করণে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য তাহা অতি সাধারণ শব্দ প্রয়োগে নির্ণয় করিলাম। সাধারণ প্রযুক্ত সেই কথা শেষ অধ্যায়ে না লিখিয়া পারিভাষিক অধ্যায়ে লিখিয়াছি। এই পরিচ্ছেদ অনুসারে আদালত ইহা করিবেন।

১। যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্দ্বারা কথিত বৃত্তান্তের অনুভূতি করিয়া,

২। প্রমাণীকৃত বৃত্তান্ত দ্বারা অপ্রমাণিত বৃত্তান্তের অনুভূতি করিয়া,

৩। যে প্রমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল তাহার অভাব দ্বারা,

৪। বাদীর ও প্রতিবাদীর স্বীকার-বাক্য ও আচরণ দ্বারা ও সাধারণ্যে বিচার্য্য বিষয়ের ভাবগতিক দ্বারা অনুভূতি করিয়া বৃত্তান্ত-ঘটিত বিষয় নির্ণয় করিবেন।

সেই অনুভূতি নির্ণয়ের মূল নিয়মের কথা লিখি নাই। কারণ তাহা তর্কশাস্ত্র-ঘটিত বিষয়, বিচার-কার্য্য-সংক্রান্ত সাক্ষ্য-সম্পর্কীয় বিষয় নয়। কিন্তু সাক্ষ্যগ্রহণ করা বা লিপিবদ্ধ করা মাত্র আদালতের কর্ত্তব্য নয়, অনুভূতি করাও সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ইহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা আমাদের অভিমত। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হইলে অনুভূতির পন্থা নাই, সাক্ষ্য অপ্রত্যক্ষ বা আনুষঙ্গিক হইলে অনুভূতির পথ থাকে,' সাক্ষ্য শব্দের নানা অর্থ থাকাতে ও অস্পষ্টরূপে তাহার প্রয়োগ হওয়াতে উক্ত প্রকারের কথা সাধারণ মধ্যে কহা গিয়া থাকে। বস্তুতঃ সকল প্রকারের সাক্ষ্য কেবল অনুভূতির মূল স্বরূপ হইয়া কার্য্যকর হয়। সাক্ষী যে

বৃত্তান্ত ব্যক্ত করে, তাহা প্রকৃতই আছে কি কোন সময়ে ছিল বারম্বার ইহার অনুভূতি করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। প্রত্যেক প্রকারের মোকদ্দমায়, উক্ত অন্যতর প্রকারের অনুভূতি করা বিচারপতির অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কারণে তাহা স্পষ্ট ও বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত করা উচিত জ্ঞান করিলাম।

এই সাধারণ বিধির দুইটি উপবিধিও করিলাম। ১।—অনুভূতি করা আবশ্যক, ব্যবস্থার এই আদেশ থাকিলে বিচারপতি সেই অনুভূতি করিবেন ও তাহার সত্যতার প্রতিরোধ হইতে দিবেন না। ২।—বিচারপতি বৃত্তান্তের অনুমান করিবেন, ব্যবস্থার এই বিধি থাকিলে, যত কাল তদ্বিপরীত প্রকাশ না হয় বিচারপতি তত কাল সেই বৃত্তান্তের সত্বার অনুভূতি করিবেন। এই পাণ্ডুলিপির অন্য স্থলে অবশ্যানুভূতির ও অনুমানের বিস্তারিত কথা লিখিয়াছি।

২।—বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের যে স্থলে এই কথা ব্যক্ত করা উচিত তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। তুমি কোন্ কোন্ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে পার এই প্রশ্ন স্পষ্টই উক্তি বিষয়ের মূল স্বরূপ। ইহার সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট উত্তর দিতে না পারিলে নিয়মিতরূপে ব্যবস্থা ব্যক্ত করা অসাধ্য। বিবাদের অন্তর্গত বিবেচ্য বিষয়ের সাক্ষ্য ভিন্ন অন্য বিষয়ের সাক্ষ্য লইতে হইবে না, ও শ্রুতবাক্য সাক্ষ্য নয়, ও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য গ্রাহ্য, ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থাগ্রন্থকারদের এই বিস্তারিত বৈশেষিক বিধির বর্জিত নানা বিস্তৃত কথার মধ্যে উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই সেই বর্জিত কথার অংশ স্বরূপ অন্যান্য কথা ব্যবস্থার ভিন্ন শাখায় লেখা হইয়াছে। আমরা সেই বর্জিত সকল কথা ঐক্য করণপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া ইশুর সহিত বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার স্পষ্ট বিধি করিয়াছি। বৃত্তান্ত-ঘটিত কোন বিষয়ের বিচারকালে

বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে যে বৃত্তান্ত স্বগোচরে রাখিতে চাহেন, উক্ত বিধিতে বোধ হয় ইহার সম্পূর্ণ বিধান হইয়া থাকিবে।

এই বিধিমতে নিম্নলিখিত প্রকারের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

১। ইশু-ঘটিত সকল বৃত্তান্ত।

২। প্রতিপোষক যে সকল বৃত্তান্ত।

(ক) একি ব্যাপারের অঙ্গস্বরূপ হয়, বা

(খ) ইশু-ঘটিত বৃত্তান্তের স্পষ্ট নিমিত্ত বা হেতু বা ফল স্বরূপ হয়, বা

(গ) ইশু-ঘটিত বৃত্তান্ত দ্বারা যে প্রবর্ত্তক কারণ কি উদ্যোগ কি আচার রূপান্তর হয় সেই কারণাদি দর্শায়, বা

(ঘ) প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত উপস্থিত কি ব্যাখ্যা করণাভিপ্রায়ে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক হয়, কিংবা

(চ) সাধারণ উদ্দেশ্য সফল করণাভিপ্রায়ে সহযোগ দ্বারা করা যায় বা কথিত হয়, বা

(ছ) ইশু-ঘটিত কোন বৃত্তান্তের অসঙ্গত হয়, অথবা অন্য পক্ষের যে অনুভব সপ্রমাণ করা উচিত তাহার অভাবে অসঙ্গত হয়, কিংবা ইশু-ঘটিত বৃত্তান্তের থাকা কি না থাকা যুক্তিমত নিশ্চয় করে। (এই স্থলে যুক্তিমত নিশ্চয় শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থ ধরিতে হইবে।) বা

(জ) হানিপূরণের দাওয়া হইলে ঐ হানি ন্যূন বা বৃদ্ধি করে, বা

(ঝ) বিবাদীয় স্বত্বের কি আচারের আদি বা সত্বা প্রকাশ করে। বা

(ট) মনের ও শরীরের প্রাসঙ্গিক ভাব দর্শায়, বা

(ঠ) প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যে বৃত্তান্তশ্রেণীর অঙ্গ স্বরূপ হয় এমত বৃত্তান্তশ্রেণীর সত্ত্বা দর্শায়, অথবা

(ড) স্থল বিশেষে কার্য্য করিবার নির্দ্দিষ্ট ধারা প্রকাশ করে।

ইংলণ্ডীয় আইনে বিধির বর্জ্জনীয় কথা বলিয়া যে যে কথা ব্যক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশে তাহা স্পষ্ট বিধিস্বরূপ ব্যক্ত করা গেল। শ্রুত বলিয়া যে যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ইহার মধ্যে ধরা যায় নাই। ঐ অংশে এই এই বিষয়ের উল্লেখ হইল।

পূর্ব্ব কোন সময়ে উভয় পক্ষের যদ্রূপে আচার হইত।
পূর্ব্ব কোন সময়ে উভয় পক্ষ যাহা কহিল।
পূর্ব্বে যে নিষ্পত্তি হয়।
তৃতীয় ব্যক্তিদের উক্তি।
তৃতীয় ব্যক্তিদের অভিমত।

১। পূর্ব্ব কোন সময়ে উভয় পক্ষের ব্যক্তিরা যদ্রূপে আচার করিত এই বিষয়ের তিন ধারা প্রণয়ন করিয়া, ইংলণ্ডীয় আইনে চরিত্রবিষয়ক প্রমাণের যে কথা আছে তাহা কিঞ্চিৎ মতান্তর পূর্ব্বক ঐ তিন ধারায় ভুক্ত করিলাম। চরিত্র শব্দের মধ্যে ব্যক্তির খ্যাতি ও স্বভাব ধরিলাম। এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হয়, ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে সেই নির্ণয় হওয়ার সাক্ষ্যও দিবার অনুমতি দিলাম। সেই সাক্ষ্য সত্য হইলে তদ্বিপক্ষে উপস্থিত না করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

২। পূর্ব্ব কোন সময়ে উভয় পক্ষ যাহা কহিয়াছে, এই কথা ব্যক্তকরণ সময়ে আমরা অপরাধ স্বীকার-বাক্য ধরিয়াছি। এই বিষয়ে প্রচলিত আইনের গুরুতর পরিবর্ত্তন করি নাই।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনে পোলিসের কর্ম্মকারকদের নিকট অপরাধ স্বীকারকরণ-বিষয়ক যে বিধি আছে তাহা উঠাইয়া এই আইনে গ্রহণ করি নাই, কেননা আমাদের

বিবেচনায় ঐ কথা প্রমাণের মূল বিধির মধ্যে আইসে না, তাহা পোলিসের শাসন-সম্পর্কীয় বিষয়।

৩। উভয় পক্ষের পূর্ব্ব উক্তির পরে স্বভাবতঃ পূর্ব্ব নির্ণয়ের কথা বিবেচ্য। এই স্থলে বিচারিত বিষয়ের কথা ধরিয়াছি।

যে উভয় পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমা হয় পূর্ব্ব নির্ণয়ের দ্বারা তাঁহাদেরই মোকদ্দমা নিবারণ হয় বলিয়া যে প্রশ্ন উত্থাপন হইতে পারে তাহা ধরি নাই। কেননা তাহা সাক্ষ্য-ঘটিত বিষয় নয়, কার্য্যের প্রণালী সম্পর্কীয় বিষয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর আইন পুনঃ প্রকাশ করা গেলে সেই কথা ধরা যাইতে পারিবে। কিন্তু ভিন্ন দুই পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমা হইয়া যে নির্ণয় হয় তাহার পরস্পর প্রাসঙ্গিকতার কথা লইয়া আমরা ইংলণ্ডীয় আইনের মূল নিয়মানুযায়ী বিধি করিলাম। যে মোকদ্দমায় কানাইলাল বাদী ও রাধাচরণ প্রতিবাদী, সদরলণ্ড সাহেবের পুস্তকের ৭ ম খণ্ডের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সেই মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত সর বার্ণেস পীকক্ সাহেব ব্যবস্থার যে ব্যাখ্যা করিলেন, আমরা উক্ত বিধি সহজ করিবার অভিপ্রায়ে এবং বিবাদীয় বিষয়ের উপর নির্ণয় নির্দ্দিষ্ট করা কিংবা তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা যে কঠিন কার্য্য তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশে সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলাম।

৪। তৃতীয় ব্যক্তির উক্তি। এতদ্বিষয়ে প্রচলিত আইনের যে বিধি আছে, আমরা তাহার এক স্থলের গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়া এই বিধি করিলাম। তৃতীয় ব্যক্তিরা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের যে উক্তি করে, যদি আচরণ দ্বারা সেই উক্তির সত্যতার প্রমাণ হয় কিংবা স্বতন্ত্র অন্য যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা গেল, ঐ উক্তি যদি তৎসম্পর্কীয় হয়, এবং যে ব্যক্তি সেই উক্তি করে, আদালতের বিবেচনায় যদি তাহার সেই কথা সুবিদিত হইবার সবিশেষ উপায় থাকে, তবে সেই উক্তি গ্রাহ্য হইতে পারিবে। ইহার অনেক উদাহরণও দিলাম। তন্মধ্যে পিটটেলর সাহেবের প্রস্তাবিত

উদাহরণ অতি গুরুতর। কোন কাপ্তেন সাহেব ভিন্ন দেশে যাইতে উদ্যত হইয়া তন্ন তন্ন রূপে জাহাজ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সাগরে যাইবার উপযুক্ত জ্ঞান করিলেন এবং বিমা না লইয়া আপন পরিবার ও সম্পত্তি সহিত জাহাজে উঠিয়া গেলেন। এই প্রকারের কথা যে অসত্য ইহা অসম্ভব। অতএব তাদৃশ উক্তিরূপ সাক্ষ্য এই ধারামতে গ্রাহ্য হইবে। যে ব্যক্তি সেই উক্তি করিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে বা মৃত হইলেও এবং তাঁহাকে উপস্থিত করা যাইতে পারিলে বা না পারিলেও তাঁহার উক্তি গ্রাহ্য হইবে। ইংলণ্ডীয় বিধিমতে আচরণের হেতুবাদ-স্বরূপ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে, অতএব উক্ত প্রকারের কয়েক উক্তিও গ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যে আচরণের হেতুবাদ করা যায় তাহা প্রাসঙ্গিক হওয়া আবশ্যক। এবং ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিকতার কোন স্পষ্ট অর্থ নির্ণয় করা যায় নাই, অতএব এই বিধি কত দূর খাটিতে পারে তাহা কহা কঠিন।

কোন ব্যক্তি মরিলে, কিংবা তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া না গেলে, কিংবা অযুক্তিমতে বিলম্ব বা অর্থব্যয় না করিয়া তাহাকে উপস্থিত করা যাইতে না পারিলে, তাহার উক্তি গ্রাহ্য করা অন্যতর বর্জ্জনীয় স্থলের কথা। পরন্তু যদি সেই উক্তি ঐ ব্যক্তির মরণের হেতুবিষয়ক উক্তি হয়, কিংবা কার্য্যের সাধারণ ধারাক্রমে কহা যায়, কিংবা যদি সেই উক্তিতে সাধারণের স্বত্ব থাকার বিষয়ে অভিমত প্রকাশ হয়, কিংবা যে কুটম্বিতাবিষয়ে বক্তার জানিবার সবিশেষ উপায় থাকে, যদি সেই উক্তিতে সেই কুটম্বিতার কথা প্রকাশ হয়, কিংবা যদি বংশাবলি পত্রে কি আগমপত্রে কিংবা দলীল প্রভৃতিতে সেই উক্তি থাকে, তবে তাহা প্রাসঙ্গিক উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি। মুমূর্ষু বাক্য এবং কুটম্বিতা-বিষয়ক উক্তি গ্রাহ্য হওন বিষয়ে এবং ঐ উক্তিরূপ যে সাক্ষ্য বেন্টম সাহেবের কথানুসারে অনুপায় স্থলের সাক্ষ্য মাত্র বলা যায় তাহার গ্রহণীয়তার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য না করিয়া

বরং গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত প্রযুক্ত ঐ উক্তি বক্তার ধন-সংক্রান্ত স্বার্থের বিপক্ষ হওয়া আবশ্যক, ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার সঙ্কোচার্থক এই কয়েক বিধি ত্যাগ করিয়াছি।

রাজকীয় কিংবা ব্যবসায়াদির কার্য্যসংক্রান্ত যে বহী থাকে তল্লিখিত উক্তি ও স্থল বিশেষে আদালতের ভূতপূর্ব্ব আনুষ্ঠানিক কার্য্যে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহাও গ্রাহ্য করিবার বিধান করিয়াছি।

৫। তৃতীয় ব্যক্তির অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, ৪৪ অবধি ৫০ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারায় তাহার বিধান আছে।

তন্মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমত ও হাতের লেখা-বিষয়ক অভিমত ও আচার-বিষয়ক অভিমত ও কুটম্বিতা-বিষয়ক অভিমত ও সেই সেই অভিমতের হেতু প্রাসঙ্গিক বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপির যে অংশে বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা এই স্থলে শেষ করা গেল। সংক্ষেপ রূপে লিখিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্রতর অন্যান্য বিষয় এই স্থানে উল্লেখ করা গেল না, তৎসমেত পূর্ব্বোক্ত কথাক্রমে ইংলণ্ডীয় আইন মতান্তর করা গেল। পরন্তু ইশুঘটিত বৃত্তান্ত ভিন্ন অন্য বিষয়ের সাক্ষ্য লইতে হইবে না ও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সাক্ষ্য লওয়া যাইবে ও শ্রুতবাক্য সাক্ষ্য নয়, এই এই বিধি ও বিধির বর্জ্জনীয় কথা ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার যে অংশে থাকে, বোধ হয় এই অধ্যায়ে তাহার সারাংশের উল্লেখ হইয়াছে। পরন্তু সেই বিধির মধ্যে আর আর বিষয় ধরা গিয়াছে তাহা অন্য স্থলে উল্লেখ করিলাম।

৩ অধ্যায়।—প্রমাণের কথা।

কি প্রকারের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্দ্ধার্য্য করা গেল। প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের প্রমাণ কিরূপে লইতে হইবে তাহা এই অধ্যায়ে লেখা যাইতেছে।

প্রথম। যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা অতি প্রসিদ্ধ হওয়াতে আদালত বিচার কালে তাহা সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিবেন অথবা উভয় পক্ষ তাহা স্বীকার করিতে পারিবেন। এমন স্থলে তাহার প্রমাণ দিবার আবশ্যক নাই। আদালত যে যে বিষয় সিদ্ধ কলিয়া গ্রাহ্য করিবেন, তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাহা নির্ণয় করা গেল। তাহার একাংশ ১৮৫৫ সালের ২ আইন হইতে,অন্যাংশ কমিশ্যনরদের এই আইনের পাণ্ডুলিপি হইতে ও অপরাংশ ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থা হইতে গৃহীত হইল।

কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে হইলে, সেই সাক্ষ্য বাচনিক বা লিখিত বা দ্রব্যাত্মক হইবে। পশ্চাৎলিখিত পরিচ্ছেদে সেই তিন প্রকারের সাক্ষ্যের বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা গেল। কিন্তু ঐ সকল প্রকারের সাক্ষ্যের প্রতি যে এক কথা বর্ত্তে তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা গেল। সেই কথা এই ঃ—মুখ্য ও গৌণ সাক্ষ্যের বিশেষ। সাক্ষ্য শব্দের বিবিধ অর্থ করা যাইতে পারে ইহা পূর্ব্বে লেখা গেল। দলীল পাঠ করাই তাহার মর্ম্ম জানিবার উৎকৃষ্ট উপায়, এই স্পষ্ট নিয়ম স্বীকার করিবার বিধি ব্যবস্থাসিদ্ধ জ্ঞান করিয়া উক্ত দুই প্রকারের সাক্ষ্য নির্ণয় করিয়া মুখ্য ও গৌণ সাক্ষ্যের এই অর্থ করিলাম। দলীল কিংবা অন্য দ্রব্যাত্মক সাক্ষ্য হইলে সেই দলীল বা দ্রব্যই মুখ্য সাক্ষ্য। তাহার প্রতিলিপি বা আদর্শ কি বাচনিক বর্ণনা গৌণ সাক্ষ্য। অন্য স্থলে বাচনিক সাক্ষ্য মুখ্য।

৫, ৬, ৭ ও ৮ পরিচ্ছেদে বাচনিক ও লিখিত ও দ্রব্যাত্মক এই তিন প্রকারের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ লইবার বিধি লিখিলাম। বাচনিক সাক্ষ্য বিষয়ের এই বিধি করা গেল, সেই সাক্ষ্য মুখ্য কিংবা গৌণ হউক ও যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা ইষ্ট-ঘটিত কিংবা প্রতিপোষক বৃত্তান্ত হউক, তাহা প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা যদি চাক্ষুস দেখা যাইতে পারে, তবে যে ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিয়াছে

তাহারই দ্বারা তাহার প্রমাণ করিতে হইবে, যদি শুনা যাইতে পারে, তবে যে শুনিয়াছে তাহারই প্রমাণ দিতে হইবে। অন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়েরও তাদৃশ প্রমাণ প্রয়োজন। আরও যে ব্যক্তি জীবিত আছে ও যাহাকে উপস্থিত করা যাইতে পারে, যদি এমত ব্যক্তির অভিমত কিংবা সেই অভিমতের হেতু প্রমাণ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে যে ব্যক্তির সেই হেতুমূলক সেই অভিমত হয় তাঁহার দ্বারা তাহার প্রমাণ করা আবশ্যক।

পরন্তু যদি প্রবীণ ব্যক্তির অভিমত প্রমাণ করা আবশ্যক ও তাঁহাকে আহ্বান করা যাইতে না পারে (ফলতঃ এতদ্দেশে অধিকাংশ স্থলে প্রবীণ ব্যক্তিকে আহ্বান করা অসম্ভব) ও যদি তাঁহার সেই অভিমত কোন প্রকাশিত পুস্তকাদিতে ব্যক্ত থাকে, তবে সেই পুস্তকাদি উপস্থিত করণদ্বারা ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের উল্লিখিত প্রাসঙ্গিকতার বিধানের সহিত ঐ অধ্যায়ের বিধান একত্র ধরিলে বোধ হয় শ্রুতবাক্য-বিষয়ক সমস্ত কথা সুস্পষ্ট হইবে। ঐ বিধিদ্বয়ের ফল এই ঃ—

১। তৃতীয় ব্যক্তিদের কথা ও কর্ম্ম সাধারণ্যে অপ্রাসঙ্গিক, অতএব তাহার কোন প্রমাণ গ্রাহ্য নয়।

২। বর্জ্জিত কোন কোন স্থলে প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

৩। কৃত যে ক্রিয়া ও ব্যক্ত যে কথা যে কারণেই প্রাসঙ্গিক হয়, বাচনিক সাক্ষ্যদ্বারা তাহার প্রমাণ করা গেলে যে ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিয়াছে কিংবা স্বকর্ণে শুনিয়াছে তাঁহারই ঐ সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

লিখিত সাক্ষ্যদ্বারা যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক অধ্যায় সম্পর্কে এবং যে স্থলে গৌণ সাক্ষ্য লওয়া যায় তৎসম্পর্কে আমরা কিয়দংশ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রায় প্রচলিত আইন মত বিধি করিলাম। এই পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে কয়েকটি অনুমানের স্থল উল্লেখ করা বিহিত বোধ করিলাম তাহার প্রায়

সমুদয় সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি। সর্টিফিকট-যুক্ত প্রতিলিপির ও গেজেটের ও অমুক স্থানে প্রকাশিত হইল বলিয়া কোন পুস্তকের ও জবানবন্দীর নকল প্রভৃতির যথার্থতার উক্ত প্রকারের অনুমান প্রায় প্রত্যেক স্থলে সত্য হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে দ্রব্যাত্মক সাক্ষ্য বিষয়ের কয়েক বিধান উল্লিখিত হইয়াছে। যদ্যপি ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থা গ্রন্থে তদ্বিষয়ের কোন স্পষ্ট বিধান না থাকে এবং অস্মদাদির জ্ঞানমতে আদালতের কতিপয় মাত্র নিষ্পত্তি আছে, তথাপি ইংলণ্ডে তদ্বিষয়ের যে রীতি প্রচলিত আছে, এই পরিচ্ছেদে তাহাও আমাদের বিবেচনায় ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থাও লেখা গেল।

চুক্তি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা গেলে তাহার বাচনিক সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবার বিষয়ে আমরা নবম অধ্যায়ে কেবল ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার ও কমিশ্যনরদের পণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি।

৪ অধ্যায়।—প্রমাণ উপস্থিত করিবার কথা।

বৃত্তান্তের প্রমাণ-বিষয়ক কথা সমাপ্ত হওয়াতে সেই প্রমাণ কি রূপে উপস্থিত করিতে হইবে। এই কথা লিখিতব্য, তাহার চারি পরিচ্ছেদ।

প্রমাণ করিবার ভারের কথা ... (১০ পরিচ্ছেদ)
সাক্ষীদের কথা ... ... (১১ পরিচ্ছেদ)
শপথ করাইবার কথা ... ... (১২ পরিচ্ছেদ)
শাক্ষী পরীক্ষার কথা ... ... (১৩ পরিচ্ছেদ)

প্রমাণ করিবার ভার কাহার প্রতি বর্ত্তে এই বিষয়ে আমরা এই প্রশস্ত বিধি করিলাম, সাক্ষ্য না থাকিলে যে ব্যক্তি পরাস্ত হইবে প্রমাণ করিবার সাধারণ ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তে। কোন ব্যক্তি বিশেষ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলে সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় বিধি। ও আমাদের বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ। অনুমানাবলি দিলে

বিচারপতিদের বিবেচনাশক্তি এক প্রকারে শঙ্কুচিত হইবে, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক কমিশ্যনরদের এই মতে সম্মত হইয়া আমরা নিউইয়ার্কের ব্যবস্থা গ্রন্থানুসারে সেই অনুমান স্থলের দীর্ঘ আবলি দি নাই। কিন্তু স্থল বিশেষে বিশেষ বিধি না থাকিলে বিচারপতি উৎকণ্ঠিত হইতে পারেন বলিয়া আমরা এই আই-নের তুই এক স্থলে অনুমানের কথা লিখিয়াছি। যথা, সাত বৎসর অনুদ্দেশ্য হওয়াতে মৃত্যুর অনুমান ও অংশী স্বরূপ কার্য্য করণ প্রযুক্ত অংশিত্বের অনুমান।

সাধারণ তুর্যোগে অনেক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যদ্রূপ অনুমান হইতে পারে এই বিষয়ে অনেক দেশের আইনে অত্যন্ত আয়াস যুক্ত ও আমাদের বিবেচনামতে স্বেচ্ছাচার ক্রমে অনেক বিধান আছে। আমরা একটি উদাহরণ দিয়া তাহার নিষ্পত্তি করিলাম, ফলতঃ প্রমাণের ভার কাহার প্রতি থাকে এই বিষয়ের উদা-হরণ স্থল স্বরূপ ঐ কথা ধরিয়াছি। যথা, আনন্দ বলরামের পূর্ব্বে মরিল এই কথা যে ব্যক্তি কহেন তিনিই সাধ্যবান। ইংলণ্ডীয় আদালতেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

বিবাহ ও সংসর্গ হইলে সন্তান অবশ্য ঔরস জ্ঞান হইবে এই বিষয়ে আমরা ইংলণ্ডীয় আইনমত ব্যবস্থা করিলাম। এবং প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে ইংলণ্ডীয় আইনের তুই এক বিধি গ্রহণ করিয়াছি।

মফঃসল আদালতে ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-বিধানের আইনমতে সাক্ষী পরীক্ষা করিবার যে রীতি প্রচলিত আছে তাহা অগত্যা অতি আলগা ও নানা প্রকারের ঘটনা দ্বারা তাহার ভিন্ন রীতি চলিয়া আসিতেছে, অতএব সেই বিষয়ে প্রায় হস্তক্ষেপ করি নাই। কিন্তু ইংলণ্ডীয় আইনেতে সাক্ষী-দের পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা বিষয়ে যে যে বিধি আছে তাহা প্রসঙ্গ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছি।

আরো সাক্ষ্য গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করণের ভার বিচারপতির

নিজ বিবেচনাধীন করণের বিধি ব্যবস্থায় ব্যক্ত থাকিলেও ইং-লণ্ডে তদনুসারে প্রায় কার্য্য হয় না, কিন্তু এই দেশের বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া কতক দুর পর্য্যন্ত সেই বিধি সকল করিবার অনুমতি প্রদান করা আবশ্যক জ্ঞান করিলাম। তৎক্রমে তিনি মোকদ্দমার বিচার কার্য্য চলনের কোন সময়ে প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করিতে স্পষ্ট ক্ষমতা পাইলেন। এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ যে সাক্ষ্য দেন তিনি তাহা গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন মাত্র নয়, কিন্তু সাধারণের স্বার্থপক্ষে বিহিত বোধ করিলে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত বিষয়ের অন্ত পর্য্যন্ত সত্যতার তদন্ত লইবেন ইহা তাঁহার অতি কর্ত্তব্য বলিয়া স্পষ্ট ব্যক্ত করিলাম। বিচারপতিদের ও তাঁহাদের সম্মুখস্থ ব্যবহারাজীবদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও অবস্থা সরল ও স্পষ্টরূপে নির্ণয় করা এই বিধানের উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডীয় যে নিয়মমতে বিচারপতি ও ব্যবহারাজীবগণ সহযোগী হইয়া স্বাধীন ভাবে আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তদ্দ্বারাও সেই নিয়ম তাঁহাদের বৃত্তি-ঘটিত যে ধারামূলক হয় তজ্জন্যে অনেক লাভ, ইহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্দেশে সেই নিয়ম নাই ও অনেক কাল গত না হইলে ঐ নিয়ম প্রচলিত হইতেও পারিবে না। মফঃসল দেশে সাধারণ্যে অধিক অংশ মোকদ্দমা কৌন্সেলের সহায়তা ভিন্ন প্রচলিত হইয়া থাকে। কৌন্সেল নিযুক্ত হইলেও তাঁহাদিগকে অতি দূর স্থান হইতে আনাইতে হয় এবং ইংলণ্ডীয় জজেরা আপন আপন বৃত্তি-ঘটিত যদ্রূপ শিক্ষা পাইয়াছেন, তদ্রূপ শিক্ষিত জজদের সম্মুখে তাঁহারা উপস্থিত হন না। সুতরাং যে উকীলেরা তাঁহাদের অপেক্ষা পারিভাষিক উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ইংলণ্ডে আপীল করিবার যে নিয়ম নাই, এতদ্দেশে আপীল করিবার এমত অতি জটিল নিয়মের প্রচলন হওয়াতে বিচারাধিপতিদের উপর যে উকীলদের ক্ষমতা থাকে তাঁহাদের নিকট

ঐ কৌন্সেলি সাহেবদের অপ্রতিভ হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে বিচারপতিদের হস্তবল বৃদ্ধিকরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি সাধারণের স্বার্থের প্রতিনিধিস্বরূপ সফলরূপে ও ত্বরায় কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা আবশ্যক জ্ঞান করিলাম।

কুটপরীক্ষা করিবার ক্ষমতা ক্রমে অন্যায়াচার না হয়, এই নিমিত্তে এই স্থলে কয়েক বিধান করা গেল। ন্যায় বিচার হইবার নিমিত্ত উক্ত ক্ষমতা থাকা আবশ্যক জ্ঞান করিলাম। তথাপি সেই বিষয়ে অনেক প্রকারে অন্যায়াচারও হইতে পারে। ইংলণ্ডে বহুকালীন কার্য্যানুশীলন ক্রমে সেই ক্ষমতা থাকার প্রয়োজনের ও তদ্দ্বারা অন্যায়াচারের সম্ভাবনার প্রমাণ হইল। কিন্তু এই দেশে নানা প্রকারের মোকদ্দমা, বিশেষতঃ ফৌজদারী মোকদ্দমা দ্বেষ প্রকাশের যন্ত্র স্বরূপ। অতএব কুটিল ভাব সপ্রকাশ করিবার উপায় করা ও তৎপ্রকাশের ক্ষমতা দ্বেষ ভাব সাধন করিবার যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিতে নিবৃত্তি করা যদিও ইংলণ্ড দেশে আবশ্যক, তবে এতদ্দেশে আরো আবশ্যক। অতএব এই এই বিধি করিলাম।

মোকদ্দমার প্রাসঙ্গিক কিংবা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সহিত উক্ত প্রশ্নের সম্পর্ক থাকিতে পারে। যদি মোকদ্দমার প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়, তবে আমাদের বিবেচনায় সাক্ষীর স্থানে বলক্রমে উত্তর লওয়া উচিত। কিন্তু তাহার সেই উত্তর তাহার বিপক্ষার্থে প্রয়োগ করিতে হইবে না।

যদি মোকদ্দমার অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রশ্ন হয় তবে বোধ হয় সাক্ষীর স্থানে বলপূর্ব্বক উত্তর লওয়া উচিত নয়, কিন্তু তাহার বিশ্বাস-যোগ্যতা নিরূপণ করিবার উদ্দেশে উত্তর লওয়া যাইতে পারে। অধিকাংশ মোকদ্দমায় উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাঘাত হইতে পারে ও সেই প্রশ্ন দ্বারা যে দোষের অনুভব হয়, সাক্ষীর উত্তর না দেওয়াই সেই দোষের সত্যতার স্পষ্ট স্বীকার স্বরূপ হইতে পারে।

সাক্ষীদের নিকট উক্ত প্রকারের অনাবশ্যক প্রশ্ন না হয় এই নিমিত্তে এই বিধান করা গেল। কোন উকীল লিখিতে আদেশ না পাইয়া সেই প্রশ্ন করিলে আদালতের অবজ্ঞা করণাপরাধী হইবে। আদালত তাঁহাকে সেই আদেশ-পত্র দেখাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, দেখাইলে তাহা নিকট রাখিতে পারিবেন। এবং আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক পক্ষ সেই প্রশ্ন করিলে আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন। ঐ প্রশ্নের কিংবা লিখিত আদেশের লিপিবদ্ধ পত্র যে ব্যক্তি সম্পর্কীয় হয় তাহার সুখ্যাতির বিলোপ করিবার কল্পনায় দোষারোপ প্রকাশ হওয়ার সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে। ও সেই অপবাদ-পত্র দ্বারা করা গেল কেবল ইহা বলিয়া তাহা গোপনীয় কথা স্বরূপ জ্ঞান হইবে না এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৯ ধারার কোন বর্জিত কথার মধ্যেও ধরা যাইবে না। অপবাদের বিচার হইলে যথার্থ দোষারোপ হইল, ও সাধারণের হিতার্থে সেই দোষারোপ করা উচিত (ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৪৯ ধারার ১ উদাহরণ) কিংবা যে ব্যক্তি ঐ দোষারোপ করিল তাহার নিজের কিংবা অন্য ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্যে সরলভাবে ঐ দোষারোপ করা গেল, (৯ উদাহরণ) অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহা দর্শাইতে পারিবেন। সরলভাবে প্রশ্নকারকের এবং নিরাপরাধী সাক্ষীর স্বার্থ এককালে রক্ষা করিবার এই মাত্র উপায় আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল।

সেই ভাবে ও সাধারণ কথা প্রয়োগ করিয়া আদালতের প্রতি এই এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। ইশু-ঘটিত যে বৃত্তান্ত পূর্ব্বে নির্ণয় করা গেল তদ্রূপ বৃত্তান্তসম্পর্কীয় প্রশ্ন না হইলে কিংবা ইশু-ঘটিত বৃত্তান্ত সত্য কি না ইহা নির্ণয় করণার্থে যে বিষয় জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এমত বিষয়ের প্রশ্ন না হইলে, আদালত অশ্লীল ও অপবাদ-সূচক প্রশ্ন ও অপমান কিংবা বৈরক্তি জন্মাইবার কল্পনায় কোন প্রশ্ন করিতে দিবেন না।

কোন ব্যক্তিরা যে ব্যবস্থার অধীন হন সেই ব্যবস্থা-নিষিদ্ধ মতে স্ত্রীসংসর্গ হইয়াছে কি না, বিবাহিত ব্যক্তিদের নিকট ইহার তুল্যভাবাপন্ন প্রশ্ন করিবার এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী দম্পতির মধ্যে শারীরিক অক্ষমতা হেতুক বিবাহ নিরাকরণ করিবার ডিক্রীর নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় তদ্ভিন্ন কোন মোকদ্দমায় স্ত্রীর ও স্বামীর সংসর্গকরণ-বিষয়ক প্রশ্ন করিবার নিষেধসূচক কয়েক ধারা কমিশ্যনরদের দ্বারা প্রণীত হইয়াছিল। আমরা সেই বিধি ভয়াবহ জ্ঞান করিয়া পূর্ব্বোক্ত সাধারণ ক্ষমতা শ্রেয় বোধ করিলাম। কারণ, বিবাহিত কোন পুরুষ বা স্ত্রী আপনার ভার্য্যা কি স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহবাস করিতেছে, অনেক স্থলে ইহার প্রমাণ করা অত্যন্ত গুরুতর বিষয় হইতে পারে। যথা, কোন স্ত্রী আপন দাসীর নামে অপবাদ দেয়, ফলতঃ ঐ দাসী অপর পুরুষের সহিত কর্ত্রীর কাম-চরিত্র দেখিয়াছে, এই প্রযুক্ত কর্ত্রী দ্বেষভাবে সেই অপবাদ দেয়। অথবা বিবাহিত পুরুষ কোন অপরাধ হওন সময়ে আপনার উপপত্নী স্থানান্তরে ছিল বলিয়া প্রমাণ দিতে আইসে। কোন স্ত্রী খৎ দেখাইয়া বিবাহিত পুরুষের নামে নালিশ করে, তাহাতে পুরুষ বলে যে, অভিগমন হেতুক ঐ খতের টাকা দেনা হইল। ইত্যাদি প্রকারের অনেক স্থলে আমাদের বিবেচনামতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সাক্ষ্য গ্রাহ্য করা নিতান্ত আবশ্যক। স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ বিষয়ের প্রশ্নঘটিত কোন স্পষ্ট বিধি করিলে কোন কোন স্থলে কষ্ট হইতে পারে, এই কারণে আমরা সাধারণ ভাবের কথা প্রয়োগ করিয়া অশ্লীল ও অপবাদজনক প্রশ্নের নিষেধ করা বিহিত বোধ করিলাম।

১৫ পরিচ্ছেদে সাক্ষ্য অনুপযুক্ত মতে গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিবার কথার উল্লেখ করিলাম।

তাহার মর্ম্ম এই। নিয়মিত রূপে আপীল হইলে কি প্রকারের সাক্ষ্য মান্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে তাহা প্রত্যেক আদালত

আপনি নির্ণয় করিবেন। খাস আপীলের বিষয়ে এই বিধান করিলাম, সাক্ষ্য অনুপযুক্ত মতে গ্রাহ্য হইয়াছে এই কথা কহা গেলে নিম্নতর আপীল-আদালতে সেই আপত্তি করিতে হইবে। ও সেই আপত্তিযুক্ত সাক্ষ্য গ্রাহ্য না করিলে ঐ আদালতের কীদৃক্ নিষ্পত্তি হয়, ঐ আদালতের প্রতি এই কথা জানাইবার আদেশ হইতে পারিবে। সাক্ষ্য অনুপযুক্তমতে অগ্রাহ্য হইলে হাইকোর্টের প্রতি বৃত্তান্তের তদন্ত লইয়া শেষ নিষ্পত্তি করিবার কিংবা মোকদ্দমা নিম্নতর আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

নানা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মত জানিবার অভিপ্রায়ে আইনের এই পাণ্ডুলিপি এই রিপোর্ট সহিত তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিবার প্রসঙ্গ করিলাম।

জে এফ ষ্টিফন।
জে ষ্ট্রেকী।
এফ এস্ চ্যাপ্‌মান।
এফ্ আর কাক্রেল।
জে এফ ডি ইংলিশ।
ডবলিউ রবিন্‌সন্।

১৮৭১ সালের ৩১ মার্চ।

৯ নম্বর।

বঙ্গ প্রভৃতি দেশের সকল সিবিল জজ সাহেব সমীপেষু।

কলিকাতা ১৮৬৭ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি।

লিখিত প্রমাণ গ্রাহ্য করিবার যে রীতি চলিতেছে তাহাতে শৈথিল্য প্রযুক্ত অত্যন্ত অসুবিধা জন্মে এবং অনেক স্থলে আই-নের হিতজনক বিধির প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগ প্রকাশ হইয়া থাকে, এ হেতুক দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের যে যে ধারা তদ্বিষয়ের প্রতি বর্ত্তে, হাইকোর্টের সাহেবেরা তাহাতে প্রত্যেক শ্রেণীর নিম্নতর আদালতের মনোযোগ করিবার আদেশ করা অত্যন্ত আবশ্যক জ্ঞান করেন।

২। ৩৯ ধারার বিধান এই। "ফরিয়াদী যদি লিখিত কোন দলীলের উপর মোকদ্দমা করে, কিংবা তদ্রূপ কোন দলীলের প্রমাণে আপন দাওয়া সাবুদ করিবার আশা রাখে, তবে আরজী দাখিল করিবার সময়ে সেই দলীলও আদালতে উপস্থিত করিবে। ও নালিশের আরজীর সঙ্গে নথীর সামিল করিবার জন্যে ঐ দলীলের এক কেতা নকলও সেই সময়ে দাখিল করিবে। ঐ দলীল যদি বহীর লিখিত কথা হয়, তবে ফরিয়াদী লিখিত যে কথার উপর নির্ভর করে, সেই কথার এককেতা নকল সমেত সেই বহীও আদালতে উপস্থিত করিবে। আদালত তৎক্ষণাৎ তাহাতে এক চিহ্ন দিবেন। ও সেই নকল দৃষ্টি করিয়া আসলের সঙ্গে মিলা-ইলে পর, আদালত সেই দলীল ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেন। ফরিয়াদী যদি চাহে, তবে নথীতে রাখিবার জন্যে নকল না দিয়া আসল দলীল দিতে পারিবে। নালিশের আরজী দাখিল করি-বার সময়ে ফরিয়াদী যে দলীল উপস্থিত না করে এমত কোন

দলীল মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে তাহার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে না। কেবল আদালত অনুমতি দিলে গ্রাহ্য হইবে।"

এই ধারার শেষ কথাতে ১২৮ ধারার কথা লক্ষ্য হইয়াছে। সেই ধারাতে প্রথম শুনিবার সময়ে দলীল গ্রাহ্য করিবার বিধি এই রূপ ব্যক্ত হইয়াছে।

উভয় পক্ষের যে কোন প্রকারের দলীল পূর্ব্বে আদালতে দাখিল হয় নাই তাহা, ও মোকদ্দমা শুনিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত সময় থাকিতে যে কোন এত্তেলা তাহাদের উপর জারী হইয়া থাকে তাহাতে যে সকল দলীল কি লিপি কি অন্য দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা সকলই ঐ উভয় পক্ষ কি তাহাদের উকীলেরা সঙ্গে করিয়া আনিবে, ও মোকদ্দমা প্রথমবার শুনিবার সময়ে আদালত আজ্ঞা করিলেই উপস্থিত করিবার জন্যে প্রস্তুত রাখিবে। তৎপরে মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে উভয় পক্ষ কি তাহাদের কেহ কোন প্রকারের যে কোন দলীল প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করিতে চাহে তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু যদি প্রথমে শুনিবার সময়ে ঐ দলীল উপস্থিত না করিবার উপযুক্ত কারণ আদালতের হৃদ্বোধ মতে প্রকাশ করা যায়, তবে পরে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।"

ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, প্রতিবাদীর পক্ষে সেই শ্রবণের কাল ঐ লিখিত প্রমাণ উপস্থিত করিবার প্রথম সুযোগ, এবং উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে তাহার শেষ সুযোগ হয়। এবং বাদী নালিশের আরজীর সঙ্গে আদালতে যে দলীল উপস্থিত করে নাই, আদালতের অনুমতি ক্রমে তাহা উপস্থিত করিবার এই এক সুযোগ, এবং উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে এই তাহার শেষ সুযোগ।

৩। কোন কোন সময়ে ফরিয়াদী যে দলীলদ্বারা মোকদ্দমার প্রমাণ করিবে, কিংবা প্রতিবাদী যে, দলীলদ্বারা ঐ মোকদ্দমার উত্তরের প্রতিপোষণ করিবে, সেই দলীল মোকদ্দমার অন্য

কোন পক্ষের অধিকারে কি ক্ষমতাতে থাকিলে সুতরাং তাহাতে যে পক্ষের উপকার হইবে, তিনি তাহা উপস্থিত করিতে পারেন না।

৪। যখন বাদীর সেই অবস্থা হয়, তখন ৪০ ধারার মতে, "আসামীর নামে দলীল উপস্থিত করাইবার আজ্ঞা করা যায় এই নিমিত্তে, ফরিয়াদী নালিশের আরজী দিবার সময়ে আদালতে ঐ দলীলের বর্ণনাও দিবে। তাহা করিলে ৪৩ ধারাক্রমে ফরিয়াদী আসামীর কাছে কি তাহার ক্ষমতাধীন যে লিখিত দলীল দৃষ্ট হইবার প্রার্থনা করে কিংবা যে দলীলের দ্বারা আসামী আপনার জওয়াব সাবুদ করিতে মনস্থ করে তাহাও উপস্থিত করিবার হুকুম, আসামীর হাজির হইবার সমনে থাকিবে।" যদি প্রতিবাদীর পক্ষে তদ্রূপ দলীল উপস্থিত করিবার প্রয়োজন হয়, অথবা যদি বাদীর পক্ষে ৪০ ও ৪৩ ধারামত দাওয়া না করা যায় তবে ১০৭ ধারার এই বিধান, "ঐ দলীল কি লিপি কি অন্য দ্রব্য তাহার জ্ঞানমতে যাহার কাছে কি যাহার ক্ষমতার মধ্যে থাকে তাহার নামে ঐ দলীল প্রভৃতি উপস্থিত করিবার দুই কেতা এত্তেলা হাতে লিখিয়া সুযোগ পাইলেই আদালতে দাখিল করিবে। তাহার এককেতা আদালতের নথীর সামিল করা যাইবে, অন্য কেতা সেই লোকের উপর জারী হয়, এই নিমিত্তে আদালত নাজিরকে কিংবা, উপযুক্ত অন্য আমলাকে দিবেন।

যদি মোকদ্দমা শুনা যাইবার পূর্ব্ব উপযুক্ত সময় থাকিতে ঐ এত্তেলা জারী হয়, তবে যে ব্যক্তির নামে জারী হইল, ১২৮ ধারামতে তাহাকে মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে তল্লিখিত দলীল উপস্থিত করিবার আজ্ঞা আছে।

৫। যদি আবশ্যক হয়, তবে মোকদ্দমার কোন পক্ষের কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির নামে দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে সমন হইতে পারে। ১৫৩ ধারা, এবং মোকদ্দমার একতর পক্ষের কোন

ব্যক্তি দলীল উপস্থিত করিবার আজ্ঞাক্রমে কার্য্য না করিলে তাহার বিষয়ে আদালতের যাহা করিবার ক্ষমতা আছে তাহা ১৭০ ধারাতে প্রকাশ হইল।

৬। এই সকল ধারা দৃষ্টে এই এই বিষয় জানা যায়, লিখিত ঐ প্রমাণ মুকদ্দমার আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে। তাহা মোকদ্দমার প্রথম যোগে উপস্থিত করিতে হইবে। আদালতের বিশেষ অনুমতি না হইলে কিম্বা উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে, পশ্চাৎ উপস্থিত করা যাইবে না। ঐ প্রমাণেতে যে ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, তদ্ভিন্ন যদি অন্য ব্যক্তির প্রতি সেই প্রমাণ উপস্থিত করিবার ভার থাকে, তবে আদালতের নিকট উপযুক্ত সময় প্রার্থনা হইলে ঐ প্রমাণ বল-পূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার জন্যে আদালতের অবশ্য সাহায্য দান করিতে হইবে। এবং সকল বিচারকর্ত্তার প্রয়োজন যে আপন আপন আদালতের সম্পর্কে এই নিয়মানুসারে কার্য্য হওন বিষয়ে মনোযোগ করেন।

৭। নালিশের আরজী উপস্থিত করণ সময়ে ফরিয়াদী ৩৯ ধারামতে ঐ আরজীর সঙ্গে যে দলীল কি যাহার প্রতিলিপি দেন, তাহা শুদ্ধ দস্তাবেজ নামে খ্যাত, দলীল যে প্রকারে গ্রাহ্য করিতে ও তাহা লইয়া যে প্রকারে কার্য্য করিতে হয়, তদ্বিষয়ে নিম্নতর আদালতের মনোযোগ করিতে আদেশ হইতেছে।

৮। ১২৯ ধারার বিধি। "আদালত তাহা গ্রাহ্য করিবেন ও তাহাতে দৃষ্টি করিবেন, কিন্তু দৃষ্টি করিলে পর আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবে যে, তাহার মধ্যে যে কোন দস্তাবেজ মোকদ্দমার অসম্পর্কীয় কি অন্য প্রকারে গ্রাহ্য হইবার অনুপযুক্ত বোধ করেন তাহা অগ্রাহ্য করেন ও অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া রিকার্ড করেন।"

ইহার অর্থ এই। যে নিদর্শন লিপি।

১ অপ্রাসঙ্গিক কিংবা

২ অগ্রাহ্য,

তাহা কোন পক্ষ উপস্থিত করিতে পাইবেন না।

৯। পূর্ব্বোক্ত কারণে যে প্রকারের লিপি অগ্রাহ্য করা উচিত তাহা হাইকোর্ট এই স্থলে ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না, কিন্তু উক্ত বিধি যে প্রকারে অনেকবার লংঘন করা যায় তাহার বিষয়ে কিছু লিখিতে পারেন. তাহা সাধারণমতে এই। (১) অন্যান্য পত্রের মধ্যে নিষ্পত্তি ও রুবকারী উপস্থিতকরণ দ্বারা (২) যে স্থলে মূলপত্র উপস্থিত করিতে হয় কিংবা না থাকিবার হেতু জানাইতে হয় সেই স্থলে ঐ পত্রের প্রতিলিপি উপস্থিতকরণ কিংবা ঐ পত্রের মর্ম্মের উপপ্রমাণ দিবার প্রস্তাব করণদ্বারা ঐ বিধির লংঘন হয়।

১০। আইন অনুসারে যদ্রূপ সতর্কতা ক্রমে কার্য্য করা কর্ত্তব্য আদালত যদি দৃঢ়ভাবে তদ্রূপে সতর্ক হইতেন, তবে প্রমাণ গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য এতদ্বিষয়ে বিচারপতির সাধারণ বুদ্ধির বলে সামান্যতঃ, অধিক ভ্রান্তি হইতে পারিত না। উপরিস্থ আদালত যে সকল অসুবিধার বিষয় কহেন, তাহা প্রায় সর্ব্বদা কেবল শিথিল রূপে কার্য্য করিবার ফল, এবং নানা আদালত কোন সময়ে মুক্তদ্বার আদালতে কখন বা আমলাগণদ্বারা ও মোকদ্দমা চলিবার সকল সময়ে দলীল গ্রাহ্য করেন কি গ্রাহ্য হইতে দেন। নালিশের আরজীর সঙ্গে যে দস্তাবেজ অর্পণ করা যায় আদালত কখন কখন দৃষ্টি না করিয়া এবং তাহা গ্রাহ্য হইবার যোগ্য কি না, ইহা নির্ণয় না করিয়া ঐ সমুদয় দস্তাবেজ মোকদ্দমার প্রমাণ-পত্র স্বরূপ জ্ঞান করেন। পূর্ব্বোক্ত রীতি কার্য্যবিধানের আইনের বচন ও মর্ম্মবিরুদ্ধ, কিন্তু, আদালত কোন দলীল অগ্রাহ্য করিলে আইনের আজ্ঞাক্রমে তাহার কারণ সর্ব্বদাই লিখিতে মনোযোগ করিবেন। এবং কোন দলীল উপস্থিত করিবার আপত্তি হইলে তাহাও আদালতের লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

১১। দস্তাবেজ প্রাপ্ত হইয়া গ্রাহ্য হইলে পর তাহার পৃষ্ঠে নম্বরাদি লিখিয়া তাহা গাঁথিয়া রাখা উচিত '১৩২ ধারা'।

কোন বিচারপতি যখন মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতা ক্রমে কার্য্য করেন, তখন যে সকল দস্তাবেজ প্রমাণ স্বরূপে প্রাপ্ত হন ও গ্রাহ্য করেন, বিচার-কার্য্য-সূচক তাঁহার ক্ষুদ্র লিপিতে কোন বিশেষ নম্বর ক্রমে ঐ দস্তাবেজের উল্লেখ করিলে, আপীল-আদালতের অত্যন্ত উপকার হইতে পারে। এই হেতুক হাই-কোর্ট আজ্ঞা করিয়াছেন যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৭২ ধারা-মতে বিচারপতি প্রমাণের সারাংশের যে লিপি করেন তদ্ভিন্ন কিংবা আপনি যদি প্রমাণ লিখিয়া লন, তবে সেই প্রমাণ ভিন্ন প্রমাণের মধ্যে যে প্রত্যেক দস্তাবেজ গ্রাহ্য হয়, তাহারও এক ক্ষুদ্র লিপি করিয়া বিশেষ নম্বর ক্রমে তাহার উল্লেখ করিবেন, এবং যে তারিখে তাহা পাওয়া যায়, সেই তারিখ ও যে ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করিলেন তাহার নামও উল্লেখ করিবেন। এবং কোন দস্তাবেজ অগ্রাহ্য করিলে সে কথা ও তাহা অগ্রাহ্য করিবার হেতুও সংক্ষেপে লিখিবেন।

১২। ৩৯ ধারার বিধি ১৩২ ধারাতে পুনরুক্তি হইয়াছে, যথা, ঐ দস্তাবেজ যদি দোকানের খাতার কি অন্য বহীর লিখিত কথা হয়, তবে যাহার পক্ষে সেই খাতা আনা যায় তাহার সেই লিখিত কথার এককেতা নকলও দাখিল করিতে হইবে। সেই নকলের পৃষ্ঠে পূর্ব্বোক্তমতে লেখা যাইবে ও তাহা নথীর এক কাগজ বলিয়া নথীর সামিল করা যাইবে, ও যে জন ঐ বহী আনিয়াছিল তাহাকে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবে। ৩৯ ধারা ক্রমে আদালতের যদ্রূপ করা উচিত, এই স্থলেও তদ্রূপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যথা, বহী ফিরিয়া দিবার পূর্ব্বে সেই দলীলে অর্থাৎ ঐ লিখিত কথা পুনরায় চিনিতে পারেন, এই জন্যে ঐ কথায় চিহ্ন দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি ৩৯ ধারামতে বহী উপস্থিত করেন তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ বহীর লিখিত কথার প্রতিলিপি না দিয়া নথীতে রাখিবার জন্যে বহী খানি দিতে পারেন, কিন্তু ১৩২ ধারাতে সেই বহী ফিরিয়া দিবার স্পষ্ট আজ্ঞা আছে।

১৩। এই বিধিতে মনোযোগ না থাকা প্রযুক্ত নিম্নতর আদালতে বারংবার অনেক খাতা ও অন্য বহী গ্রাহ্য হইয়া নথীতে রাখা গিয়াছে, পরে আপীল-আদালতেও পাঠান যায়, ইহাতে আদালতের গুরুতর ক্লেশ হইয়া থাকে, কোন কোন স্থলে ঐ পুস্তক উপস্থিত কার্য্য হেতুক প্রস্তুত করা যায়, নতুবা সেই স্থল ভিন্ন উভয় পক্ষেরও ক্লেশ হইত।

কিন্তু মোকদ্দমার গুরুত্ব ও উভয় পক্ষের স্থির প্রতিজ্ঞা প্রযুক্ত যদি ইংলণ্ডে আপীল করা যায়, তবে সেই ক্লেশের যথাসাধ্য বৃদ্ধি হয়, কেননা তাহা হইলে ঐ বহুসংখ্যক পুস্তকের ও অন্য পত্রাদির সমুদায় অনুবাদ করিয়া ছাপান আবশ্যক। অনেক স্থলে ইহাতে যে খরচ লাগে তাহা অপরিমিত প্রায়।

১৪। কোন কোন স্থলে এই কোর্ট আপনি, ও মোকদ্দমাতে যে উকীলেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই অনিষ্ট কিয়দ্দূর নিবারণ করিবার উপায়াবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু স্থলান্তরে তাহা করেন নাই, তৎপ্রযুক্ত এদেশ হইতে যে প্রমাণ প্রেরণ করা যায় তাহার ভাব বিষয়ে প্রিবি কৌন্সিলের জুডিশিয়ল কমিটীর লার্ড সাহেবেরা অনেকবার আক্ষেপোক্তি লিখিয়াছেন।

তদ্রূপ স্থলে কোর্ট এই উত্তর দিয়াছেন যে, আপীল-আদালত কর্ত্তৃক সেই অনিষ্ট শুদ্ধরূপে নিবারণ করা যায় না, মোকদ্দমা আদৌ উপস্থিত হইবার আদালতে তাহার ফলোপযোগী উপায় হইতে পারে।

ঐ বিশেষ প্রকারের আক্ষেপ নিবারণ করা এবং ভারতবর্ষস্থ আদালতের কার্য্যপ্রণালীর সেই কলঙ্ক মোচন করা এই উপদেশ-পত্রের একতর মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৫। কোন কোন স্থলে আপীল-আদালতে দোকানের খাতাবহীর কি অন্য বহীর লিখিত মূল কথার পরিবর্ত্তে প্রতিলিপি থাকাতে ক্লেশ হইতে পারে, তাহা নিবারণ করিবার জন্যে কোর্টের এই আদেশ তদ্রূপ দলীলের অভিমুখে কোন বিষয় দৃষ্টে যদি লিখিতে

মূল কথার প্রতি প্রথম স্থলীয় বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের অবিশ্বাস হয়, যথা, পূর্ব্বলিখিত কোন কথা চাঁচিয়া দেওয়া গেলে পর তাহার স্থানে উক্ত কথা কি তাহার কোন অংশ লেখা গেল কিংবা দুই পক্তির মধ্যে কিংবা অন্য প্রকার বর্ণের কালীতে কোন কথা লেখা গেল ইত্যাদি কারণে যদি অবিশ্বাস হইবার হেতু হয়, তবে বিচারপতির সংক্ষেপ লিপিতে তদ্বিষয়ের উল্লেখ হওয়া উচিত। তাহা হইলে আপীল-আদালত আবশ্যক বোধ করিলে প্রতিলিপি দৃষ্টে কার্য্য না করিয়া মুল দলীল প্রেরণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬। নিম্নতর আদালতের বিচারপতিরা ও তাহাদের আমলা ও উকীলগণ কার্য্যবিধানের আইন বিচক্ষণ রূপে ও মনোযোগ পূর্ব্বক অনুশীলন না করিয়া পৌর্ব্বিক রীতি ও শ্রুতিমতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, হাইকোর্টের এই রূপ অনুভব হইতেছে, আর পূর্ব্বোক্ত অনুশীলন কার্য্য যত কাল সম্পূর্ণ রূপে ও সরলমনে সাধন না হয় তত কাল পর্য্যন্ত আদালতের যদ্রূপ কার্য্যপ্রণালী হওয়া উচিত তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বহু নিষ্পত্তির প্রত্যর্পণ ও অন্যথা ও ন্যায়বিচারের স্রোতের বাধা হইবে এবং বাদী প্রতিবাদীরা পরিক্লিষ্ট হইবেন।

১৭। হাইকোর্ট যখন এবম্বিধ উপদেশ-পত্র প্রকাশ করেন তখন কার্য্যবিধানের আইনের কোন ভাগ হইতে অন্য ভাগের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করা তাহাদের অভিপ্রায় বোধ করিতে হইবে না। কিন্তু শ্রান্তি ও ক্লেশ হইলে তাহার প্রতিবিধান করা, এবং কার্য্যবিধানের আইনের সর্ব্বভাগে নিম্নতর আদালতের সুবিদিত হওয়া ও তৎপ্রতি তাহাদের মনোযোগ করা আবশ্যক, এই এই বিষয়ে তাহাদের উত্তেজনা বৃদ্ধি উদ্দেশ্য।

আজ্ঞাক্রমে

এল্, আর, টটনহাম

রেজিষ্টার।

ভারতবর্ষীয় প্রমাণ-বিষয়ক আইনের সংশোধক আইন।

হেতুবাদ।

১৮৭২ সালের প্রমাণ-বিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত বিবেচনায় এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত মত বিধান করা গেল।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "ভারতবর্ষীয় প্রমাণ-বিষয়ক আইনের সংশোধক আইন" নামে খ্যাত হইবে।

যে অবধি প্রচলিত হইবে।

এই আইন বিধিবদ্ধ হইলেই প্রচলিত হইবে।

১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩২ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণ সংশোধন।

২ ধারা। ভারতবর্ষীয় প্রমাণ-বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৩২ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণের "কুটুম্বিতা" শব্দের পূর্ব্বে "শোণিত, বিবাহ বা দত্তকগ্রহণ-জনিত" শব্দ গুলিন প্রয়োগ হইবে।

কুটুম্বিতার বর্ত্তমান বিষয়ে কোন কোন উক্তি গ্রাহ্য, ৩২ ধারার ৫ প্রকরণে এই বিধান করা হইয়াছে, কুটুম্বিতা নানারূপ হইতে পারে, মূল আইনের উদ্দেশ্য এই যে, কেবল শোণিত, বিবাহ বা দত্তকগ্রহণ সম্পর্কে যে কুটুম্বিতা তাহার বর্ত্তমানতা বিষয়েই ঐ ঐ উক্তি গ্রাহ্য। মূল আইনে বিশেষণবিহীন কুটুম্বিতা শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে সংশোধিত আইনে বিশেষণ দ্বারা কি প্রকারের কুটুম্বিতা তাহার নিশ্চয়তা সাধন হইয়াছে।

৩ ধারা। ৪১ ধারার সংশোধন। উক্ত আইনের ৪১ ধারার ৩, ৪ ও ৫ পারাগ্রাফে "নিষ্পত্তি" এই শব্দের উত্তর "আজ্ঞা কি ডিক্রী" শব্দ যোগ করিতে হইবে।

৪ ধারা। ৪ ধারা সংশোধন। উক্ত আইনের ৪৫ ধারার শেষ পংক্তিতে "বিদ্যাগত কোন বিষয়ের" এই শব্দ গুলির পরে "কিংবা কোন ব্যক্তির হাতের লিখন নিশ্চয় হওন বিষয়ে" এই শব্দগুলি যোগ করিতে হইবে।

৫ ধারা। ৫৭ ধারার সংশোধন। উক্ত আইনের ৫৭ ধারার ১৩ প্রকরণে "পথে" এই শব্দের পরে "ভূমি কিংবা সমুদ্রে" এই কথা যোগ করিতে হইবে।

মুল আইনের ১৩ প্রকরণের বিধান এই যে, পথে গমনাগমন করিবার নিয়ম প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য। মুল আইনের উদ্দেশ্য এই যে, উভয় স্থল ও জলপথের নিয়ম গ্রাহ্য। সমুদ্র শব্দ ব্যবহার করায় সেই উদ্দেশ্য পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

৬ ধারা। ৬৬ ধারার সংশোধন। উক্ত আইনের ৬৬ ধারার ৫ পংক্তিতে "থাকে তাহাকে" এই শব্দের পরে "কি তাহার আটর্ণী বা উকীলকে" এই কথা যোগ করিতে হইবে।

৭ ধারা। ৯১ ধারার সংশোধন। উক্ত আইনের ৯১ ধারার ২ বর্জনীয় বিধিতে "ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব-বিষয়ক আইনমত" এই কথা গুলির পরিবর্ত্তে "ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে প্রবেট গৃহীত" এই শব্দ গুলি ব্যবহৃত হইবে।

ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব-বিষয়ক আইনমতে যে উইল হয় তদ্ভিন্ন অন্যান্য উইলেরও প্রবেট প্রমাণ গ্রহণীয়, মুল আইনের এই রূপ উদ্দেশ্য।

কিন্তু ভ্রমাৎ কেবল ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকার-বিষয়ক আইন মতের উইলের উল্লেখ হইয়াছিল।

৮ ধারা। ১৮৭২ সালের প্রমাণ-বিষয়ক আইনের ৯২ ধারার ১ উপবিধিতে " অভাবের এটী " কথার পরিবর্ত্তে " অভাব বা ক্রুটি " ব্যবহৃত হইবে।

৯২ ধারার সংশোধন।

বাঙ্গালা অনুবাদে ঠিক আছে। ইংরেজী শব্দের অক্ষর ভ্রম ছিল।

৯ ধারা। উক্ত আইনের ১০৮ ধারার প্রথমে " কিন্তু " শব্দ ও শেষ পংক্তিতে " প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তিবে " এই শব্দের পরিবর্ত্তে " প্রমাণ করিবার ভার পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তিবে " এই শব্দ ব্যবহৃত হইবে।

১০৮ ধারার সংশোধন।

১০ ধারা। এই আইনের ১২৬ ধারার ২২ পংক্তিতে এবং ১২৮ ধারার ৬ পংক্তিতে " বারিষ্টার " শব্দের পর " প্লিডর " শব্দ যোগ হইবে।

১২৬ ও ১২৮ ধারার সংশোধন।

উক্ত আইনের ১২৬ ধারার ১৫ পংক্তিতে " অপরাধ-ঘটিত " এই শব্দের পরিবর্ত্তে " বে-আইনী " শব্দ ব্যবহৃত হইবে।

১২৬ ধারায় এই রূপ বিধান হইয়াছে যে, মোওক্কেল আপন উকীল মোক্তারের নিকট যে সকল কথা প্রকাশ করে তাহা কোন অপরাধ-ঘটিত কার্য্যের জন্য হইলে তাহা প্রকাশিত হইবার বাধা নাই। এরূপ অনেক ভঞ্চকতার কার্য্য আছে যাহাতে কোন অপরাধ সাব্যস্ত হয় না, অথচ তাহা বে-আইনী। সেই সমুদয় বে-আইনী কার্য্য-ঘটিত উক্তিও প্রকাশিত হইবার বাধা নাই, আইনের এই উদ্দেশ্য।

১১ ধারা। উক্ত আইনের ১৫৫ ধারার ২ প্রকরণে "প্রস্তাব হইয়াছে" এই কথার পরিবর্ত্তে "প্রস্তাব সে মঞ্জুর করিয়াছে" এই কথা ব্যবহৃত হইবে।

১৫৫ ধারার সংশোধন।

মুল আইনে এই রূপ বিধান হইয়াছে যে, কোন সাক্ষীর নিকট উৎকোচ প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিশ্বস্ততা খণ্ডন জন্য এই প্রশ্ন হইতে পারিবে। কিন্তু কোন ব্যক্তির নিকট কেহ উৎকোচ দিবার প্রস্তাব করিলে সাক্ষী যদি তাহাতে সম্মত না হয় তবে তাহার অবিশ্বাস্যতা প্রমাণ জন্য উক্তরূপ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। সেই জন্য প্রস্তাব মঞ্জুর করার বিষয় লিখিত হইয়াছে।

১২ ধারা। ভারতবর্ষীয় প্রমাণ-বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের বিধান দ্বারা ১৮৫২ সালের ১৫ আইনের ১২ ধারা (প্রমাণ-বিষয়ক আইন সংশোধনের আইন) কোন রূপ অন্যথা হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না।

১৮৫২ সালের ১৫ আইনের ১৫ ধারার বিধান রহিত না হইবার কথা।

১৮৫২ সালের ১৫ আইনের ১২ ধারার বিধান এই যে, মহারাণীর সমুদয় আদালত, বিচারক, কমিশনর, সালিস ও অন্যান্য আফিসর প্রভৃতি তত্তৎ বিচারাধীন কার্য্য সম্বন্ধে সাক্ষিগণকে হলফ দিতে পারিবেন। মুল আইনে এই ধারা রদ হইয়াছে, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে কোন বিধান করা হয় নাই। ১৮৭২ সালের প্রতিজ্ঞা বিষয়ের ৬ আইনেও কোন বিধান হয় নাই। সুতরাং এই ধারা প্রচলিত থাকিবে।